বিবাহিতের জীবন-সাধনা

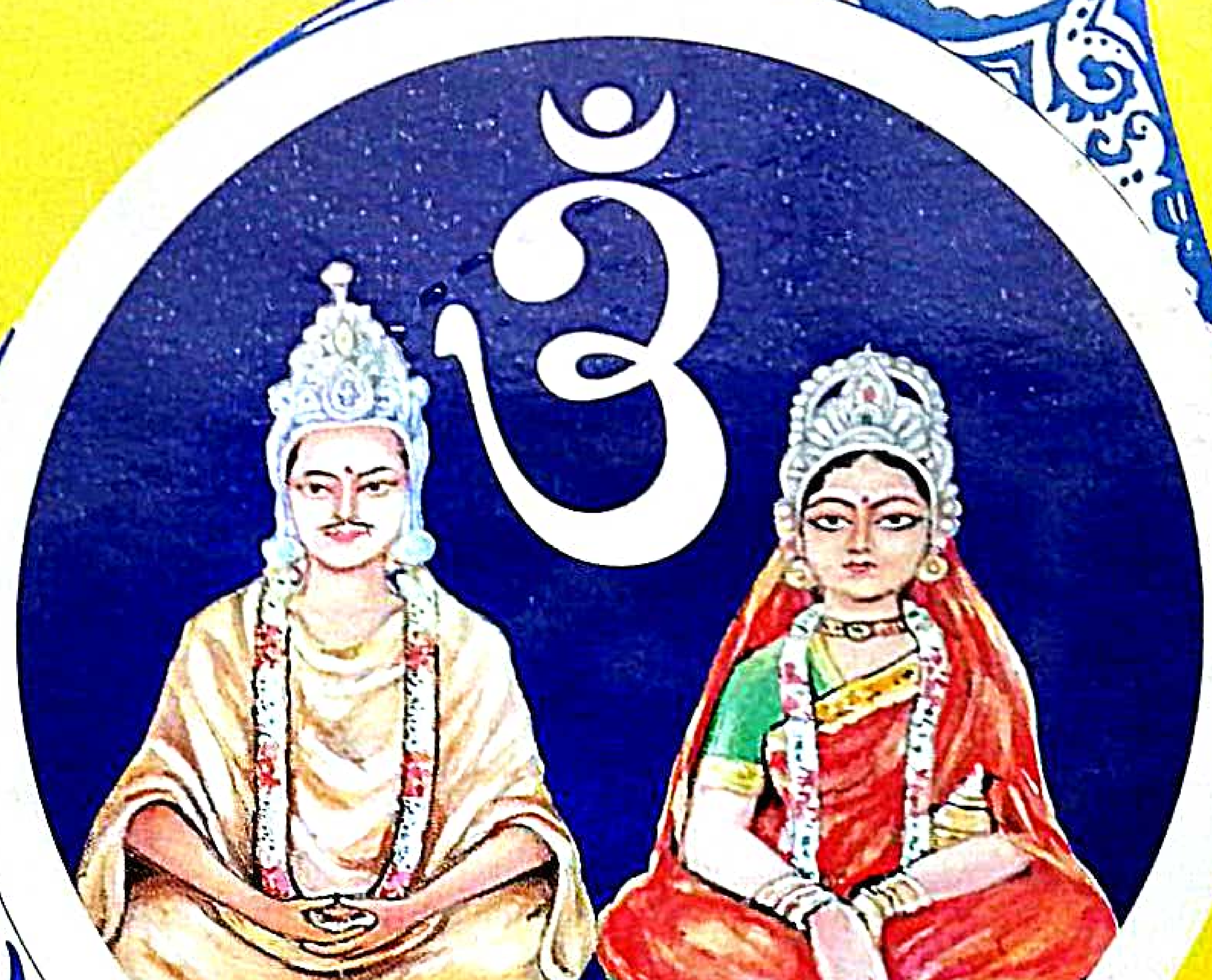

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

SRI TAPAN KR. MUKHERJEE
6, Bank Colony, Manaitand
Dhanbad - 826001
Mob: 9934199830

ওঁ

বিবাহিতের জীবন-সাধনা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ, ১৪২১

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে লভিবে ভারত লুপ্ত-মান,
লভিব বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ, শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

KANTI LIBRARY
Dhanbad 826001
6, Bank Colony, Manaitand

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2014]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-11-9

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পরে ব্রহ্মচর্য্য-পালনেচ্ছু যুবকেরাও অনেক সময় জীবন-গঠনের পথ পাইয়া উঠেন না। এমন কয়েকজন গৃহী-যুবকের নিকট অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যে-সকল উপদেশ-পূর্ণ পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। এই পত্রগুলির অধিকাংশ "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থ প্রকাশের পর লিখিত হইয়াছিল এবং প্রেসের জন্য তদনুরূপ পাণ্ডুলিপি তৈরী হইয়াছিল। (বর্ত্তমানে মুদ্রণ-কালে পরবর্ত্তী কালের লিখিত বহু পত্র পাইয়া যাওয়াতে শেষদিক দিয়া সেগুলিও সঙ্কলিত হইল।)

বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-দেবের বিস্তারিত মতামত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" এবং "সধবার সংযম" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "কর্ম্মভেরী" সপ্তদশ পত্রে এবং "আপনার জন" নামক গ্রন্থের দুয়েকখানা পত্রে বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে কল্যাণপ্রদ উপদেশ আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িতে পারেন। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ এবং গ্রন্থাংশসমূহ পড়িবার সুযোগ পাইতেছেন না, তাঁহাদের গোচরার্থে স্বামিপাদের মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

আচার্য্য-প্রবর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেন—

(১) বিবাহের পূর্ব্বেই যুবক ও যুবতীকে কঠোর আত্ম-সংযম শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(২) বিবাহের পর স্বামি-পত্নীর পরস্পরের মত, রুচি, প্রকৃতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৩) আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা উপযুক্ত কাল দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া এবং মনকে উপযুক্তরূপে উৎকর্ষবান্ করিয়া তৎপর সঙ্কল্পপূর্ব্বক জগৎ-কল্যাণকারী সন্তান জনন করিতে হইবে।

(৪) নবজাত সন্তানকে ভগবানের অংশ ভাবিয়া তাহার দেহ-মনের পূর্ণ বিকাশের সবগুলি পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৫) সন্তানদের জীবন-গঠন ব্যাপারে নিজেদের সংসারাসক্ত বুদ্ধির উপরে সম্যক্ নির্ভর না করিয়া পরকল্যাণব্রত সংসার-ত্যাগীগণের সৎ-পরামর্শ, সদুপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

নিভৃত আলোচনায়, প্রকাশ্য উপদেশে, পত্রে ও প্রবন্ধে আচার্য্য স্বরূপানন্দ বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে মোটের উপর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এতদনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে যাহাতে গৃহীরা আগ্রহান্বিত হন, তাহার জন্য প্রভূত চেষ্টা পাইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে পাঠকেরা আচার্য্যদেবের সেই-সকল মূল্যবান্ উপদেশনিচয়ের আংশিক আস্বাদন পাইবেন। প্রকাশিত পত্রগুলিতে অনেক স্থলে এমন এনেক কথা ছিল, যাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই উপকারী ও প্রয়োজনীয়, পরন্তু

সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নহে। তারকাচিহ্নের দ্বারা সেই সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আকৈশোর ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক। সমস্ত জীবন তাঁহার এই কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার মত ও বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মচর্য্যের বীজ যদি একবার ভারতের ভূমিতে অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ এক বৃক্ষ হইতেই গৃহী, সন্ন্যাসী, সধবা, বিধবা, কুমারী, সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি সকলের সকল পিপাসার পরিতৃপ্তি-দায়ক শান্তি-জল এবং সকল ক্ষুধার অমৃত-ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ব্রহ্মচর্য্য-বৃক্ষের মূল হইতেই যে নবাঙ্কুর-সমূহ গজাইবে; তাহাই ভবিষ্যতে সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মী, শিক্ষাপ্রচারক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কল্যাণ-কর্ম্মীর ধ্বজদণ্ড-স্বরূপ হইবে। তাই, তিনি অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মতালিকায় ভ্রূক্ষেপবিহীন হইয়া ব্রহ্মচর্য্যেরই বাণী, বীর্য্যেরই বাণী ছড়াইয়া চলিয়াছেন।

অনেকে ভ্রম করিয়া মনে করেন যে, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শুধু সন্ন্যাসেরই প্রচারক। কিন্তু সেইরূপ অনুমান যথার্থ নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থ-পাঠেই সুচতুর পাঠক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তিনি মনুষ্যত্বের প্রচারক, শুধু সন্ন্যাস বা শুধু গার্হস্থ্যের প্রচারক নহেন। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে পাত্র-বিশেষে সন্ন্যাস বা শুধু গার্হস্থ্যের প্রয়োজন পড়িতে পারে। এই দৃষ্টিতে সন্ন্যাসের গৈরিক-সুন্দর আদর্শ প্রচার করা সময়-বিশেষে আবশ্যক হয় কিন্তু এজন্য অভিভাবক-সম্প্রদায়ের ভয় পাইবার বিশেষ কারণ নাই। যেহেতু শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের মতে সন্ন্যাসের যোগ্যতারূপ স্বাতী নক্ষত্রের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নিবেদন

সুদুর্ল্লভ বৃষ্টিবিন্দু অতি অল্প কয়েকটা ঝিনুকের মুখেই পড়ে এবং অযোগ্য ব্যক্তির সন্ন্যাসের দ্বারা সমাজের লাভ না হইয়া অলাভই হয়। ইতি—ভাদ্র, ১৩৭৩

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ষষ্ঠ সংস্কারণের নিবেদেন

"বিবাহিতের জীবন-সাধনা"র পঞ্চম সংস্করণ ফাল্গুন, ১৪০০ সালে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ষষ্ঠ সংস্করণটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত।

আশাকরি এই ষষ্ঠ সংস্করণও জনসমাজে সমাদর পাইবে। বিবাহিত জীবনকে সংযম ও আদর্শবাদের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করাই ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিশ্বাস লইয়া আমরা ষষ্ঠ সংস্করণ প্রচারে ব্রতী হইলাম। ইতি—বৈশাখ, ১৪১১

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

— বিনীত নিবেদক
সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই সপ্তম সংস্করণ ইহার ষষ্ঠ সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ।

ইতি—
প্রকাশক

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

উপহার

....

....

....

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

উৎসর্গ

আদর্শ গৃহী
মদীয় পরম পূজনীয় পিতামহদেব
স্বর্গত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়
মহাশয়ের শ্রীচরণে ভক্তি-উপহার

জন্মাষ্টমী
সন ১৩৭৩ বাংলা

ইতি—
প্রণত গ্রন্থকার

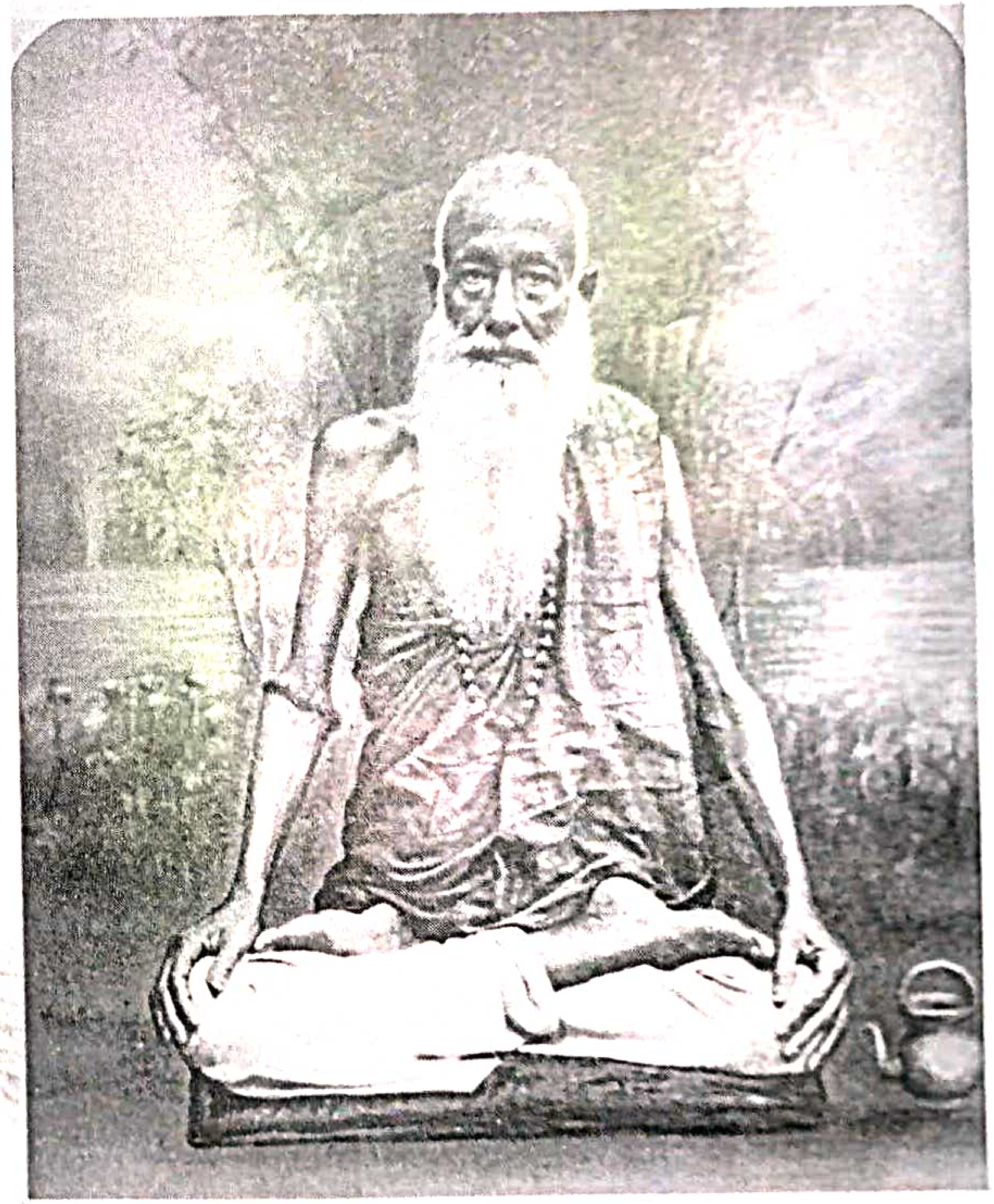

নিত্যধামগত গৃহস্থ যোগী
৺হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

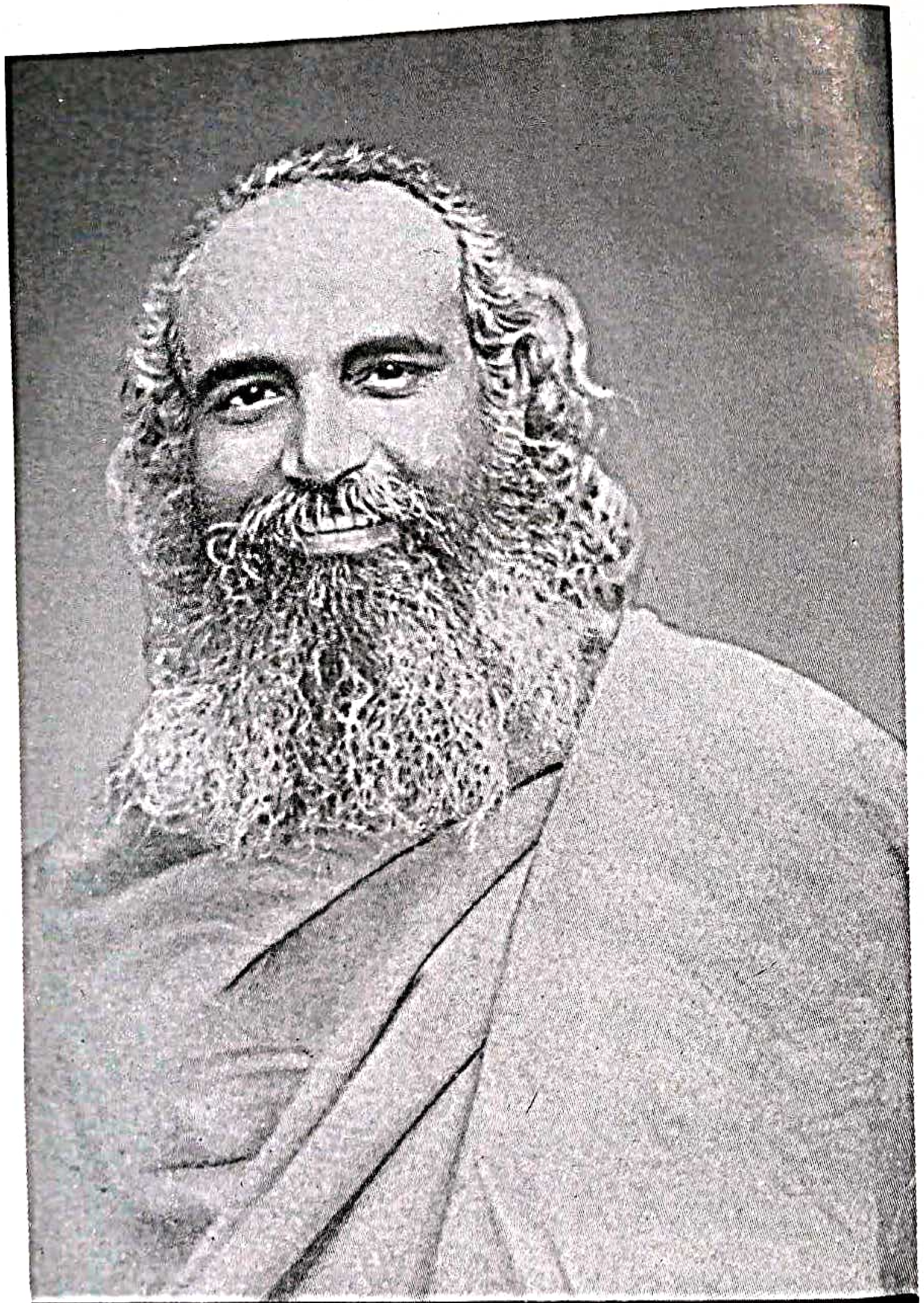

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

বিবাহিতের জীবন-সাধনা

প্রথম পত্র

স্নেহের—,

*　　　*　　　*　　　*

তোমার বিবাহিত জীবনকে আমি আজ আমার উল্লাসের নিত্য-নিকেতন বলিয়া মনে করিতেছি, আমার এই মুক্তি প্রার্থনা-বিমুখ জীবনের সকল আনন্দের উৎস বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কারণ, তোমাদেরই ঔরসে এবং জঠরে আজ আমার প্রভুর সেই মহামূর্ত্তি প্রকটিত হইবে, যাহা জড়দেহ স্বীকার করিয়াও ভাবস্বরূপ। তোমাদের যুগল-জীবনের প্রত্যেকটী সুপরিচ্ছন্ন চিন্তা, প্রত্যেকটী সহৃদয় প্রেরণা, প্রত্যেকটি সাহ্লাদ অনুভূতি আজ তোমাদের মানবরূপী সন্তানের আর আমার ভাবরূপী প্রভুর বিকাশ-বৈচিত্র্যে রং ফলাইবে। তোমাদের দাম্পত্য জীবনের ধর্ম্মপ্রাণতা কর্ম্মশীলতা ও ত্যাগ-পরায়ণতা আমার প্রভুর আনন্দ-লীলাকে দুঃখপীড়িত পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তোমাদের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, ভক্তি-মত্তা ও

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

জগৎকল্যাণী-বুদ্ধি আমার প্রভুর নিষ্কাম প্রীতিকে সুরধুনী-প্রবাহিনীর ন্যায় ধরিত্রীর তাপদগ্ধ মরুভূমিতে বহাইয়া দিবে। তোমাদেরই দুইজনের দেহ হইতে রক্তমাংস, মেদ-মজ্জা, অস্থি-চর্ম্ম ও তেজোবীর্য্য লইয়া আমার প্রভু জগতের মহাদুঃখ-বিদূরণের জন্য অবতরণ করিবেন, অবতার হইবেন। হে কল্যাণীয়! তুমি প্রভুরই সন্তান, আবার প্রভুই তোমার সন্তান হইয়া আসিবেন।

*　　*　　*　　*

তোমার এবং তোমার সহধর্ম্মিণীর দৈহিক মিলন যখন প্রভুর ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবার জন্যই ঘটিবে, তখনই প্রভু তাঁহার লীলা-বিকাশের যোগ্য দেহ ও মন পাইয়া আহ্লাদিত হইবেন। যখন তোমরা প্রভুকে ভুলিয়া থাকিবে তখনও তিনিই আসিবেন, কিন্তু দেহের অযোগ্যতা ও মনের অপটুতা তাঁহার বিকাশকে শত মতে ব্যাহত করিয়া সুখের হাটে দুঃখের মেলা বসাইয়া দিবে।

নারীর আকর্ষণী শক্তিকে কি শুধু রমণ-লালসা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে? তাঁহার বশীকরণ ক্ষমতাকে কি কেবলই কাম-যজ্ঞে আত্মাহুতির নিমন্ত্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে? তাঁহার চরিত্রের সজল কোমলতাকে কি একমাত্র ভোগানুরক্তির খাতে স্রোতঃসংযোগ বলিয়াই জানিতে হইবে? তাঁহার সর্ব্বশোক-হরা সান্ত্বনাদায়িনী রূপমাধুরীকে কি বাসনার অনলে ইন্ধন ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইবে না? নরকের পূতিগন্ধই কি

চিরতরে তাঁহার নিজস্ব সম্পদ? পতনের কলুষ-কালিমাই কি চিরজীবন তাঁহার অঙ্গরাগ?

স্বামি-পত্নীর পরস্পরের যে প্রেম, ইহা কেবলই কাম নহে, কেবলই রূপজ মোহ নহে। এই কাম এবং এই মোহের পশ্চাতে একটা চিরন্তন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে সত্যকে প্রকটিত করিলে কাম এবং মোহ মরমে মরিয়া যায়, লাজে ভয়ে দূরে সরিয়া পড়ে, শয়তানের রাজত্বের উপরে ভগবানের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তোমাদের পরস্পরের আকর্ষণ পরস্পরের জীবনকে পরিশুদ্ধ করিবারই জন্য,—একমাত্র সাধনের অভাবে সেই গূঢ় কথাটি তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে। তোমার প্রকৃত পরিশুদ্ধতা কোথায়? তোমার সম্যক্ সার্থকতায়। তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার যৌবনের সার্থকতাদায়িনী, তুমি তোমার সহধর্ম্মিনীর যৌবনের সার্থকতাদাতা। এই সার্থকতা শ্রীভগবানের অবতরণ-পথ নিষ্কণ্টক-করণে। যে পুরুষ নারীকে চামড়ার দরে মূলায়, আর যে নারী নিজেকে মাংসের দরে বিকায়, তাহারা শ্রীভগবানের অবতরণের পথকে কাম-কণ্টকে কণ্টকিত ও মোহের ক্লেদে পিচ্ছিল করিয়া রাখে। ফলে, যৌবন তাহার দুদিনের বাসন্তী বিভা লইয়া নিষ্ফলতার মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বহন করিতে করিতে চলিয়া যায়,—মানবমানবীর জীবন অপূর্ণ, আশা অপূর্ণ, বাসনা অতৃপ্ত ও কামনা অশুদ্ধ রহিয়া যায়। এই অপূর্ণতার গুরুভার তাহাদের স্কন্ধ চাপিয়াই থাকে, আর নামিতে চাহে না।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আমার পরম স্নেহভাজিনী কল্যাণীয়া মায়ের প্রতি তোমার যে আকর্ষণ, তাহা তোমার যৌবনকে দিনের পর দিন সত্য ও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে, যদি না তুমি ভুলিয়া যাও যে, এই আকর্ষণটাই চরম নহে, ইহার পশ্চাতে থাকিয়া বৃহত্তর একটা সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। বিশুদ্ধ জনকত্বই পুরুষের পুরুষত্ব, বিশুদ্ধ মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব। পরস্পরের এই দৈব-বিহিত আকর্ষণ পুরুষের প্রকৃত পুরুষত্ব ও নারীর প্রকৃত নারীত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তোমার বলবীর্য্যকে ও তোমার সহধর্ম্মিণীর স্নেহ-মমতাকে পরস্পরের সহায়তায় বংশানুক্রমে নিত্যস্থায়ী রাখিবার জন্যই বিধাতার এই অপূর্ব্ব কৌশল। এই জন্যই গার্হস্থ্য 'ধর্ম্ম', গৃহিজীবন 'তপস্যা'। সাধনের অব্যর্থ শক্তিতে রূপমোহ বা প্রবৃত্তিপ্রেরিত আসঙ্গলিপ্সার প্রকৃত মূল্য যখনই নির্দ্ধারিত হইবে, তখনই তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, বিবাহিত জীবনের ধর্ম্ম্যতা কোন্ স্থানে, অধর্ম্ম্যতাই বা কোথায়। তখনই বুঝিতে পারিবে, একই সাধন-ধারাকে বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ভাগবত-প্রভাবে প্রভাবিত যে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব, তাহাই মহৎ ও সার্থক। আর, কল্যাণ-লক্ষ্যবিহীন ধর্ম্মবোধবিবর্জ্জিত ভাগবতী প্রেরণা-বঞ্চিত যে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব, তাহা পশুভাবানুপ্রাণিত, নরকপ্রদ ও ব্যর্থ, তাহা দুঃখদ, দৈন্যপ্রদ ও মৃত্যুবাহী।

গালি দিতেছি বলিয়া মনে করিও না। যে আদর্শকে পূজা

করিতে চাহিয়া সন্ন্যাসের শান্তিশীতল গৈরিকরঞ্জিত পথে সংসারে অলব্ধ-প্রবেশ পূর্ব্বজন্মসৌভাগ্য-বর্জ্জিত দুই একটী যুবককে টানিয়া আনিতে চাহিতেছি, আজ তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ সংসারী জীবনের মধ্য দিয়াও সেই আদর্শেরই একটা অভিনব প্রস্ফুটন লক্ষ্য করিয়া নয়ন সার্থক করিতে চাহি। যে প্রেম নারীর উপর পতিত হইয়াছে, তাহাকে নারীরই মধ্যবর্ত্তিতায় অনাগত মানব-জাতির উপরে ছড়াইয়া ফেলিবার একটা অব্যর্থ কৌশল তোমারই হস্তমুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। সন্ন্যাসী যেমন করিয়া নিজের দেহ ও মনকে সকল সুখভোগ হইতে দূরে রাখিয়া একমাত্র কেন্দ্রীকৃত তপস্যার বীর্য্যকে মানব-মনের কল্যাণৈষণার যোনিগর্ভে আহিত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন ও পরম প্রভুর ইচ্ছার পূরণ করিতেছেন, তোমরাও তেমন বিবাহিত জীবনকে তাহার ক্লেদ-দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে পার এবং গার্হস্থ্যকেও সন্ন্যাসের সৌরভে আমোদিত ও সন্ন্যাসের মহিমায় গৌরবান্বিত করিতে পার। এই কথাটাই আজ তোমাদিগকে মনে করাইয়া দিতে চাই। নরনারী যেদিন পরস্পর পরস্পরের মাংসকে না দেখিয়া আত্মাকে দেখিবে, সেই দিনের গার্হস্থ্য হইবে ধর্ম্ম। স্বামি-পত্নীর মিলনে যেদিন ভোগের লালসাই প্রধান হইবে না, প্রধান হইবে ত্যাগের সাধন, সেইদিনই গার্হস্থ্য হইবে ধর্ম্ম। একটীমাত্র নারীবিগ্রহের মধ্যে যেদিন মানব সমগ্র বিশ্বের মাতৃত্বকে পুঞ্জিত করিয়া পাইবে, একটীমাত্র নর-বিগ্রহের মধ্যে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যেদিন মানবী সমগ্র সৃষ্টির বীজকে নিগূঢ়-নিঃশেষে লাভ করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের মহিমাকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের জবাকমল দিয়া অর্চ্চনা করিবে, সেইদিন গার্হস্থ্য হইবে ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম-সাধনা তোমাদের জীবনে আমি আজ দেখিতে চাহি। মনে করিও না, এই অপরূপ আলেখ্য শুধু কল্পনারই ছবি।—এই ললিত-সুন্দর মোহন দৃশ্য দেখাইবার মত সামর্থ্য প্রকৃতই তোমাদের আছে। আত্মবিশ্বাস-প্রযুক্ত সেই সামর্থ্যকে অস্বীকার করিতেছ, এই মাত্র। হে পুত্র, আজ জ্বলন্ত আত্ম-বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নিজের সকল শুভসম্ভাবনাকে স্বীকার কর এবং দাম্পত্যজীবনের যে আদর্শপরায়ণ ও একনিষ্ঠ পবিত্রতা সকল আহ্বানবাণীর শ্রেষ্ঠ বাহন, সেই পবিত্রতার ষোড়শোপচারে পূজা কর এবং ভারতের পৌরুষকে প্রবুদ্ধ করিয়া সিংহগর্জ্জন বিস্তার কর,—"হে পুরুষকার, হে তেজ, হে বীর্য্য, আজ এই অধঃপতিত ভারতে পুনরুত্থিত হও; যে জাতি 'কি ছিলাম' বলিতে বলিতে 'কি হইয়াছি' ভুলিয়া যায়, আর, 'কি যে হইবে', সেই কথার চিন্তা করা নিরর্থক বলিয়া মনে করে, সেই অতীত-শ্লাঘাকারী বর্ত্তমান-বঞ্চক হতভাগ্যদের জন্য পুনরভ্যুত্থান লাভ কর।"

নাম-সাধনা তোমার সকল আত্ম-অবিশ্বাস দূর করিবে, তোমার সকল সামর্থ্যকে সন্দীপিত করিবে, তোমার আদর্শকে অখণ্ড এবং একনিষ্ঠাকে অটুট করিবে, মানুষ হইবার এবং মানুষ গড়িবার যোগ্যতা দিবে। ভগবান্‌কে জীবন-তরণীর

কর্ণধার করিয়া অগ্রসর হও বাছা, সকল মেঘ কাটিয়া যাইবে, দুর্দ্দিন থাকিবে না, নদী-তরঙ্গ শান্ত হইবে, স্রোতোবেগ অনুকূল ও বায়ুপ্রবাহ অনুপন্থী হইবে।

*   *   *   *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

স্নেহের—,

সংসার যখন রচিয়া বসিয়াছ বাছা, তখন নানা ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি আসিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাকে বিরস-বদন হইলে চলিবে না। যত কোলাহল ও বাধাবিপত্তিই তোমার জীবন-পথের সম্মুখে পড়ুক না কেন, নিশ্চিন্তচিত্তে তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, নিরুদ্বিগ্নতাই মহাবীর্য্য-লাভের পন্থা ও প্রমাণ, নির্ভীকতাই কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার সাধন ও সিদ্ধি; নিঃসংশয়িত-চিত্ততাই জীবন-সাধনার সহায় ও সাফল্য। নিজ হাতে দায়িত্বের রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছ বলিয়া, নিজের দেহকেই আত্মা এবং সীমাবদ্ধ সংসারকেই স্বরূপ বলিয়া বুঝিতেছ বলিয়া সাংসারিক ঝড়ঝঞ্ঝায় এত উত্থিত ও পতিত, ব্যথিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছ। নিজেকে দেহাতীত অর্থাৎ দেহবুদ্ধিমুক্ত নিত্যাশ্রয় পরমসত্তা বলিয়া ধারণা করিতে করিতে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দেখিবে, তোমার সংসারী ব্যূহের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ হয়ত বিন্দুমাত্রও হ্রস্বীভূত হয় নাই, কিন্তু সুখদুঃখের প্রতি যে সদাসজাগ ভাব তোমাকে কত কত সময় নিরর্থকই ব্যতিব্যস্থ করিয়াছে, তাহা দূরীভূত হইয়াছে এবং যেখানে ক্রোধ তোমাকে উত্তেজিত করিত, ক্ষমা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, সংশয় যেখানে কুটিলতার সৃষ্টি করিত, সহজ স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসে ভর করিয়া সেখানে নিশ্চিন্ততা বিরাজমান রহিয়াছে। সংসারে যে অশান্তি হইবে, ইহা জানা কথা। তুমি বরং দায়ে ঠেকিয়া সংসারী হইয়াছিলে, কিন্তু যাহারা সুখের লোভে সংসারীর ফাঁস গলায় পরিয়াছে, তাহারাও প্রত্যেকে অল্পবিস্তর একথা জানিত। কাহারও বিচার-প্রবণতা সংসার-বিষবৃক্ষের মাকাল ফল আগে হইতে চাখাইয়াছে, কাহারও বা চক্ষের উপরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-সমূহ অভিনীত হইয়া সংসার যে অশান্তির আগার, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারাও ক্ষণিক সুখের লোভে, কতকগুলি অবান্তর রঙ্গীণ কল্পনার মোহে অশান্তি জানিয়াও এই কোলাহলমুখর কলহরত সংসারে প্রবেশ করিয়া পরে তোমারই মত হায় হায় করিতেছে। নিজের উপরে দায়িত্ব লইলেই সেই দায় শোধ করিতে হয়। সুখের লোভেই তুমি সংসারী কর, আর বিপদে ঠেকিয়াই তুমি সংসারী হও,—দায় তোমাকে শোধ করিতে হইবেই। নতুবা সংসারের কাছে যে সুখ-শান্তি প্রার্থনা কর, তাহা তোমার কখনই প্রাপ্য হইবে না।

শুধু সংসারীই নহে, জীবনটাও মানুষের একটা দায়।

সংসারকে যিনি পদনখাঘাতে খান্ খান্ করিয়া দিয়াছেন, তিনিও বাঁচিয়া থাকিবার দায়টা হইতে মুক্ত নহেন। দায় তাঁহাকেও শোধ করিতে হইবে, নতুবা শান্তি নাই—তীর্থই ভ্রমণ করুন আর বেদান্তই পাঠ করুন।

দায় শোধের শ্রেষ্ঠ উপায়, নিজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুযায়ী সুকঠোর শ্রম-সাধন এবং যাবতীয় কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ। ভগবানের স্কন্ধে দায় ফেলিয়া দিতে পারিলেই সকল দায়িত্বের নিঃশেষ-অবসান ঘটে। তাঁহারই বরাভয়-বিস্তারিণী আশীষবর্ষিণী বিশ্বতোমুখিনী পরমমহামূর্ত্তির চরণতলে তোমার সকল দায়িত্ব, সকল কর্ত্তৃত্ববোধ, সকল আত্মাভিমান অঞ্জলির পর অঞ্জলিতে ঢালিয়া দাও, প্রসাদমাত্রলোলুপ দীন পথের ভিখারী জানিয়া তাঁহারই কৃপাকটাক্ষের অনুবর্ত্তী করিয়া অহংবোধবিরহিত নিজেকে একেবারেই ষোল আনা ছাড়িয়া দাও। জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে তাঁহারই অব্যর্থ ইচ্ছাকে বিজয়লক্ষ্মীর শিরো-মুকুট জানিয়া, হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন ও অনুকম্পনে তাঁহারই আদেশ-বাণীকে সত্য বুঝিয়া, প্রত্যেকটী শ্বাস ও প্রশ্বাসে তাঁহারই অস্তিত্বকেও ওতপ্রোতভাবে অনুভব করিয়া, প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে ও প্রতি চিন্তায় আজ্ঞাবহ যন্ত্রটীমাত্র হইয়া থাক। নিজের প্রত্যেকটী ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার মধ্য দিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, নিজের প্রত্যেকটী কর্ম্মপ্রয়াসকে তাঁহারই সর্ব্বকর্ম্মপ্রেরয়িত্রী সর্ব্বতঃ সঞ্চারিণী অপ্রতিহতগামিনী অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তির মধ্য দিয়া দেখিতে শিক্ষা কর। দেখিবে জগতের কোলাহলপ্রিয়তা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অণুমাত্র না কমিলেও, তোমার যত আপদ-বালাই সব দূর হইয়াছে, তোমার জন্য শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তোমার জন্য সত্যযুগের আগমন হইয়াছে, তোমার জন্য সাত্ত্বিকতার আনন্দাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে।

সত্যযুগ বলিতে কালবিশেষ বুঝিও না, অবস্থা-বিশেষ বুঝিও। তোমার জীবন এখন অবিমিশ্র কল্যাণ ও অবিমিশ্র অকল্যাণ এতদুভয়ের মধ্যধারা ধরিয়া চলিয়াছে। এখন তোমার ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ। জীবন যখন একমাত্র কল্যাণের মধ্য দিয়াই পরম একনিষ্ঠা-সহকারে ফুটিয়া উঠিবে, তখন তোমার সত্যযুগ। আবার দুর্ভাগবশতঃ কল্যাণকে অগ্রাহ্য করিয়া অকল্যাণকেই যখন সম্বর্দ্ধনার জয়মাল্যে ভূষিত করিবে, তখন তোমার কলিযুগ। একই দিনে তুমি দশবার সত্যযুগের, দশবার ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের সাক্ষাৎকার পাইতে পার। তোমার স্বকীয় সাধনের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যুগচতুষ্টয় কখনই যাইবে না, কারণ, সাধারণতঃ লোকে যাহাই বিশ্বাস করুক না কেন, প্রত্যেকটী যুগ মানুষের পক্ষে নিজস্বতার আলোকে আলোকিত অথবা নিজস্বতার অন্ধকারে মসীকৃত যুগ। কর্ম্মশীলতা পরিত্যাগ না করিয়াও কর্ম্মফলের জন্য নিরুদ্বিগ্নতাতেই সত্যযুগের আবাহন, কর্ম্মহীনতা পরিহার না করিয়াও কর্ম্মফলের জন্য লোলুপতাতেই কলিযুগের প্রতিষ্ঠা। কারণ, নিষ্কাম, অথচ বিশ্রামবিহীন কর্ম্মই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মবিমুখতা বা আলস্যই সকল পাপের রাজা। পাপকে যে পূজা করিবে, কলি তাহার স্কন্ধগত

হইবেই। সকাম ধর্ম্মশীলতা, দ্বাপর-ত্রেতার নিয়ামক।

তোমাকে হইতে হইবে সত্যযুগের মানুষ এবং এইজন্য তোমাকে সকল দায়িত্ব পরমপুরুষের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া নিজেকে রিক্ত ও মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য চাই বিশ্বাস, যাহা অটল, অচল, চিরস্থির, চিরপ্রদীপ্ত, লৌকিকতার মধ্য দিয়াও অলৌকিক, আবার অলৌকিকতার মধ্য দিয়াও লৌকিক। কারণ, যাহা অবিশ্বাসীর নিকট বিভীষিকা, তাহাই বিশ্বাসীর নিকটে প্রাণপ্রিয়ের নূপুর-নিক্কণিত চারু-চরণের মেদুর স্পর্শ; যাহা অনাস্থাকারীর নিকট হলাহল, তাহাই আস্থাবানের নিকট জীবনের-পাত্রটী-পরিপূর্ণ নবযৌবনবিধাতা অমৃত। যে বিশ্বাস জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে ও অনুরণনে পরম পরিণতির পথে চলিয়াছে, জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা যে জীবন্ত বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আবার যে বিশ্বাস দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক, অপমান, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, রোগযন্ত্রণা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই স্বকীয় প্রভাবে জীবনকে গড়িয়া লইয়া যাইতেছে এবং সন্তোষ, নির্ভর, অভয়, আশা, উৎসাহ, নির্ম্মলতা, প্রেম ও শরণাগতির মধুতে অমৃতায়মান করিয়া তুলিতেছে, আমি সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা বলিতেছি। ধর্ম্ম প্রচারকদের পরস্পরবিরোধী গগনভেদী উচ্চ-কলকণ্ঠকে ছাপাইয়া, মতামতের অতি দুর্গম গহণ-কণ্টকারণ্য অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি বিভ্রান্তিকারিণী ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার দুস্তরণীয় দার্শনিকতার মহাসমুদ্র পার হইয়া, ভগবন্নাম-সাধন-সঞ্জাত যে বিশ্বাস আপনার সহজ-স্বরূপে নিত্য

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দেদীপ্যমান রহিবে, আমি সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা বলিতেছি। যে বিশ্বাস সসীমকে "সসীমে"র গণ্ডীতেই বদ্ধ রাখিতে না চাহিয়া ক্ষীণতম ধূলিকণার মধ্যেও পরমপ্রভু পরমাত্মার বিশ্বরূপ দর্শন করে, আবার অসীমকে "অসীম" বলিয়াই সীমাবদ্ধ না করিয়া তাহাকে সসীমের সম্পর্কেই বুঝিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে না, সেই উদার সর্ব্বালিঙ্গনকারী সর্ব্বগ্রাহী বিশ্বাসের কথা বলিতেছি।

এই বিশ্বাস শুধু স্বয়ং লাভ করিলেই চলিবে না, তোমার সহধর্ম্মিণীকেও এই ধর্ম্মবিশ্বাসের অধিকারিণী করিতে হইবে। কারণ, নারীপূজা ছাড়িয়া দিয়া পৌরুষ শক্তিহীন, পুরুষপূজায় উপেক্ষা করিয়া নারীত্ব বন্ধ্যা। কিন্তু কে কাহাকে পূজা করিতে পারে যদি শ্রদ্ধাদৃষ্টি নয়নে ফুটিয়া না ওঠে? শ্রদ্ধাই পূজার প্রধান উপচার। পুনশ্চ, যাহার ধর্ম্মবিশ্বাস (conviction) যত গভীর, তিনি তত অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী বা পাত্র। মত কিম্বা পথের বিচার বিশ্লেষণে তর্কচেষ্টার পরাজয় ঘটিতে পারে, শ্রদ্ধা আসে না। পরন্তু, বিচারের সুকঠোর দণ্ডাঘাত-সহনে সম্যক্-রূপে অক্ষম একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ মতের উপরেও যদি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ন্যস্ত হয়, জানিও মানুষ স্তম্ভিত না হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইবেই। কারণ, প্রকৃত বিশ্বাস কখনও সাধন-ব্যতীত সঞ্জাত হয় না। এ জগতে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধনের মূল্য চিরকালই বেশী, দার্শনিকতা অপেক্ষা তপোলব্ধ একপরায়ণ গভীর বিশ্বাসের সম্মান চিরকালই অধিক। স্বকীয়

ধর্ম্মবিশ্বাসকে তপঃসাধন-প্রভাবে গভীরতর করিয়া তোমাকে যেমন তোমার সহধর্ম্মিণীর শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে হইবে, তেমন আবার তুমি যাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পার, এমন ভাবে তোমার শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ তাঁহার মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে হইবে। ভাবের নিবিষ্টতা জন্মিলে তাহার সংক্রমণ-শক্তি অসাধারণরূপে বাড়িয়া যায় এবং এই নিবিষ্টতার স্থায়িত্বের সহিত অদৃশ্য-ভাবে তাহা সমগ্র জগতের উপর ছড়াইয়া পড়ে। স্বামিপত্নীতে পরস্পর তোমরা যে পরস্পরের সাধন-সহায়, এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লইয়া অগ্রসর হও। পথ চলিতে চলিতে কতবার ভ্রমত্রুটিও হইয়া যাইতে পারে, পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারের বশে পরস্পর পরস্পরের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের আয়োজন ঘটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হে পুত্র! তাহাতে হতাশ না হইয়া গভীরতর দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত পথের সাথীটীর হাত ধরিয়া নিজ নিকেতনের দিকে ছুটিয়া চল। তোমার সহধর্ম্মিণী যে তোমার পথের সাথী মাত্র এবং তুমিও যে তোমার সহধর্ম্মিণীর পথের সহায় মাত্র; যেখানে যাহার পথ ফুরাইবে, সকল পূর্ব্বসংস্কার তুচ্ছ করিয়া সেখানেই যে তাহাকে অদৃশ্য হইতে হইবে, এই কথাটি নিমেষমাত্রও না বিস্মৃত হইয়া পরম কল্যাণের পথে, চরম-চরিতার্থতার পথে দৃঢ়চরণে অগ্রসর হও, কেবল অগ্রসরই হও। দুই চারিবার পদস্খলন হইতে পারে, ভয় পাইও না, কিন্তু আর যাহাতে মোহের কূপে ডুবিয়া না মরিতে হয়, তার জন্য সতর্ক থাক। কারণ, এক দৃষ্টিতে দেখিলে যে নারী

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কল্যাণবিঘাতিনী পিশাচিনী, আর এক দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিতে জানিলে তিনিই আবার সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী জগদ্ধাত্রী।

প্রত্যেকটী মানব মানবীর মধ্যেই একাধারে নারীত্ব ও পৌরুষের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় লীলা চলিয়াছে। প্রত্যেকটী পুরুষই আংশিকভাবে নারী, আবার প্রত্যেকটী নারী আংশিকভাবে পুরুষ। শুধু মানুষেই নহে, সমগ্র জীব-জগতেই এই আশ্চর্য্য লীলা চলিয়াছে। প্রত্যেকটী পুরুষ-পরমাণু নিজের মধ্যে নারী-পরমাণুকে উপলব্ধি করিতেছে, এবং প্রত্যেকটী নারী-পরমাণু পুরুষ-পরমাণুকে নিজেরই মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে; কারণ,—জগৎ প্রাণময়। জড় বলিয়া যে আমরা উল্লেখ করি, তাহা শুধু বুঝিবার সুবিধার জন্য মাত্র। নতুবা জড় বলিতে কিছুই নাই, সবই চৈতন্য। জড়ও চৈতন্য, অজড়ও চৈতন্য। তোমার প্রত্যেকটী চিন্তাতরঙ্গও সজীব, সমুদ্রতীরের প্রত্যেকটী ধূলিকণাও সজীব, মলয়ের প্রত্যেকটী হিল্লোলও সজীব। ইহাদিগকে যত স্থূল ও সূক্ষ্ম করিয়াই দেখ না কেন, ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ও বিয়োগাত্মক লীলা নিত্যসত্য, কখনও দ্বৈতভাবে, কখনও অদ্বৈতভাবে। এই লীলার নিঃস্তব্ধ স্পন্দনকে অব্যাহতভাবে দেখা এবং চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্বিকশিত কোলাহলসঙ্কুল স্পন্দনকে সেই নিগূঢ় স্পন্দনের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত করাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে লাভ করিবার জন্যই তোমাকে সামাজিক ভাবে পত্নী গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইহা মনে রাখিও। সংসার-বিরাগীরা অন্তর্নিগূঢ় শিবশক্তির লীলা নিজ নিজ সীমাবদ্ধ দেহ

ও মনের মধ্য দিয়াই একযোগে দর্শন করিয়া সামাজিক বা অসামাজিক ভাবে পত্নীগ্রহণের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়াছেন, চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর পুরুষ-প্রকৃতিকে সাধন-প্রভাবে অন্তরে যুগপৎ অনুভব করিয়া আত্মস্থ আত্মারাম হইয়াছেন।

এই আত্মস্থতা লাভেরই একটা উপায় বিবাহিত জীবন। কারণ, তোমার সকল আমিত্ব যখন একটীমাত্র কেন্দ্রে সমাবিষ্ট, তখনই তুমি আত্মস্থ। বিবাহের দ্বারা স্বামী পত্নীতে, পত্নী স্বামীতে চিত্তের এককেন্দ্রিকতা সম্পাদন করিতে পারেন এবং কামমোহের আবেশে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হারাইয়া না ফেলিলে, ইহা-দ্বারাই ক্রমশঃ চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সম্পদসমূহ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। সাধকের হিতার্থে যেমন অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মের রূপকল্পনা হইয়া থাকে, সাধনের সৌকর্য্যার্থেই তেমনি বিবাহ-বিধির প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পতির কাছে পত্নী একটী ভাব মাত্র, পত্নীর কাছে পতি একটী তত্ত্বমাত্র, কেহই কাহারও কাছে জড়বস্তু নহেন। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার উপকরণ-স্বরূপ মধ্যস্থলে একটী নরবিগ্রহ বা নারী-বিগ্রহকে প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা হইতেছে। ক্রমশঃ নিবিড়তর সাধনার দ্বারা গভীরতর উপলব্ধির সামর্থ্য না জন্মান পর্য্যন্ত এই দেহ-প্রতীককেই আসল বস্তু বলিয়া ভ্রম হইবে এবং সতী নারী এই দেহকেই পূজা করিবেন, স্বামীনামা দেহেরই তুষ্টি-বিধানার্থ অন্ধের ন্যায় নিয়ত যত্নশীলা থাকিবেন, কিন্তু নারীর সতীত্বকে এত লঘুদৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

"সতীত্ব মানে সত্যের নিকটে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ।" একটীমাত্র দেহকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার এই আত্মসমর্পণের সাধনা আরম্ভ হইবে বটে, কিন্তু 'সত্য' যখন অসীম, এবং দেহ যখন সসীম, তখন ক্রমশঃ তাঁহার আত্মসমর্পণের সাধনা দেহকে এবং দেহবুদ্ধিকে ছাড়াইয়া যাইয়া অনন্তের দিকেই বিসর্পিত হইতে থাকিবে। এই জন্যই সিদ্ধিত্ব লাভ হইলে জগৎপতিই সতীনারীর পতি এবং পতিই তাঁহার জগৎপতি, উভয়ে অভেদ এবং অপৃথক্, এমনকি নিজেই নিজের পতি আবার পতিই স্বয়ং সতী। সাধনার গভীরতায় বহুত্ববোধ থাকে না, চরম অভিনিবেশ এমন কি দ্বিত্ববোধটুকুও বর্ত্তমান রহে না। ইহাই সতীর সিদ্ধি।

এই সিদ্ধিলাভের জন্যই জন্মে জন্মে নূতন নূতন পতি-প্রতীক (Symbol) গ্রহণ করিলেও সতী নারীর আত্মা দ্বিচারিণী অপবাদগ্রস্ত হন না। কারণ, পতি-ভাবের নিকটেই তাঁহার আত্ম-সমর্পণ, পতিরূপ দেহের নিকটে নহে। কারণ, কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতির রূপ যেমন সাধকের নিকট ব্রহ্মের রূপ মাত্র, সতীর নিকটেও পতিদেহ তেমনি পতিভাবের সাধনের সৌকর্য্যার্থে গৃহীত একটি রূপ মাত্র। কালী-ভক্ত, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতির রূপের প্রতি মন দিলে কালী-সাধনার একনিষ্ঠারই শুধু হ্রাস পায়, কিন্তু সতী-নারী একবার অঙ্গকৃত পতিদেহ হইতে মন তুলিয়া নূতন পতিভাবে নূতন নরদেহে মন সমর্পণ করিলে তাহার সাধন-নিষ্ঠা হ্রাস পায়ই অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে

পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে কেবল নরকের গ্লানিই কুড়াইতে থাকে। কারণ, ব্রহ্মের কালী-কৃষ্ণ-শিবাদি রূপে সাধকের মন দ্বিচারী বা বহুচারী হইলেও ব্রহ্ম-ভাবটিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না, পরন্তু নূতন নূতন নরদেহে পতিভাবের আরোপে পতিভাবের আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট হয় এবং নরদেহ,—বিষ্ঠামূত্র-কৃমিকীটাদি-সঙ্কুল ঘৃণনীয় রক্তমাংসের দেহ, ক্লেদ-পুঁজাদিপূর্ণ নিয়ত ক্ষীয়মান্ ক্ষণভঙ্গুর ভোগযোগ্য দেহই নারীর একমাত্র আরাধ্য ও সেব্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন নারী নিজ দেহকেই নিজ স্বরূপ বলিয়া মনে করে, ইহকালকেই পরকাল বলিয়া গ্রহণ করে, মিথ্যাকেই সত্য এবং অশান্তিকেই শান্তি বলিয়া ভ্রম করে এবং দুইদিনের যৌবন ফুরাইয়া গেলে পথভ্রান্ত দুর্ভাগা পুরুষগুলিরই ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া দাপাইয়া মরে।

পতির নিকটে সতী নারীর যে আত্মসমর্পণ, তাহা মূলতঃ আত্মিক। পতির নিকটে সামান্যা নারীর যে আত্মসমর্পণ, তাহা মূলতঃ শারীরিক। আত্মার ধ্বংস নাই, অতএব সতী নারীর পতি মরে না। শরীরের ধ্বংস আছে সুতরাং সামান্যা নারীর পতি মরে এবং শাস্ত্রকারগণ এই সকল সামান্যা নারীর জন্যই পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সতীনারীর নিকট সধবা-জীবন মাধুর্য্যের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মসাধনা, আর বৈধব্য-ক্লেশ-বিরহের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মসাধন; সামান্যা নারীর নিকট সধবা-জীবন একমাত্র ভোগসুখ, একমাত্র কামকণ্ডূয়নের জঘন্য তৃপ্তি।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বৈধব্য শুধু দুঃখ, শুধু যন্ত্রণা, শুধু মর্ম্মদাহ, শুধু হাহাকার। সতীর পতিবিয়োগে দেহাশ্রিত প্রেম আত্মার আশ্রয় লয়, সামান্যা নারীর পতিবিয়োগে একদেহাশ্রিত প্রেম দেহান্তরের আশ্রয় অন্বেষণ করে।

নিরাকার ব্রহ্মোপাসকের উপচার লাগে না, কিন্তু সাকার ব্রহ্মোপাসক গৃহীত রূপটী ব্যতীত ফলফুল, ঘৃতমধু, ধানদুর্ব্বা, তুলসীচন্দন প্রভৃতি বাহিরের জিনিষেরই প্রয়োজন অনুভব করেন। ঠিক তেমনি সতী সাধিকাও একমাত্র 'পতিভাবটীর' নরবিগ্রহ লইয়াই সুখী হইতে পারেন না, আদর, সোহাগ, স্নেহ, মধু-ভাষণ প্রভৃতিরও আবশ্যকতা বোধ করেন এবং যথাকালে দৈহিক আত্মসমর্পণও করিয়া থাকেন। কিন্তু পতির নিকটে সতীর যে দৈহিক আত্মসমর্পণ, তাহাকে দৈহিকতার দুর্গন্ধের অপবাদ দেওয়া অসম্ভব; কারণ, এই আত্মসমর্পণ শুধু জগৎ-কল্যাণ-সাধনাকে শ্রেষ্ঠ দেহপ্রতীকসমূহের মধ্য দিয়া অনন্তকাল প্রবহমান রাখিবার নিদারুণ প্রয়োজনে। কারণ, সেই সকল দেহকে অবলম্বন করিয়া অনাগত-মানবীরা পত্নী ভাবের বা পতিভাবের সাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন, সেই সকল দেহের জন্মের বৈধতা একান্তই আবশ্যক এবং একীপরায়ণ ধর্ম্মভীরু পতি এবং পতিপরায়ণা ভাবনিষ্ঠা পত্নীর মিলন হইতেই তেমন সকল শুদ্ধ দেহের উদ্ভব সম্ভব। এমন কি একই মানব বা একই মানবীকে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ করিয়া এবং বিভিন্ন দেহকে সাধন-প্রতীকরূপে আশ্রয় করিয়া জন্মে

জন্মে একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারাই যখন সিদ্ধত্ব লাভ করিতে হইবে, তখন অনাগত বংশাবলির মধ্যে অনুকূল সৃষ্টিধারার পারম্পর্য্য-রক্ষার জন্য এবং ভাব-সাধনার উপযোগী দৈহিক উৎকর্ষের ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য সতীনারীরও গর্ভধারণ প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সন্তান-প্রসবটাই বড় কথা নহে, 'স্বামী'-ভাবটার কাছে নিঃশেষে আত্মসমপর্ণ করাই বড় কথা।

স্বামীপূজার ইহাই মূল তাৎপর্য্য। ভারতীয়-সভ্যতার প্রথম বিকাশ হইতেই আমরা এই স্বামীপূজার স্থূল বা সূক্ষ্ম পদ্ধতি-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু পত্নী-পূজাও যে একটা সাধনা, তাহা তান্ত্রিক ও তন্ত্রপ্রভাবিত বৈষ্ণবেরাই যেন স্পষ্টতর ভাবে বুঝিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবেরা সাধনার অপচারও করিয়াছেন, কিন্তু সে মূল সত্যটাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শত শত কদাচারেরই সৃষ্টি হইয়াছিল, শত হইলেও সেই সত্যটাকে অস্বীকার করা যায় না। সেই সত্যটা এই যে, যেখানেই তুমি নিঃশেষে নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছ, সেখানেই তোমার ব্রহ্মলাভ।

তুমি এবং শ্রীমতী মা যে উভয়েই পরস্পর ব্রহ্মলাভের উপায়, এই কথাটা দুজনকেই স্মরণ রাখিতে হইবে এবং নিশ্চিত জানিও, যতই তোমরা এই কথাটাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে, ততই তোমাদের একে অন্যে অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মিতে থাকিবে। যখন তোমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম হইবে, তখনই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কামজয়ী হইতে পারিবে, তখনই প্রকৃত প্রেম প্রতিষ্ঠা পাইবে। আর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একে অন্যকে শ্রদ্ধা করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পত্নী যেমন স্বামীর কাছে উপভোগ্য-সামগ্রী-মাত্র, স্বামীও পত্নীর নিকট রক্তমাংসের ক্ষুধা-তৃষ্ণার সাময়িক পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র। এবং ইহাও জানিও, যতক্ষণ রক্তমাংসই তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পর অপরিচিতই থাকিবে; যতক্ষণ ভোগ-সুখই একের নিকট হইতে অপরের প্রাপ্য হইবে, ততক্ষণ, তোমরা পরস্পরকে যতই কেন দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া ফেল না, প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পর হইতে শত যোজন দূরেই থাকিবে,—কারণ, দেহের মিলন মিলন নহে, আত্মার মিলনই মিলন। কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে যদি সাধন-সহায় বলিয়া অন্তরে অন্তরে স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের মাধুর্য্য সাধনাই এত চিত্তগ্রাহী হইবে যে, সংসারের অপরাপর সকল অশান্তি আর তোমাদের সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। "—" প্রভৃতি পরিজনেরা যতই কেন ক্রোধান্ধ বা কলহপ্রিয় হউন না, তোমাদের সাধন-জীবনের গভীরতা এবং সৌন্দর্য্যই তোমাদিগকে সেই সকল তুচ্ছ বিষয় উপেক্ষা করিবার মনোবল দিবে এবং ঝগড়া-কলহের অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিবে। স্নেহভাজিনী শ্রীমতী মাকে জীবনে লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা সর্ব্বগ্রাসী আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা কর। একদিনে না হয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ প্রাণান্ত

অধ্যবসায়ে তাঁহার অবুঝ মনকে বুঝ মানাইয়া চল,—ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়। সংসারের তুচ্ছ স্বার্থের অপেক্ষা বৃহত্তর স্বার্থের সন্ধান তাঁহাকে যদি একবারটী দিতে পার, তাহা হইলে দেখিও, তাঁহার রসনা শ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদন পাইয়া বৃথা বাক্যব্যয় হইতে বিরত হইবে এবং বোবার যখন শত্রু নাই, তখন সংসারও নিশ্চয়ই নিঃশত্রু হইবে।

* * * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

পরমকল্যাণবরেষু ঃ—

স্নেহ-ভাজিনী শ্রীমতী মাকে তুমি যে শত উপদেশ দিয়াও পথে আনিতে পারিতেছ না, ইহার সবটা দোষই শ্রীমতীর নিজের নহে। অকল্যাণের সংস্কার (Instincts)-গুলি যেরূপে পুরুষানুক্রমিক ভাবে বর্ত্তমান মানব ও মানবীমাত্রের মধ্যেই অস্থি-মেদ-মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাতেই একদিনেই কিছু করিয়া তুলিবার আশা করা অসম্ভব। যুগে যুগে মিথ্যানুরাগের যে হিমাচল-প্রমাণ পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা জমিয়াছে, একটী ফুৎকারেই তাহা উড়িয়া যাইবে না। আর, তাহার জন্য তোমাকে হতাশ হইলেও চলিবে না। শ্রীমতী মায়ের মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে যতই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাঁহার সব দোষ, সব ত্রুটী, সব অসম্পূর্ণতা, সব নির্ব্বুদ্ধিতা নিজ স্কন্ধের উপরে চাপাইয়া লইয়া তোমাকে তাঁহার সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষ-সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। শ্রীমতীর প্রত্যেকটী দোষের জন্য তুমি যদি নিজেকেই সম্যক্ দায়ী বলিয়া মনে করিতে পার, এবং তাঁহার প্রত্যেকটী ত্রুটীর জন্য নিজের অযোগ্যতাকেই শাসন করিতে সঙ্কল্পবান্ হও, তবেই তুমি প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারিবে। শিষ্যের দোষে যিনি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু; পুত্রের দোষে যে পিতা আত্মসংশোধনে যত্নবান্ হন, তিনিই প্রকৃত পিতা, পত্নীর দোষে যিনি আত্মশাসন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তিনিই প্রকৃত স্বামী। মন্ত্র দিলেই গুরু হয় না, জন্ম দিলেই পিতা হয় না, বিবাহ করিলেই স্বামী হয় না। শিষ্যের সমস্ত পাপকে যিনি নিজেরই পাপ বলিয়া নতশিরে গ্রহণ করিবেন না, তিনি চৌথ-আদায়-কারী বার্ষিকগ্রাহী বর্গী হইতে পারেন, গুরু নহেন। পুত্রের সমস্ত অন্যায়ের জন্য যিনি নিঃসঙ্কোচে নিজেকেই দায়ী করিতে পারিবেন না, তিনি খোসখেয়ালী জন্মদাতা হইতে পারেন, পিতা নহেন। পত্নীর সকল অপরাধের জন্য, এমনকি অসতীত্বের ন্যায় গুরুতর অপরাধের জন্যও যিনি নিজেকেই সকল দোষের মূল বলিয়া বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবেন না, তিনি শয়নসঙ্গী হইতে পারেন, স্বামী নহেন।

যথার্থ যদি শ্রীমতী মাকে কল্যাণময় পবিত্র জীবনের

স্রোতোজলে অবগাহন করাইয়া লইতে চাহ,—এবং ইহা তোমাকে চাহিতেই হইবে,—তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষদের দোষগুলিকে পর্য্যন্ত নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া লইয়া স্বয়ংকৃত গুরুভারের চাপের নীচে থাকিয়া তোমাকে পত্নী-সংশোধন-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। ক্রোধ, অভিমান, নিরাশা সব বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে বেহায়ার মত তোমাকে ঐ একই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বেহায়ার অসাধ্য এ জগতে কিছু নাই, বেহায়াকে কেহ বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। তোমাকে একেবারে নির্ল্লজ্জ, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসংশয় ও নির্ভীক হইতে হইবে। কারণ, নারীর জীবন একান্তই উপেক্ষার নহে। আজ যদি যথার্থ সহিষ্ণু স্বামীদের দ্বারা এবং সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী ইন্দ্রিয়জেত্রী সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা শিক্ষার মত শিক্ষা দান করা যায়, যদি আজ পারিপার্শ্বিকের অন্যায় প্রভাবগুলিকে দূর করিয়া নারীর অন্তর্নিহিত বিরাট মনুষ্যত্বকে বিকশিত হইবার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান কলহকোলাহলনিনাদিত হিংসাবিদ্বেষনিপীড়িত অশান্তিমুখরিত গৃহরূপী শ্মশানগুলিতে প্রকৃতই শান্তির ও মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। সমগ্র জগৎকে একযোগে ভালবাসিবার যে পরম-শ্লাঘ্য অধিকার, তাহা পুরুষের অপেক্ষা নারীজাতির শতগুণে অধিক,—কারণ, সন্তান প্রসব করিয়া যেদিন তিনি একটী মানব-মানবীর জননী হইলেন, সেই দিনই তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বমানবীর জননীত্বের শাশ্বত অধিকার পাইলেন। পুরুষের মধ্যেও এই মাতৃত্বের বিকাশ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হয়, কিন্তু তাহা শুধু তিনি মায়ের গর্ভে জন্মিয়া মায়ের অংশ লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া,—পরন্তু নারীর ইহা স্বভাবসিদ্ধ। নারী-হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় প্রেমকে ভোগ-স্পৃহার আবিল-আবর্ত্ত হইতে যদি রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে একটী নারীর প্রাণের সাড়া শত অসাড় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিবে, একটী নারীর চরণধূলির ক্ষীণ আলোকে সহস্র পুরুষ-ভাস্করের জন্ম হইবে। যে নারী আজ কন্যারূপে দরিদ্র পিতার ভিটামাটী বিবাহের দায়ে বিকাইয়া দিতেছেন, যে নারী আজ পত্নীরূপে স্বামীর সকল অস্থি-মাংস রজনীর অন্ধকারে মহারাক্ষসীর মত চিবাইয়া খাইতেছেন, যে নারী আজ মাতা-রূপে মিথ্যা সংসারীর মোহজালে ত্যাগব্রত সন্ন্যাসসঙ্কল্প কুলোজ্জ্বলকারী সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনকে মাটী করিয়া দিতেছেন, শিক্ষার প্রভাবে এই নারীই এই দুঃখদগ্ধ জরাজীর্ণ মহাজাতির নবঅভ্যুদয় সাধন করিতে ব্রতী এবং সমর্থ হইবেন। যদি জীবনমরণ পণ করিয়া ইহাদের সিংহবাহিনী ভাগবতীমূর্ত্তির একবার প্রস্ফুটন ঘটাইতে পার, দেখিবে, অযোগ্য শিথিলেন্দ্রিয়, বীর্য্যক্ষয়কাতর, অকালবার্দ্ধক্য-ভারপিষ্ট কর্ম্মকীর্ত্তিহীন দৈন্য-মলিন দুর্ভাগ্য ছাগ ও কুক্কুরের ইন্দ্রিয়সেবার জন্য কাহাকেও কন্যাদান করিতে হইবে না, স্বয়ং সাবিত্রী সত্যবান্ খুঁজিয়া লইবেন, নতুবা কুমারী তাঁহার কৌমার্য্য-প্রতিভায় জগৎ আলোকিত করিয়া পৌরুষের উদ্ধত গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া নারীত্বের মহনীয় মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। প্রত্যেকেই প্রথমে যে মানুষ, তারপরে যে

পুরুষ বা নারী, এই কথাটী যদি একবার ইহাদের অন্তরে জাগাইয়া দিতে পার, দেখিবে, নিজ চরিত্রের পবিত্রতার প্রভাবে ইঁহারা কুক্কুরস্বভাব স্বামীকে দেবেন্দ্রপূজ্য বিভূতিজালে মণ্ডিত করিয়া সেই ত্রিভুবনমনোলোভা সৌন্দর্য্যের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিজেরা ধন্য হইবেন, পুরুষ-জাতিকে ধন্য করিবেন, অনাগত মানবসন্তানদিগের জন্য কল্যাণের বৃহত্তর সম্ভাবনা ও সাধনা সমূহ রাখিয়া যাইবেন। সধবা-বিধবা নির্ব্বিশেষে ইঁহাদের প্রত্যেকের মেরুদণ্ডকে যদি একটু দৃঢ়, একটু শক্ত করিয়া দিতে পার, হৃদয়কে সহিষ্ণু এবং চিন্তাশক্তি দূর-প্রসারণক্ষম করিয়া দিতে পার, দুর্ব্বলা জননীও এই সেই দিনকার রাজপুতানীর ন্যায় জীবনের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে গৌরব-কিরীট অর্জ্জন করিয়া আনিবার জন্য একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে পাঠাইয়া দিবেন, এখন সেই পথ পরার্থে আত্মবিলোপকারী সন্ন্যাসের পথই হউক, অথবা নিশ্চিত মৃত্যু-বিভীষিকাসঙ্কুল দুর্গম গহন অরণ্যই হউক।

নারীর আকর্ষণী শক্তি ত' একমাত্র রমণ-লালসার মধ্য দিয়াই প্রসারিত হয় না। কন্যা যখন কৌমার্য্যের গৌরবকে আমৃত্যুপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে নিজেকে অসমর্থ মনে করে, তখন তাহার দৌর্ব্বল্যই কি শত প্রকারে তাহার পুরুষপিতাকে কাপুরুষ করিয়া দেয় না? জননীর সন্তান-বাৎসল্য যখন সন্তানের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা নিজ ভবিষ্যৎকে বড় করিয়া দেখে, সন্তানের পূর্ণতার আদর্শকে পরাস্ত করিয়া নিজ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যেই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভরিয়া রাখিতে চাহে, তখন তাহাই কি কতশতস্থলে সমর্থ জীবনের ভরানৌকাগুলি চক্ষুর জলের আবর্ত্তে ডুবাইয়া দিয়া সন্তানের ইহপর-জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করে না? নারীরা যে প্রেম-মুক্তি বিলাইতে জানে না, কেবল মায়ার বাঁধনদড়ি কষিয়া আঁটিতেই জানে,—কল্যাণ পথের শ্রান্তিক্লান্তি স্নেহ-ধারার সিঞ্চনে দূর করিয়া দেয় না, পরন্তু সম্মোহিনী শক্তিতে আত্মার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়াই রাখে, তাহা জননীরই হউক, পত্নীরই হউক, আর কন্যারই হউক, উহা বর্জ্জনীয় অবাঞ্ছনীয় প্রেম। উহা খাঁটি প্রেম নহে, উহা অসম্যক্ অসম্পূর্ণ প্রেম, আদর্শভ্রষ্ট অসঙ্গত প্রেম, অনাদরণীয় অযোগ্য প্রেম। তাই, পূর্ণতার আবাহনী বাণী প্রকৃতই যাহার কর্ণকুহরে আসিয়া পৌছিয়াছে, আর প্রাণের বীণায় অনুঝঙ্কৃত হইয়াছে, এই প্রেমকে, এই স্বার্থের আকর্ষণকে যে স্বীকার করিতে চাহে না, এই প্রেমের আবেশে অভিভূত হইতে সে জানে না। বীরবিক্রমে সে পাহাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, পিছন ফিরিয়া চাহে না।

কিন্তু নারী যখন আকর্ষণ করিতে জানে, তখন বুঝিতে হইবে এই আকর্ষণী শক্তিকে কল্যাণের খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে ইহাই আবার পুরুষজাতির সকল সাধনার প্রেরণাদাত্রী হইতে পারে। কল্যাণ-পুরুষের এই পাহাড় ভাঙ্গিবার পরিশ্রম কমাইবার জন্য মাতৃশক্তির, পত্নীশক্তির, কন্যাশক্তির আজ আত্মগঠনের প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই আত্মগঠনের উপযুক্ত

চেষ্টা ইহারা আজ নিজেরাই যে ষোল-আনা করিয়া তুলিতে পারিবেন, তাহা নহে। কারণ, দীর্ঘকালের আত্ম-বিস্মৃতি ইহাদের মনুষ্যত্বের বিলোপ-সাধন করিয়াছে, নারীত্বের মর্য্যাদাকে খাটো করিয়া দিয়াছে। প্রতিপদক্ষেপে উন্নতির হৈমশিখরে তোমাদিগকেই ইহাদিগকে সযত্নে, সাদরে সাগ্রহে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে। পিতা কন্যাকে তুলিবেন, স্বামী পত্নীকে তুলিবেন এবং সম্ভব হইলে পুত্র মাতাকেও তুলিবেন। যাকে রাখ, সেই রাখে, ইহাদিগকে তোমরা তুলিয়া ধর, আবার ইহারাই তোমাদিগকে তুলিতে থাকিবেন। যেদিন পুরুষ নারীর সহায় আর নারী পুরুষের শক্তি, সেই দিনই মানুষ তাহার জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা-টুকুকে সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়াই লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবেন, আর, যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন গৃহীর জীবন গিরিনিঃস্রাবদগ্ধ অথবা ভূকম্পবিভ্রষ্ট নগরের ন্যায়ই ধ্বংস-স্তূপমাত্র থাকিবে।

শিক্ষার মূলকথা দূরদৃষ্টির বিস্তার ও হৃদয়ের সম্প্রসারণ। স্ত্রীশিক্ষা কিম্বা পুরুষের শিক্ষা উভয়ত্র ওই এক কথাই মীমাংসা। শত চেষ্টাতেও যদি স্নেহভাজিনী মায়ের দূরদৃষ্টি এবং হৃদয়ের অনুভব-শক্তি প্রসারিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিও তোমাকেই আগে আরও ভাল করিয়া নিজের দৃষ্টিকে শানাইয়া সূক্ষ্ম করিয়া লইতে হইবে, নিজের হৃদয়কে সর্ব্বালিঙ্গনকারিণী উদারতায় নূতন করিয়া গঠন করিয়া লইতে হইবে। যিনি পৃথক্ শয্যার ব্যবস্থাকে একটা অনাবশ্যক শাস্তি বলিয়া মনে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করেন, তিনি যে তোমার হৃদয়ের সজীবতায় অভিভূত হন নাই, ইহা ত' স্বতঃসিদ্ধ কথা। পৃথক্ শয্যার ব্যবস্থাটাকে তাঁহাকে দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতির মধ্য দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাঁহার অধ্যয়ন যাহাতে ভ্রান্তি-বিলসিত না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তোমাকেই আগে শতযোজন প্রসারিণী দৃষ্টিবলে সমগ্র ব্যাপারটা দেখিয়া লইতে হইবে এবং কোন্ মিথ্যাসংস্কার ও বুদ্ধিহীন আশঙ্কাসমূহ তোমার সহধর্ম্মিণীকে বারবার জীবন-গঠনের বাধাগুলিকেই ভালবাসিতে কাণে কাণে কুপরামর্শ দিতেছে, অকপট সহানুভূতির বলে তাহা অনুভব করিতে হইবে। যেখানেই দেখিবে, একটা কুসংস্কারকে বাড়াইয়া ধরিবার জন্য শ্রীমতী মা একান্তই জিদ্ করিয়া বসিয়াছেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে, এখানে তোমাকে ক্রোধ প্রকাশ করিলেও চলিবে না, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার কাছে পরাভব স্বীকার করিলেও চলিবে না, পরন্তু নিজের সহানুভূতিকে আরও হৃদয়দ্রাবী করিতে হইবে, তোমার মৃদুতাকে আরও মাধুর্য্য-নিঃস্রাবিণী করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি তোমাকে নিজের জীবনাদর্শের প্রতি আরও গভীর ভাবে একনিষ্ঠ ও অনুরাগী হইত হইবে। তোমার আদর্শের এক-নিষ্ঠা তোমার সহধর্ম্মিণীর সকল জিদ্‌কে জয় করিবেই করিবে, কিন্তু মনে রাখিও আদর্শনিষ্ঠ হইতে হইলেই পরুষভাষী বা ক্রোধী হইতে হইবে, তাহা নহে। সহধর্ম্মিণী যখন জোর করিয়া শয্যাভাগিনী হইতে চাহিবেন, তখন কটুবাক্য কহিও না অবলার গায়ে হাত তুলিও না,

বিন্দুমাত্রও ক্রোধ না করিয়া আত্মস্থ চিত্তে ধূলি-শয়নে রাত্রি কাটাইয়া দিও। আবার যখন জগৎকল্যাণে সন্তানপ্রজনন আবশ্যক হইবে, তখন তাঁহাকেই জগন্মাতা জানিয়া এবং নিজেকে শিবস্বরূপ ভাবিয়া তোমার দীর্ঘদিনের তপস্যাপুষ্ট বীর্য্য-বিন্দু আধান করিও। জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তোমরা স্বামিপত্নী, অন্য সময় তোমরা তপস্বী ও তপস্বিনী, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। তোমাদের মধ্যে মাধুর্য্যের যেমন আবশ্যকতা আছে, দৃঢ়তার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা একবিন্দুও কম নহে।

আজ সে নারী চাই, যে নারী বলহরণ করিবে না, বলবর্দ্ধন করিবে, তপোবিঘ্ন ঘটাইবে না, তপঃসহায় হইবে, শত বন্ধনের অচ্ছেদ্য পাশে বাঁধিবে না, নিজের হাতে পায়ের শিকল কাটিয়া অঙ্গুলীনির্দ্দেশে পুরুষকে মুক্তির পথ চিনাইয়া দিবে! আবার সে পুরুষ চাই, যে পুরুষ নারীর মর্য্যাদাকে পশুবলে লঙ্ঘন করিবে না, পরন্তু মাতৃত্বের বিকাশকে সর্ব্বকল্যাণভূয়িষ্ঠ করিয়াই তুলিবে, লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইবে না, পরন্তু জৈব আকর্ষণকে ভাগবতী বিভূতিজালে সমৃদ্ধ করিয়া লইবে, চারিদিকে পিঞ্জর-প্রাচীর রচনা করিয়া নারীত্বকে পশুশালায় রক্ষণীয় হিংস্রজন্তুমাত্রে পরিণত করিবে না, পরন্তু তাহার শুদ্ধতা, শুভ্রতা ও পবিত্রতার দ্বারা তাহাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বাধিক স্বাধীনতার অধিকারিণী করিবে।

কিন্তু ভগবৎ-সাধনা যে-নারীর জীবন-গঠনের মূল উপাদান

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নহে, সে বল-বর্দ্ধন করিতে পারে না, তপস্যার সহায় হয় না। ভগবৎ-সাধনার দ্বারা যে-পুরুষের জীবন-ভিত্তি গঠিত হয় নাই, সে কখনও নারীর মর্য্যাদার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, তাহাকে মুক্তিও দিতে পারে না, তাহার বাহুযুগলের সঞ্চিত গোপন হিংস্রতাকে উৎখাত করিতেও পারে না। কারণ, ভগবানের কৃপা ছাড়া কে কবে রক্তমাংসের দুর্জ্জয় ক্ষুধাকে জয় করিতে পারিয়াছে? ব্যক্তিগত ভাবেই হউক, আর সমাজবদ্ধ ভাবেই হউক, ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যেখানে নারী পুরুষকে চাহিয়াছে, পুরুষ নারীকে চাহিয়াছে, সেখানেই কালীদহের কালীয় নাগ সহস্রফণায় হলাহল বর্ষণ করিতে করিতে গর্জ্জিয়া উঠিয়া গোকুলব্যাপী শুধু ধ্বংসের লীলাই ছড়াইয়াছে। সেখানে সকল কল্যাণ পরাহত হইয়াছে এবং আসক্তি,—একমাত্র আসক্তিই রাজসম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আসক্তি যেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে—সেখানেই নারী "নরকস্য দ্বারং", সেখানেই নারী "দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী", সেখানেই নারী ত্যাজ্যা, ঘৃণ্যা অস্পৃশ্যা। সেখানেই নারী তোমার ভোগোপকরণ হইয়াছে অথবা তুমি নারীর ভোগসামগ্রীতে পরিণত হইয়াছ, সেখানেই নারী তোমার শত্রু। যেখানে নারী মদনধনুটঙ্কারিণী, সেখানেই নারী সর্ব্বসাফল্যঘাতিনী, বক্ষোরক্তপায়িনী, লোল-রসনাবিস্তারিণী, সর্ব্বনাশিনী, সর্ব্বগ্রাসিনী, মহারাক্ষসী।

শুধু স্বাধীনতা দিয়াই কেহ এই নারীকে দেবীত্বে মণ্ডিত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিতে পারিবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কলেজে পড়াইয়া এইসব কুক্কুরাধম পুরুষপিশাচকে কেহ মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এমন কথায়ও আমি আস্থাস্থাপন করি না। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য আজ উপায় একমাত্র শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার সর্ব্ববিজয়ী শ্রীনাম। আজ যাঁহারা নারী ও পুরুষকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন এবং ভগবৎ প্রেমের প্রখর সূর্য্যালোকে কামের খদ্যোতিকাকে শ্রীহীন করিয়া দিবেন, আজ যাঁহারা নারী ও পুরুষের অবাধ অসংযমের কলরোলের মধ্যস্থলে নিত্যশান্তমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এমন কি মৈথুনকেও ভাগবতী সত্তা দান করিবেন এবং ইহাদিগকে বৃথা মৈথুনের মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সংস্কার সাধন করিবেন, দেশের উদ্ধার করিবেন, জগতের কল্যাণ করিবেন। ভগবৎ-সাধনবিহীন স্ত্রীস্বাধীনতা সমাজের অসংযমই বর্দ্ধিত করিয়াছে, গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া যাহারা মনে মনেই দ্বিচারিণী ছিল, উন্মুক্ত বায়ুতে তাহাদিগকে দেহেমনে দ্বিচারিণী করিয়াছে। ভগবৎসাধনাবিহীন কলেজী বিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শয়তানীর পথে পরিচালিত করিয়াছে, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন থাকিয়া যাহারা পরনারীর পবিত্রতাকে কলুষিত করিবার সঙ্কল্পমাত্রই করিত, অথবা মাত্র দুই একস্থলে সফলকাম হইত, তাহারা আজ জ্ঞানবিজ্ঞানের শাণিত অস্ত্র-সহায়ে এক একজনে সংখ্যাহীন সতীর সতীত্বকে কাটিয়া কুটিয়া খান্ খান্ করিতেছে। এই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

স্বাধীনতা স্বাধীনতা নহে, এই পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্য নহে। কামের বন্ধনেই যদি বাঁধা পড়িলে মা, তবে তোমার ঐ স্বাধীনতার বালাই লইয়া কি করিবে? ইন্দ্রিয়চর্চ্চাই যদি চরম চরিতার্থতার পথ বলিয়া বুঝিলে বাবা, তবে তোমার ঐ বিদ্যাবুদ্ধি কোন শ্রাদ্ধে লাগিবে? সম্ভোগ-সামর্থ্যের নামই ত' যৌবন নহে। তাহাই যদি হইত, তবে মোদক-বিক্রেতারাই যৌবনের মহাজন হইত। পরার্থে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য যে নিরন্তর আকুলতা, তাহারই নাম যৌবন। এই যৌবনই সার্থক যৌবন, কারণ, বার্দ্ধক্যেও ইহা ম্লান বা ম্রিয়মাণ হয় না। শিক্ষা এই যৌবনের বিকাশ করে, স্বাধীনতা এই যৌবনের পরিপুষ্টি-সাধন করে। তোমাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা যদি এই সত্যিকার যৌবনকে ক্ষতবিক্ষত ও খণ্ড খণ্ড করিয়াই দিল, তবে তাহা দ্বারা কি লাভ হইবে?

মোট কথা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বালক কি বালিকা, কি কিশোর কি কিশোরী, কি যুবক কি যুবতী, কি প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়া, কি বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা প্রত্যেকের জীবনের মধ্যেই আজ শ্রীভগবানের নামকে বিজয়ী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক উপশিরা, প্রত্যেক স্নায়ু ও প্রত্যেক তন্তুমধ্যে একমাত্র নামের বিদ্যুৎসঞ্চার অনুভূত করাইতে হইবে। প্রতি দেহসন্ধিতে, প্রতি পেশীগ্রন্থিতে ও প্রতি লোমকূপ হইতে আজ শ্রীভগবানের মহানামের মহানাদ সমুত্থিত করাইতে হইবে।

প্রতি শ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশপুলক জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আজিকার দিনে এবং চিরন্তন কাল উদ্ধারের একমাত্র পথ, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়,—ইহা ছাড়া পথ নাই। ভগবানের নাম ভুলিয়া যে পথে যাইবে, সেই পথেই হোচট্ খাইয়া পড়িবে। কামের কূপে ডুবিয়া মরিবে, বিষ্ঠার ক্রিমিকীটেরা কিলিবিলি করিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গের পচা রক্তপূঁয মহানন্দে ভক্ষণ করিবে, শ্মশানপিশাচ তোমার মৃত দেহের উপরে উলঙ্গ হইয়া ধেই—ধেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবে।

তাই, আজ সর্ব্বপ্রথম শ্রীমতী মাকে ভগবৎ-সাধনার পথে টানিয়া আনিতে হইবে। তুমি স্বয়ং যে সাধন-প্রণালীতে আস্থাবান্ এবং দীক্ষিত, শ্রীমতী মায়ের শ্রদ্ধাবুদ্ধির মোড়টা সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। সম্ভব হইলে স্বয়ং তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়া লইতে পার, কিন্তু আজিকার যুগে স্বামী হইয়া স্ত্রীকে দীক্ষাদানের সামর্থ্য লাভ করা বড় শক্ত কথা। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহধর্ম্মিনীর নিকটে তোমাদের ইতরজন্তুসুলভ বৃত্তিগুলির অতিরিক্ত কিছু পরিচয় তোমরা দিয়া উঠিতে পার না। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে দীক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায়। জরৎকারু মুনি দ্বাদশবর্ষকাল বাসুকীর ভগ্নী জরৎকারুদেবীর সহিত বিবাহিত-জীবন যাপন করিলেন, তথাপি একদিনের জন্য রক্তমাংসের লোলুপতায় অধীর হইলেন না। পরিশেষে, মুনির যেদিন স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রজ্যায় বাহির

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইবার দিন আসিল, সেইদিন তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁহার কাছে সন্তান ভিক্ষা করিলেন এবং দ্বাদশবর্ষকাল যিনি ধর্ম্মপত্নীর সকল সেবা গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে নিজেকে অতি যত্নে পরিরক্ষিত করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি আজ কারুণ্যবশে এবং প্রয়োজনহেতু পতিব্রতা পত্নীর গর্ভাধান করিলেন। মহামুনি আস্তিকের জন্ম হইল, জরৎকারু মুনির পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডলোপের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, সর্পকূল জন্মেজয়ের অহিযজ্ঞের মহামারী আহুতি হইতে রক্ষা পাইলেন, আর অনন্তকালের জন্য আস্তিকের মহাকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। জরৎকারু মুনির মত স্বামী যাঁহারা, তাঁহারাই পত্নীর শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের গুরু হইতে পারেন।

আজ তোমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতে গৃহী-জীবনের অপর নাম গার্হস্থ্য আশ্রম। এই আশ্রম স্বামিপত্নীর আশ্রয়-স্বরূপ এবং পরস্পরের অনন্তযুগবিসর্পিণী শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র। এই আশ্রমের শিক্ষাবেদীতে উপবেশন করিয়া স্বামী পত্নীকে সর্ব্বকল্যাণভূয়িষ্ঠা করিবেন, পত্নী স্বামীর সেবিকাত্ব বা শিষ্যাত্বকেই জীবনের চরমতম গৌরব ও পরমতম সাধন জানিয়া স্বামিদত্ত শিক্ষাদীক্ষাকে নিজ জীবনে সার্থক করিবেন। স্বামী ভুলিবেন যে, তিনি পুরুষ, স্ত্রী ভুলিবেন যে, তিনি নারী। এক অখণ্ড মহাসত্যের মধ্য দিয়া পরস্পর পরস্পরকে জানিবেন, চিনিবেন, সত্যের সাধনার মধ্য দিয়াই পরস্পরের সহিত যুক্ত

হইবেন। একটা হিসাব আছে, যাহা স্বার্থক্ষুব্ধ জগতের হিসাবের অনেক ঊর্দ্ধে—যে হিসাবে শিষ্যও গুরু, গুরুও শিষ্য, সেই হিসাবটীকেই সত্য করিয়া ধরিয়া স্বামিপত্নী একে অন্যের জীবনের অপূর্ণতাকে পূর্ণতার রসে ডুবাইয়া দিবেন। সেইদিন স্বামী পত্নীর সেবক হইবেন এবং পত্নীকে বিশ্বমাতার প্রতীক বা প্রতিনিধি ভাবিয়াই সেবা করিবেন। সেইদিন পত্নী স্বামীরূপী একটীমাত্র নরবিগ্রহের মধ্যে বিশ্বপিতার কেন্দ্রীভূত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই পূজা করিবেন। সেদিন স্বামিভক্তিতে অনাগত পুত্রপুঞ্জের কল্যাণ হইবে, সেদিন পত্ন্যনুরক্তিতে অনাগত কন্যানিবহের কল্যাণ হইবে। এইটী যেদিন হইবে, সেই দিনই গার্হস্থ্য প্রকৃত প্রস্তাবে 'আশ্রম' হইবে, আর, যতদিন ইহা না হইবে, ততদিন গার্হস্থ্য 'শ্মশান' থাকিবে। এইটী যেইদিন হইবে, সেইদিনই গার্হস্থ্য "স্বর্গ" হইবে, আর যতদিন ইহা না হইবে, ততদিন গার্হস্থ্য "নরক" থাকিবে।

হে পুত্র! পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপহীন সবল পদসঞ্চারে মেদিনী কাঁপাইয়া অগ্রসর হও, মানুষ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

চতুর্থ পত্র

প্রেমাস্পদেষু ঃ—

"স্বামী" সাধু হইয়া যাইবেন, এই আশঙ্কা যদি শ্রীমতী মায়ের মন হইতে দূর করিতেই চাহ বাছা, তাহা হইলে তোমাকে প্রকৃতই সাধু হইতে হইবে এবং শ্রীমতীকেও সাধু-রূপেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। যতক্ষণ ঠিক্ ঠিক্ সাধু হইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তোমার সহধর্ম্মিণীর যত আশঙ্কা। পরন্তু যেই মুহূর্ত্ত তোমাতে সাধুত্ব সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মূহূর্ত্ত হইতেই শ্রীমতী মা কঠোর সত্যের সহিতই সন্ধি-স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন। সত্যের সহিত আপোষ করিয়া চলা প্রথম দুই চারি দিন শক্ত হয়, কিন্তু সহিয়া যাইতে কয়দিন লাগে?

কিন্তু সাধু কাহাকে বলিব? গৈরিকের পতাকা উড্ডীন করিলেই কি সাধু হয়? জটাবল্কল ধারণ করিলেই কি সাধু হয়? ফোঁটা-তিলক কাটিলেই কি সাধু হয়? মৎস্য-মাংস পরিত্যাগ করিলেই কি সাধু হয়? মৌনব্রত গ্রহণ করিলেই কি সাধু হয়? ঊর্দ্ধবাহু হইলেই কি সাধু হয়? কণ্টকশয্যা লইলেই কি সাধু হয়? বেদ-পুরাণ পড়িলেই কি সাধু হয়? বহু শিষ্য থাকিলেই কি সাধু হয়? না, না, ইহাদের একটাও সাধুত্বের অপরিহার্য্য লক্ষণ নহে, প্রেম, একমাত্র প্রেমই সাধুত্বের চরম চিহ্ন। অপর সকল লক্ষণ চক্ষুকে প্রতারণা করিতে পারে,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কিন্তু সাধুত্বের পরিচায়ক হিসাবে প্রেম একেবারে নির্ভুল, অভ্রান্ত। যে সংসারে স্বামী-পত্নী উভয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা, কামুক-কামুকী নহে, সেই সংসারই সাধুর সংসার, ধর্ম্মের সংসার, সত্যযুগের সংসার।

প্রেম কথাটী ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে, ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় প্রেম তাহার অপরিসীম ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রেমিকের নিকট প্রেম তাঁহার পরমোপাস্য-স্বরূপ, তাই প্রেমিক ইহার ব্যাখ্যা করেনও না। প্রেমই তাঁহার নিকট রূপ, প্রেমই তাঁহার নিকট রস, প্রেমই তাঁহার নিকট গন্ধ, প্রেমই তাঁহার নিকট স্পর্শ, প্রেমই তাঁহার নিকট শব্দ। প্রেমে তাঁহার জীবন এবং প্রেমই তাঁহার জীবন।

বিবাহিত দম্পতীর জীবনের মধ্য দিয়া প্রেম তাহার যে বর্ণ-বৈচিত্র্য লইয়া প্রকাশিত হইবে, তাহার মাধুর্য্য অপরূপ। সহধর্ম্মিণীকে দেখিবামাত্র তোমার যেদিন ভগবানের কথাই মনে পড়িবে, তোমাকে দেখিবামাত্র যেদিন তোমার সহধর্ম্মিণীর মনে ভগবানের কথা ছাড়া আর কোনও কথা উদিত হইবে না, সেই দিনই এই প্রেম, এই সুবিশুদ্ধ সুপবিত্র প্রেমের মহিমা যে কত গরীয়ান্, তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়ে আবিষ্ট ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইবে। তোমার পুত্রকে কোলে লইয়া যেদিন তোমার সহধর্ম্মিণী সন্তানরূপী তোমাকেই কোলে লইবেন এবং মাতৃময়ী স্নেহধারায় শিশুর মধ্য দিয়াই তোমাতেই ভাগবতী

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বুদ্ধিকে প্রবাহিত করিবেন, সেই দিনই তাঁহার নারীজন্ম পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে। আবার তোমার সহধর্ম্মিণীর কন্যাকে বুকে ধরিয়া যে দিন তুমি সন্ততিরূপিণী সহধর্ম্মিণীকেই বুকে ধরিবে এবং পিতৃময়ী স্নেহধারায় শিশুর মধ্য দিয়া সহধর্ম্মিণীতেই ভাগবতী বুদ্ধিকে পরিচালিত করিবে, সেই দিনই তোমার বিবাহের যাবতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ভগবানের কথা ক্ষণ-বিস্মৃত না হইয়া যেদিন তোমরা পরস্পরের দেহকে পরস্পরের নিকট দান করিবে, তোমার সমগ্র জীবন-ব্যাপী তপঃসাধনপুষ্ট একমাত্র কল্যাণ-সঙ্কল্পগুলিকেই সন্তানরূপে লাভ করিবার জন্য যখন শ্রীমতী মা তাঁহার পাপবিমুখ শুচিশুদ্ধ তপঃপবিত্র দেহকে, তোমার শুভেচ্ছার পদতলে সমর্পণ করিবেন, আবার তাঁহার কল্যাণ-প্রসবেচ্ছু উন্মুখ জননাধারের মাতৃত্বের আবরণের মধ্য দিয়া তোমার এবং তাঁহার সম্মিলিত কল্যাণ-সাধনাকে মনুষ্য-মূর্ত্তির মধ্য দিয়া সাকার বিগ্রহ-রূপে লাভ করিবার জন্যই যেদিন তুমি ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট পরিপক্ক বীর্য্যবিন্দু, কামমোহের প্রেরণায় ভুলিয়া নহে, স্বেচ্ছায়, সবিচারে, সজ্ঞানে দেহ হইতে পরিভ্রষ্ট করিবে, একমাত্র সেই দিনই তোমার বিবাহিত জীবনের প্রকৃত গৌরবকে অব্যহত রাখিতে পারিবে।

মৈথুন কি অধর্ম্ম? অধর্ম্ম হইলে, স্বামিস্ত্রীর মৈথুনের মধ্য দিয়া লোক-সৃষ্টির পারম্পর্য্য বিধৃত রহিত না। অধর্ম্ম হইলে, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি স্বামিস্ত্রীর দৈহিক মিলন ব্যতীতই মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইতেন অথবা আকাশ ভাঙ্গিয়া নামিয়া

আসিতেন। যে মৈথুনে স্বামি-পত্নী মৈথুনের মূলীভূত উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া যায়, দেহ-সম্ভোগের কণ্ডূয়নে দেহাতীত কল্যাণকে অপমাণিত করে, সেই মৈথুনই নরকপ্রদ মহাপাপ। যে মৈথুনে পত্নীর প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস স্বামীর প্রত্যেকটী শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে অনুসরণ করে এবং উভয়ের প্রত্যেকটী শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম সমুচ্চারিত হইতে থাকে, যে মৈথুনে ভোগেচ্ছা ও ভোগসুখ শ্রীভগবন্নামের অতল পুলক-তলে ডুবিয়া যায়, যে মৈথুনে রজো-বীর্য্যের মিলনকালে স্বামিপত্নীর মনঃপ্রাণ পরমব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে, যে মৈথুনে দেহক্রিয়ায় দেহের স্বভাবেই দেহধর্ম্ম পরিপালিত হয়, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মক্রিয়ায় আত্মার স্বভাবে আত্মধর্ম্ম অবিচলিত থাকে, তাহাই গৃহিজীবনের সার্থকতা সম্পাদক, অপর মৈথুন কল্যাণনাশক ও মৃত্যুবিধায়ক। যথার্থ বিবাহ, প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্ধ কামোন্মত্ত নরনারীর পশু-ধর্ম্মের অনুশীলন নহে। ইহার লক্ষ্য, আত্মসুখ নহে। ইহার সার্থকতা সম্পাদনের উপায় দেহ-সম্ভোগেও তৃষ্ণা নহে। পরন্তু বিবাহ হইল আগামী অনন্তযুগের জন্য মানবজাতির সুখ-সঙ্কলনার্থে ত্যাগমূলক দেবধর্ম্মের অনুশীলন। ইহার লক্ষ্য—তাঁহাদের স্রোতোধারার ন্যায় বংশ পরম্পরার আবির্ভাব, যাঁহারা আত্ম-প্রস্ফুটনের মধ্য দিয়া অনাগত শত কোটি মানব সন্তানের আবির্ভাবের নিরন্তর শুধু সুষ্ঠুতার সম্ভাবনাই দিবেন এবং অনাগতদের জন্য নিজেদের সুখলিপ্সার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে কেবল ত্যাগ করিয়াই যাইবেন। ইহার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

উপায়—কামচরিতার্থতাকে মানবাত্মার চরম চরিতার্থতার পায়ে নির্ম্মম ভাবে বলিদান। বিবাহের এই পরমরমণীয় পবিত্র মূর্ত্তির চরণতলে যে স্বামিপত্নী মনে-প্রাণে দেহে-আত্মায় সর্ব্বতোভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের মৈথুন, মৈথুন মাত্রই নহে, উহা জগৎকল্যাণের সাধনা, উহা বিশ্বমানবের সেবা, উহা দুঃখদগ্ধ পৃথিবীর তাপ-নিবারণ-কল্পে প্রশংসনীয় মঙ্গল-প্রয়াস।

গৃহীর সাধুত্বের ইহাই আদর্শ। এই আদর্শেই তোমাকে এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী মাকে সাধু হইতে হইবে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সাকাঙ্ক্ষা-লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার গতিবেগ বিন্দুমাত্রও মন্দীভূত না করিয়া প্রবাহ-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লও, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণটাকে লুপ্ত করিয়া না দিয়া আকর্ষণের কেন্দ্রটাকে বদলাইয়া লও, তাহা হইলেই তোমাদের জীবন সাধু-জীবন হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৈথুনের কল্পনামাত্রও ব্রতভঙ্গকর, কিন্তু তোমার জীবনধর্ম্মে ও সাধনধর্ম্মে মৈথুনেরও নিজস্ব এমন একটা স্থান আছে, যাহা পূর্ব্বপুরুষদের পক্ষে গৌরবকর ও পরপুরুষদের পক্ষে কল্যাণকর। মৈথুন মাত্রেই বিবাহিতের ধর্ম্মনাশ হয় না, কল্যাণ-অভিপ্রায়-বিহীন পশুবৎ বীর্য্যক্ষয়েই তাহার ধর্ম্মনাশ, কর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ হয়।

একদিন ভারতীয় আধ্যাত্মনিরূপক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ যেমন শিষ্য-শিষ্যানুক্রমে টীকা-পরম্পরার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পরিষ্কৃত,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পরিস্ফুট ও বিরোধ-বর্জ্জিত হইয়া আসিতেছিল, তেমনিভাবে ভারতীয় মানব-জীবনকে তথা ভারতীয় পরম্পরাক্রমিক গার্হস্থ্য-জীবনকে সাধনানুসাধনার ক্রমপর্য্যায়ে স্ফুটতর সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম করিয়া তুলিতে হইবে। বিবাহিত জীবনের ইহাই একমাত্র সাধনা জানিও। সন্ন্যাস-সঙ্কল্প মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট তপঃপ্রভামণ্ডিত দিব্য-জীবনের উৎসর্গের দ্বারা শিক্ষার্থী জগৎকে এই সাধনাতেই দীক্ষিত করিবেন। আজ যে আমরা ভারতব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য, বীর্য্যধারণ-চেষ্টার প্রসারের জন্য, বলিতে গেলে মৃত্যুপণ করিয়াই অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, তাহারও মূলকথা ইহাই। মানুষের চরম প্রার্থনার পূরণ তর্কাতর্কির দ্বারা বা যুক্তিবিচারের ঔৎসুক্য-নিবারণের দ্বারা অথবা জগতের উপরে আধিপত্য বিস্তারের দ্বারাই হইবে না, পরন্তু সাধনা, তপস্যা ও আত্মদমনের মধ্য দিয়া প্রবৃত্তি-নিচয়কে, ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কল্যাণের দিকে, মুক্তির দিকে নিত্যপ্রবহমান রাখিয়া মানুষের সমস্ত প্রকৃতিটাকে সত্যে পরিণত করিয়াই সেই প্রার্থনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইবে।

সন্ন্যাসী তাঁহার সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বকল্যাণ-যজ্ঞের মধ্যবর্ত্তিতায় পরমাত্মায় আহুতি দিয়া এই পরিতৃপ্তির পথ পাইয়াছেন, গৃহীকেও কল্যাণ-কর্ম্মী সন্তানের জনন, তাহার লালন, পালন, সংরক্ষণ ও চরিত্রগঠন প্রভৃতির মধ্যে সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াই এই পরিতৃপ্তির পথ পাইতে হইবে। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, একটা তাজমহল বা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কুতুবমিনার গড়িয়া যাইতে পারিলেই একটা কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা নহে, পরন্তু নিজ জীবনের মধ্য দিয়া যে সকল দোষ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা অনন্তকালের দিকে চাহিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে, তপঃসাধনের শাণিত ত্রিশূলাঘাতে তাহাদের কৌতুহলী চক্ষুকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিয়া নিজ সন্তানের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে দোষ-হীন ত্রুটি-হীন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলেই প্রকৃত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল। সাজাহান তাজমহল গড়িয়াছেন, বেশী কি করিয়াছেন? একটা ভূমিকম্পে এই অতুল কীর্ত্তি যে চিরতরে ধূলায় মিশিয়া যাইতে পারে না, এমন কে আছেন, যিনি একথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন? সাজাহান ঔরংজেবকে গড়িয়া যাইতে পারেন নাই, নিজ জীবনের মধ্য দিয়া পিতৃদ্রোহ, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল দোষ ও ত্রুটী তাঁহার ভবিষ্যদ্‌গামীদের প্রতি কৌতুহলী দৃষ্টী নিক্ষেপ করিতেছিল, নিজ জীবনের সাধন-সামর্থ্যে তিনি সেই সকল দোষকে বংশধরদের জীবনের উপর হইতে সরাইয়া রাখিতে পারেন নাই, তাই প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাও করিতে পারেন নাই। ঔরংজেবের জীবনে যদি বংশপরম্পরাগত গুণগুলিই বিকাশ হইত, দোষগুলির লয় পাইত, তাহা হইলেই সাজাহানের অমর কীর্ত্তির প্রশংসা গাহিতে পারিতাম। পকেটে পয়সা থাকিলে তাজমহলের মত কীর্ত্তি অনেকেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বলিতে পার, তাজমহলের কারু শিল্পের তুলনা নাই, কিন্তু এই প্রশংসা শিল্পীরই প্রাপ্য,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যিনি নিজের মনপ্রাণকে গলাইয়া সৌন্দর্য্যানুভূতির বিচিত্র যমুনা-প্রবাহে তাজের তরঙ্গসমূহ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা সাজাহানকে দিতে পারি না। এই শিল্পীদিগকে যদি না পাওয়া যাইত, সাজাহানের রাজকোষ কি বৃথা ইষ্টকস্তূপই প্রসব করিত না? সাজাহান প্রেমিক ছিলেন। এই প্রেমই তাঁহার কীর্ত্তি। তাজমহলের শিল্পী যেমন করিয়া শিল্পের সাধনা করিয়াছিলেন, সাজাহান যদি তেমনই করিয়া মনুষ্যত্বের সাধনা করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতই ঔরংজেব এজগতে সাজাহানের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেন।

বাছা আমার, তোমাদিগকে আমি এইরূপ প্রকৃত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকারী মহামানব রূপেই দেখিতে চাহি। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনকে যাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আর যাই করুক, এই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। নিষ্কলঙ্ক গার্হস্থ্য-জীবনের স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া যাহার চক্ষু সন্ন্যাসের সুন্দর আলেখ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে এবং যাহার প্রাণ সাংসারিক দায়িত্বকে অস্বীকার না করিয়াও সেই দিকেই নিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে, আমি আজ তাহাদিগকে চাই। গার্হস্থ্য-সাধনাই কি মানুষের চরম সাধনা? গার্হস্থ্য-জীবন যেদিন মুক্ত-জীবনের সোপান মাত্র, সেইদিন গার্হস্থ্য গ্রাহ্য। জীবাত্মার অনন্ত জীবনপথে গার্হস্থ্যাশ্রম পান্থশালারই মত, পথ চলিতে চলিতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য পথিক কিছুকাল এখানে অপেক্ষা করিয়া গেল। এই জন্যই বুদ্ধ-শঙ্করাচার্য্যদিগকেও গৃহীর গৃহেই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

জন্ম লইতে হয় কিন্তু কেহ বা গৃহী-জীবনের আবর্ত্তসঙ্কুল সুখসোহাগের আস্বাদনমাত্রও গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া, কেহ বা দুই চারিটী ঘূর্ণিপাক খাইয়া পদনখের আঘাতে গার্হস্থ্যের মিথ্যামোহ-মন্দিরে মায়ার স্বর্ণচূড়া চূর্ণ করিয়া উদ্দাম অনন্ত মুক্তিপথে ছুটিয়া চলিলেন। যেদিন গার্হস্থ্যের এই আবর্ত্ত, এই ঘুর্ণিপাক, এই মিথ্যামোহ ও এই মায়াবন্ধনের দৃঢ়তা থাকিবে না, সেদিন সন্ন্যাসের সহিত গার্হস্থ্যের সন্ধি স্থাপিত হইবে,—তার পূর্ব্বে নহে। একই ব্যক্তি সেদিন গৃহীও হইবেন, সন্ন্যাসীও হইবেন, তাঁর সন্ন্যাস জীবন গার্হস্থ্যকে সন্ন্যাসের সোপান মাত্র জানিবে, উপায়মাত্র ভাবিবে এবং তাহার গার্হস্থ্য-জীবন সন্ন্যাসকে নিজের পরিপূর্ণ পরিণতি বা লক্ষ্য বলিয়া জানিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইবে। বলা বাহুল্য, জটাগৈরিকের ছদ্মবেশকেই আমি সন্ন্যাস সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছি না।

আজ আমরা মানুষের সেই মৃত্যুহীন জীবনের অনুসন্ধানেই বাহির হইয়াছি, যাহা জড়-জগতের সীমাবদ্ধতাকে তুচ্ছ করিয়া ভূমানন্দের নিবিড়-গভীর আত্মস্থতায় চির দেদীপ্যমান, যাহা এই জড়-জগতের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও প্রেরণাকেও মিথ্যা, মায়া বা কল্পনা বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দেয় না। মানুষের যোগ-পিপাসু চিত্তপ্রবৃত্তিকে চিরদিন কেহ নিঃসঙ্গতার রুদ্ধ কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; নির্ব্বাসিতের দ্রবীভূত মন যেমন বায়ুমণ্ডল চুয়াইয়া চুয়াইয়া নিষিদ্ধ স্বদেশের পানেই ছুটিয়া আসিতে থাকে, তেমনি মানবের ও মানবীর মন আদিম

পশুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের শত নিষেধ সত্ত্বেও মানবীর ও মানবের দেহকে চাহিবার চিরন্তনী প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে নিরন্তর অক্ষম থাকিবে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই চাহিবার প্রকৃতিকে যোগ্যতানুযায়ী সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যের মধ্য দিয়া ভগবানের দিকেই প্রেরণা দিয়া তাহার সত্য অধিকার আমরা না দিতে পারিব, ততদিন সে আমাদেরই উপরে ধ্বংসের বিস্তার করিবে, ততদিন মানুষ মাত্রই কামুক থাকিবে, এবং কাম-চরিতার্থতার পথ থাকুক আর না থাকুক, পঙ্কিল চিন্তাপ্রবাহের পরিবেষ্টনে জগৎকে বিষাক্ত ও মৃত্যুময় করিয়া তুলিবে। আজ মানব-মানবীর জোড়া মিলাইয়া একধার হইতে বৈদিক মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ দিয়া দিলেই এই মৃত্যু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না, অথবা গণ্ডায় গণ্ডায় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী গড়িয়া গৈরিকের ব্যবধান রচিয়া মানবের পক্ষে মানবী-সঙ্গ ও মানবীর পক্ষে মানব-সঙ্গ লাভের সম্ভাবনাকে আতুর করিয়া দিতে পারিলেই আমরা রক্ষা পাইব না। পরন্তু কাহারও পক্ষে সন্তানগঠনের মধ্য দিয়া এবং কাহারও পক্ষে জগৎকল্যাণের মধ্য দিয়া সেই পরমপ্রিয়ের পরম সঙ্গ লাভে যাহাতে মানবের এই সঙ্গলাভ-প্রেরণা দেবরাজহস্তবিধৃত বজ্রের ন্যায় অমোঘ ভাবে অকল্যাণনাশিণী পরিণতি লাভ করে, তাহাই করিতে হইবে। ইহা যেদিন করিয়া উঠা যাইবে, সেদিন কোনও গৃহী সন্ন্যাসী দেখিয়া ভয় পাইবে না, কোনও সন্ন্যাসী গৃহীর নিন্দা করিবে না।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আমার স্নেহের মা-কে তুমি এই কথাগুলি বুঝিতে দাও, এই তত্ত্বের নিভৃত মর্ম্মে প্রবেশ করিতে দাও। দিনের পর দিন কেবল চেষ্টার পর চেষ্টা চালাইতে থাক, দেখিবে, তোমাকে সাধু হইতে দিতে আপত্তি করা ত' দূরের কথা, তিনি নিজেই সাধু হইতে চাহিবেন, সাধুজীবনকে বরণ করিয়া লইবেন, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সংঘমিত্রার বংশবাহিনীরা তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

* * * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

স্নেহের—,

* * * * *

যাহারা এখনও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই, অথবা যাহারা বিবাহিত জীবনকে প্রয়োজন বলিয়াও মনে করিতে চাহে না, তাহাদের জন্য আমার ভিন্ন উপদেশ। কিন্তু তুমি যখন বিবাহ করিয়াছ, তখন তোমাকে এই বিবাহিত জীবনটাকেই আত্মগঠনের একটা সুযোগরূপে ব্যাখ্যা ও সুযোগরূপে গ্রহণ

করিতে হইবে। তোমার পূর্ব্বজীবন মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই, নিজ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার দোষে তুমি দীর্ঘকাল লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়াছ। যখন তোমার জীবনের গতি ফিরিল, যখন তোমার অভিপ্রায়-সমূহ কল্যাণের অভিমুখী হইল, তখনও কেহ তোমার সদিচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করে নাই এবং আরও দীর্ঘকাল হয়ত করিবে না। এই জুগুপ্সিত অস্তিত্ব লইয়া কেমন করিয়া সমাজ-মধ্যে বাস করিবে বাছা? এ জগতে এমন একজনেরও কি প্রয়োজন নাই, যিনি তোমাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিবেন, মহাপুরুষ-জ্ঞানে তোমার চরণতলে সম্ভ্রমনত হইবেন। এমন অন্ততঃ একজনের আজ একান্তই আবশ্যক, যিনি তোমাকে বড় দেখিয়াই বড় করিয়া তুলিবেন, যাঁহার সম্মান-দৃষ্টি তোমাকে প্রকৃতই সম্মাননীয় করিবে। যাঁহার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের আলোক পাইয়াছ, তিনি তোমাকে শত দোষত্রুটীর মধ্যেও শুধু বড় দেখিয়াই, ভাল দেখিয়াই, সাধু দেখিয়াই তাঁহার দৃষ্টির শুভ্রতার ও কল্পনার ব্যাপকতার বলে তোমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া তুলিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছেন। লোকে যখন তোমাকে গালি দিয়াছে, তিনি তখন বলিয়াছেন, "সে এমন থাকিবে না", লোকে যখন তোমাকে নিন্দাই করিবে, তিনি তখন বলিয়াছেন, "তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।" আরও একজন প্রয়োজন, যাঁহার শুভ্র শ্রদ্ধাদৃষ্টি তোমাকে নীচে হইতে ঠেলিয়া উপরে তুলিবে। তোমার সহধর্ম্মিণীই তোমার সেই পরম

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সহায় আপনার জন। তুমি যদি ইচ্ছা কর, কল্যাণ-অভিপ্রায়-সমূহের পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়া যদি অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর, তোমার সহধর্ম্মিণী নিশ্চয়ই তোমাকে দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবেন। নারী মাত্রেই কামিনী নহেন, অসংযত পুরুষের সদসদ্বিবেচনা-বর্জ্জিত ব্যভিচারে অশুদ্ধদেহা নারীরাই কামের আকর হইয়া পড়েন। ইহাতে নারীর দোষ নাই, দোষ তোমাদের পুরুষ-জাতির। নারী বিশ্বময়ীর মহাশক্তি-সম্ভূতা অলালস প্রেমস্বরূপা, অবিচার করিয়া তোমরা তাহাকে "কামিনী", "রমণী" প্রভৃতি অসম্ভ্রমসূচক নামে ডাকিয়াছ, নিজেদের পঙ্কিল চরিত্রের কলুষিত প্রবণতাসমূহকে অপবাদমুক্ত করিবার জন্য "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছ। পুরুষের জাতি বলিয়াছে, নারীর কাম আটগুণ। কিন্তু আমি আজ স্পর্দ্ধা করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিব যে, যত স্থানে নারীর চরিত্রে ইন্দ্রিয়লিপ্সা প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের লাম্পট্য নারীর প্রথম দীক্ষাদাতা, পুরুষের কামলোলুপতা নারীর প্রধান শিক্ষাগুরু। অধিকাংশ পুরুষই বিবাহের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পরে আর দেরী সহিতে পারে নাই, ধর্ম্মপত্নীর দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই আজ নারীজাতির বিবাহিত জীবনটাকে রক্ত-মাংসের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য সমাজ-সম্মতিক্রমে প্রাপ্ত একটা অধিকার-বিশেষ বা লাইসেন্স বলিয়াই মনে করিয়া থাকে এবং ইহার অতিরিক্ত কিছু ধারণাই করিতে পারে না। কিন্তু তবুও,

ভারতীয় নারীত্বের এই অভাবনীয় অধোগতির দিনেও, এমন নারী, এমন অতিসাহসিক প্রগল্‌ভা নারী অতি অল্পই আছে, যাহারা পুরুষদের কাছ হইতে ইঙ্গিত না পাইয়া তাহাদিগকে ভোগসুখে আহ্বান করিতে পারে। পৌরুষহীন পুরুষের দল নিজেদের পশুবুদ্ধিকে পত্নীর নিকটে যথাযোগ্যকাল প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই বলিয়াই সুশিক্ষা-সংস্কারহীনা নারীও তাহার স্বামীর নিকটে স্বকীয় অসাময়িক উত্তেজনাসমূহ চাপিতে না চাহিয়া দিনের পর দিন কেবলই ধ্বংসের রাজ্য বিস্তার করিতেছে। পুরুষেরা কুক্কুরের চরিত্র অভিনয় করিতেছে বলিয়াই নারী আজ কুক্কুরী হইয়াছেন। শিব যখন নিষাদ, পার্ব্বতী তখন নিষাদী, শিব যখন শূকর, পার্ব্বতী তখন শূকরী। সংসার জুড়িয়া এই কামাবর্ত্ত সৃষ্টি করিল কে? নারী যে পুরুষের উপভোগ্যা, পুরুষ যে নারীর ভোগ-সহায়, এই কথাটা নারীকে শিখাইল কে? নারী-মাত্রেই সন্তান-প্রার্থিনী এবং এই মা হইবার সাধটাই তাহার অসংযমগুলিকেই ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পুরুষের জাতি সন্তানের জনক হইতে চাহিয়াছে কোথায়? পুরুষ নিজের খোস্‌খেয়ালীতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছে, একজনের স্থানে দশজনকে উপভোগ করিয়াছে, পুরুষের দেহ হইতেই সন্তানের দেহে শ্রেষ্ঠ অংশ আসে বলিয়া ভবিষ্যৎ মানব-সন্তান-সন্ততিগুলির মধ্যে নিত্য কামাতুরতা ও বীর্য্যধারণে শোচনীয় অক্ষমতা সংক্রামিত করিয়া গিয়াছে, কুৎসিত ব্যাধিসমূহ সংগ্রহ করিয়া পতিপরায়ণা শুদ্ধ-স্বভাবা পত্নীর গর্ভজাত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সন্তানগুলিকেও ব্যাধিমন্দিরে পরিণত করিয়াছে, কত কুল-নারীকে ঘরের বাহির করিয়া নরকে ডুবাইয়া তারপর মুখের উপরে পদাঘাত করিয়া বীভৎস অট্টহাস্যে দশদিক মুখরিত করিয়াছে,—তথাপি বলিব স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের আটগুণ বেশী? মোটকথা তুমি যদি সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া নিজেকে সংযত রাখিয়া চল, দেখিবে দুই দিন যাইতে না যাইতেই তোমার সহধর্ম্মিণী তাহার নিজস্ব গৌরবকে অনুভব করিতে পারিতেছেন এবং সর্ব্বকর্ম্মে তোমার সহায়তাকারিণী পরম বান্ধবী হইয়াছেন। আমার স্নেহভাজিনী কল্যাণীয়া মায়ের মনে যদি এই ধারণাটী বদ্ধমূল হয় যে, অপর কোনও নারীর প্রতি তোমার মাতৃভাব ব্যতীত অন্য কোনও ভাব নাই, আর কাহারও পত্নীভাবের সোহাগ পাইতে তুমি বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক বা আগ্রহান্বিত নহ, বিধাতা যাহাকে তোমার ধর্ম্মপত্নী রূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তোমার ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপ্রীতি বা অসন্তোষ নাই, তাহা হইলে দেখিও শ্রীমতী মা তোমার ইন্দ্রিয়-সংযমকে সমালোচকের শ্যেন দৃষ্টিতে বা চৌর বঞ্চিত হৃতসর্ব্বস্বের দৃষ্টিতে না দেখিয়া ভাবুক ভক্তের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবেন। হয়ত জননী হইবার আকাঙ্ক্ষা বহুবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তুমি নিজেকে জনক হইবার যোগ্য ও তাঁহাকে জননী হইবার যোগ্যা বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে মাতৃত্বের শ্লাঘ্য অধিকার লাভে সহায়তা না করিতেছ, ততদিন কিছুতেই তিনি

তোমার তপোভঙ্গ করিতে সাহসী হইবেন না। কারণ, ভক্তের হৃদয় চিরদিনই গুরুগৌরব লঙ্ঘনে অক্ষম থাকে।

আমার স্নেহের মাকে তুমি আজ যে আদর্শ দান করিবে, তিনি তাহারই অনুকরণ করিবেন। তিনি যদি দেখেন তুমি পশু, তবে তিনিও পশু সাজিবেন, তিনি যদি বোঝেন, তুমি দেবতা, তবে তিনি দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন।

নিজ জীবন গঠনে সমর্থ হইবার জন্যই আজ তোমাকে তাঁহার শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে হইবে, ভক্তির পাত্র হইতে হইবে। মানুষের মন পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি শ্রেষ্ঠ চিন্তার স্পর্শ পাইয়াছে, মানুষের চিন্তাশক্তি যতগুলি মহৎ আদর্শের পরিকল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, দেহের সকল লোলুপতার গতিমুখে পাহাড় রচনা করিয়া আজ তুমি সেই সকল শ্রেষ্ট ভাব ও মহৎ আদর্শ শ্রীমতীর গ্রহণাধারটীতে দিনের পর দিন অকুণ্ঠিত অধ্যবসায়ে শুধু পরিবেশন করিয়াই যাইতে থাক। যেমন করিয়া যেইটী পরিবেশন করিলে তাঁহার রসনার রুচিকর হইবে, একটু বুদ্ধিপূর্ব্বক তোমাকে তেমন কৌশলসমূহই অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু সাবধান! উপযুক্ত সময় আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন কৌশলই যেন তোমাকে আবার উল্টা মায়ার ফাঁদে ফেলিতে না পারে। একবার যদি শ্রীমতী মাকে ভালবাসিতে পার, তাঁহার কাছ হইতে বিনিময়ে কিছু পাইবার দাবী ত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার কর্ত্তব্য বুঝিয়াই মনোবৃত্তিগুলির সম্প্রসারণে যত্নবান্ হও এবং

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানেই এই সুকঠোর পরিশ্রমকে স্বীকার কর, তাহা হইলে দেখিবে তোমার কণামাত্র শ্রমও বিফল হইতেছে না। আর যদি, পান হইতে চূণ খসিলেই চটিয়া যাও, শ্রীমতী মা তোমার উপদেশ গ্রহণে সমর্থা হইতেছেন না দেখিলেই হতাশ হইয়া পড়, তাহা হইলে আর দুর্ভোগ না ভুগিয়া যাইবে কোথায় বাপধন? তোমারই মত নববিবাহিত কত যুবক যে পত্নীকে শিক্ষা দিবার প্রারম্ভ কালেই তাহাকে ভক্তিমতী করিতে না পারিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া হইয়া সমগ্র জীবনের জন্য দুঃখ ও কলহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বদা মনে রাখিও, ক্রোধরক্ত শনিদেবতার মূর্ত্তি অপেক্ষা বরাভয়-বিধাত্রী কালী বা দুর্গা-মূর্ত্তিতে মানুষের ভক্তি বেশী আসে। যদি হৃদয় জয় করিতে চাও, শত শত দোষ ও ত্রুটির ক্ষমা করিতে হইবে এবং শাসন করিবার কালেও হাসিমুখ থাকিতে হইবে। বেত্রদণ্ডের শাসন পশুর শাসন, হাসিমুখের মধুর শাসনই প্রিয়তমের শাসন।

এই অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সমগ্র হৃদয়মন আজ অধিকার করিয়া লও। গায়ের জোরে নহে, প্রেমের বলে, চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রভাবে, অকপট হিতাকাঙ্ক্ষার ক্ষমতায়, শ্রেষ্ঠ আদর্শের সম্মোহনী শক্তিতে আজ ইহাকে আপন করিয়া লও, তুমি ইহার আপন হও। সকল সাধু, সকল মহাপুরুষ, জগতের কল্যাণকারী সকল ত্যাগী, কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানিজনের সুমোহন আলেখ্য আজ এই অর্দ্ধস্ফুট চক্ষু দুইটীর সম্মুখে ধর। এই চক্ষু

এখনও সংসারে কামের ছবি দেখে নাই, আজ ইহার দৃষ্টি-শক্তিকে কল্যাণের ললিতসুন্দর বিগ্রহসমূহ দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া লও।

ইহার সম্বন্ধে তোমার যে দৈহিক সঙ্কোচটুকু রহিয়াছে, তাহার আমি সম্যক অনুমোদন ও প্রশংসা করি। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমতী মায়ের দেহের পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বিকাশ না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মন কল্যাণ-সঙ্কল্প সমূহকে নিজস্ব করিয়া লইতে না পারিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ব্রহ্মবীর্য্যের উন্মেষ না পরিলক্ষিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে এই দৈহিক সঙ্কোচটুকুকে সযত্নে সাদরে পোষণ করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা একবার যদি লাজের মাথা খাইয়াছ, ত' আর রক্ষা নাই, প্রতি রজনীতে মৃত্যু তোমার মস্তিষ্ক চর্ব্বণ করিবে, প্রেতিনী তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত জল করিয়া দিবে।

কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনের সঙ্কোচ যেন বিন্দুমাত্র না থাকে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অসীম বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং বিশ্বাসের বলে সর্ব্বসঙ্কোচবিযুক্ত হইয়া একের নিকটে অপরকে অভয় প্রেরণা লাভ করিতে হইবে। একের নিকটে অপরে প্রাণের সকল ভাব প্রকাশ করিবে, কিন্তু কামভাব নহে।

*　　　*　　　*

শ্রীমতী মায়ের নিকট পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিবে বৈকি!

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

প্রত্যেক পত্র যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল অথচ সুদীর্ঘ করিও। তোমার সাহচর্য্যে অবস্থান কালে তিনি যে সকল কল্যাণী চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি এবং আরও অনেক নূতন নূতন সচ্চিন্তা তাঁহার হৃদয়-মধ্যে একেবারে চিরতরে সংগ্রথিত করিয়া দিবার জন্যই তোমার লেখনী পরিচালিত হয়। যাঁহার নিকটে পত্র লিখিতেছ, তিনি যে তোমার জীবনব্যাপী ধর্ম্মকর্ম্মের চিরসঙ্গিনী, জগৎকল্যাণ-তরে ত্যাগ-সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায়তাকারিণী, তোমার অপরিস্ফুট যৌবন ও মনুষ্যত্বের পূর্ণতা-বিধায়িনী এবং জগন্মাতারই অংশ স্বরূপিণী, এই কথাটী ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। ধর্ম্মপত্নীর নিকটে বারবনিতার যোগ্য পত্র শত শত মোহান্ধ মূর্খেরা লিখিয়াছে, কিন্তু তুমি যাঁহাকে ধর্ম্মার্থে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহাকে সেই ভাবে অপমানিত করিবার অধিকার তোমার যে নাই, এই কথা ভুলিও না। তোমার পত্রের প্রতি ছত্রে যেন তোমার শ্রীনাম-সাধনালব্ধ পবিত্রতাময়ী মহাবাণী-সমূহের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং যাঁহাকে তোমাদের পিতৃস্থানীয় আশীর্ব্বাদ-কারীরাই শুধু 'মা' বলিয়া স্নেহসম্ভাষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন বিশ্বমানবের মা-রূপে গড়িয়া তোলে। তোমার ভাষায় দৈন্য থাকিলে চলিবে না, ভঙ্গীতে হীনতা থাকিলে চলিবে না, তোমার চিন্তাপ্রবাহে অপবিত্রতার পঙ্কিল আবর্ত্ত থাকিলে চলিবে না। তোমার প্রেমে কামগন্ধ থাকিলে চলিবে না, তোমার আদর-সোহাগে রক্তমাংসের তৃষ্ণা থাকিলে চলিবে না, তোমার

আকর্ষণে মোহমদিরতা থাকিলে চলিবে না। যে ভাষা ভগবানের বাণীই বহন করিয়া আনে, যে ভাব কল্যাণের প্রেরণাই জাগাইয়া তোলে, যে ভঙ্গী সহস্র যুগের কুসংস্কারকেই সমূলে উৎখাত করিয়া দেয়, তোমাকে তাহাই লিখিতে হইবে। মানুষের কর্ত্তব্য কি, মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, স্ত্রী ও পুরুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পার্থক্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ভগবানের প্রতি, জগতের প্রতি, দেশের প্রতি, দশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সন্তানসন্ততির প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি স্বামী ও পত্নীর কর্ত্তব্য কি, তোমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং সম্মিলিত দায়িত্ব কতখানি গুরু এবং গভীর, এই সব বিষয়ে নিজে জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী মাকে জাগাইয়া চলিতে হইবে। তোমার আলস্য থাকিলে চলিবে না, ঔদাস্য থাকিলেও চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, সুখের সেবাদাসী প্রস্তুত করাই তোমার উদ্দেশ্য নহে, তোমার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিগণের, তেজোবরিষ্ঠ ত্যাগগরিষ্ঠ মহাসত্ত্ব সন্তানগণের যোগ্যা জননী প্রস্তুত করাই তোমার উদ্দেশ্য। কাম কাতর, কলুষিতচিত্ত, কল্যাণবোধবর্জ্জিত, অকালে মরণশীল শিথিলেন্দ্রিয়, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব সন্তানসমূহ লক্ষ লক্ষ হতভাগিনী মায়েরা প্রসব করিতেছেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের দুর্ভাগ্য বাড়াইতেছেন। তোমার সহধর্ম্মিণীকে ইহাদের দল হইতে পৃথক্ রাখিতে হইবে এবং যে সন্তানকে জগতের সকল পিতামাতা নিজের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সন্তান বলিয়া বুকজোড়া স্নেহে আবরিয়া রাখিবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিবে, তেমন কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাকারী মনুষ্যসমাজের মহিমা-বর্দ্ধক ও কল্যাণপোষক সন্তানের জননী করিয়া তুলিতে হইবে। একটিমাত্র গর্ভকেও যিনি ধারণ করেন নাই, প্রত্যেকটী গর্ভকে তাহার সার্থক করিবার সুযোগ অনন্ত। হউক না তোমার অতীত জীবন মসীকৃষ্ণ, কিন্তু বিবাহের হাড়িকাঠে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই ত' তুমি জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে পারিয়াছ। তোমার পক্ষে সহধর্ম্মিণীর জীবনকে সর্ব্বকল্যাণভূয়িষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লওয়া অসম্ভব হইবে কেন রে বাছা? অটুট আদর্শ-পরায়ণতা লইয়া অগ্রসর হও, তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির জীবনের গৌরবই তোমার জীবনের সার্থকতা দান করিবে।

* * * *

ভগবৎপরায়ণতাই সকল সার্থকতার মূল। ভগবানের নাম-সাধনা হইতেই সর্ব্ববিধ কল্যাণ এবং পূর্ণতা উৎসূত হয়। ভগবানের নাম সকল অমৃতের খনি, সকল অভয়ের আকর, সকল সৌভাগ্যের সমুদ্র। ভগবানের নাম মায়ার জগৎকে সত্য করে এবং মানুষের অতর্কিত আচরণের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ ছড়াইয়া রাখে। ভগবানের নাম ভোগ-সুখকে সংযত করে, ত্যাগসুখকে উচ্ছ্বসিত করে এবং ভোগ-ত্যাগের বিরোধ দূর করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য জীবনের জাগরণ সম্পাদন করে। নাম-সেবকের জন্য অজ্ঞান-আঁধার মাঝে আলোকের হাসি

ফুটিয়া ওঠে, বিরস-বিষাদের মাঝে ভরসার রাশি জাগিয়া ওঠে, অসংযম-কোলাহলের মধ্যে প্রশান্ততার সৃষ্টি হয়। আজ স্বামী-পত্নী উভয়ে মিলিয়া ভগবান্‌কেই তোমাদের জীবন-যৌবনের পরিপূর্ণতা-বিধাতা বলিয়া স্বীকার কর, এক বোঁটাতে ফোটা দুইটি দুর্ল্লভ নীলোৎপলের মত একযোগে তাঁহারই চরণে সম্যক্ আত্মসমর্পণ কর। শ্রীপ্রভু তোমাদের কুশল করুন।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

স্নেহের—,

* * * তোমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমাকে কখনও যেন ভুলিতে না দেয় যে, পূর্ণতার দিকে তোমার গতি, অপূর্ণতায় তোমার বিরতি। * * * শ্রীমতী কল্যাণীয়া মায়ের ভিতরে যে সকল কল্যাণের উপাদান রহিয়াছে, তাহার এক কণাও যেন বৃথা ব্যয়িত না হয় অথবা অবিকশিত না রহে, তাহার জন্য তোমাকে যে প্রাণান্ত শ্রম করিতে হইবে, তজ্জন্য আজ দেহে মনে প্রাণে প্রস্তুত হও। নারীজাতির মধ্যে যাঁহারা জগতে কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সততায়, সরলতায়, পবিত্রতায়, পরার্থপরতায়, স্বজাতি-হিতৈষণায়, দেশ-সেবায়,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ভগবৎসাধনায় এবং অপরাপর প্রকারে যাঁহারা বড় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের বিশিষ্টতা আমার "মা"টীর ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। * * * গ্রামের অপর দশজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেই শ্রীমতী মাকে দিয়া আমার সকল আশা পূর্ণ হইবে না, দেশের কোটি কোটি নারীর মধ্যে আমার মাকে জ্ঞানে, গুণে, স্নেহে, প্রেমে, চিত্তের বিশুদ্ধিতে, দেহ-মনের সংযমে, আকাঙ্ক্ষার প্রসারে, হৃদয়ের উদারতায়, লোককল্যাণে এবং ভবিষ্যৎ-সাধনায় শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে।

* * * তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে আমি ইহাই প্রমাণিত দেখিতে চাহি যে, ধর্ম্মসাধনার দ্বারা আত্মস্থ ও আত্মজিৎ হইলে সঙ্কল্পের শক্তিতে জগৎকল্যাণকারী বংশধরদের সুপ্রজনন একান্তই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এই জন্যই উভয়ের জীবনের সিংহাসনে শ্রীভগবান্ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার পূর্ব্বে তোমাদের পক্ষে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন অপরাধ। জগতে যাহাকে যত বড় হইতে হইয়াছে, ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য তাহাকে তত বড় শাস্তি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহা অপরের পক্ষে তুচ্ছ অপরাধ, তাহাও তোমার পক্ষে অমার্জ্জনীয়, কারণ তুমি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানব হইবার সাধনায় ব্রতী হইয়াছ।

তোমার প্রতি শ্রীমতী মায়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিশ্চয়ই কৃত্রিম নহে। কিন্তু এই আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি যাহাতে কখনও বাহ্য আচরণ-মাত্রে পরিণত না হয়, তজ্জন্য তোমাকে বিশেষভাবে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সতর্ক, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং আত্মবিশ্লেষণপটু থাকিতে হইবে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে যথার্থ ভক্তিমতী বধূও ধীরে ধীরে উভয়ের অজ্ঞাতসারে আন্তরিক ভক্তি হারাইয়া প্রণাম ও বিনয়কে মাত্র একটা বহিরাচারে পরিণত করিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে নারী বুঝিল যে, স্বামী তাহাকে "ভোগ্যা" বলিয়া মনে করে, তন্মুহূর্ত্তে উভয়ের অজ্ঞাতসারে বাহ্য আচার আন্তরিক প্রেমের আসন গ্রহণ করে। দেহবুদ্ধিই যথার্থ প্রেমিক জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করে এবং যে প্রেমের জন্য জীবন-দান করিয়াও মানুষ মরে না, সেই দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অমূল্য কোহিনুরের দীপ্তিকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। কারণ, বিবাহিত-জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীর মতামত ও ধারণা যতই শিথিল ও নিস্তেজ হউক না কেন, তুচ্ছতম ব্যাপারটীও বিবাহিতের জীবনের সুখ ও সৌভাগ্যের উপর যে-ভাবে কল্যাণের বা অকল্যাণের প্রভাব বিস্তার করে, এমনটী বোধ হয় আর কাহারও উপর করে না। ঘনিষ্ঠতা অশ্রদ্ধায় পরিণত হইতে কয়দিন লাগে, যদি পরস্পরকে অশ্রদ্ধা হইতে বাঁচাইয়া চলিবার একটা একাগ্র চেষ্টা না থাকে? প্রথম সময়ে নারী যে শ্রদ্ধার পসরা মাথায় বহিয়া আনে, অসতর্ক, অবিবেচক ও অসদ্ব্যয়ী পুরুষের মূর্খতায় সেই পসরা দুইদিনের মধ্যে খালি হইয়া যায়, শেষে থাকে অন্তরভরা অশ্রদ্ধা আর বাহির-জোড়া শ্রদ্ধার ঠাট, মনভরা বিতৃষ্ণা আর মৌখিক বিনয়। বাধ্য হইয়া নারী তখন কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, পুরুষের জাতি বিবাহিত জীবনের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছে. সেই অমর্য্যাদাপূর্ণ ও অত্যাচারমূলক ধারণার বিরুদ্ধে তাহার নিতান্ত-নিপীড়িত আত্মা বিদ্রোহ না করিয়া পারেই না। যেখানে এই বিদ্রোহ আত্মকলহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হয়, সেখানে গভীর অশ্রদ্ধাই নারীর হৃদয়কে করে অধিকার এবং মনকে করে আচ্ছন্ন। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই যে সুখময় স্বপ্নের জগতে সে কল্পনার কুহকে ভ্রমিতেছিল, অপুরুষ পুরুষের চরিত্রবলের অভাব ও লাম্পট্য তাহার সে স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দেয়, নারী যে প্রকৃতই অসহায়, নারী যে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একান্তই অবলা, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া নিত্য সে মরণ-কামনা করে, শত্রুরও যেন নারীজন্ম না হয়, এই প্রার্থনা করে। * * * নারীত্ব ও মাতৃত্ব যে নীচ ধারণা-সমূহের দংষ্ট্রাকবলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সকল দুর্গতি, দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ বলিয়া আমার সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। জনকের জাতি যাহাদিগকে গণিকারও অধম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন এবং অপবিত্র মানসিক স্পন্দনের সহিত কখনও অনিচ্ছায়, কখনও অশ্রদ্ধায়, কখনও বা দেহমনের অসামর্থ্য ও অযোগ্যতার মধ্য দিয়া যাহাদিগকে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন, সেই সকল মাতার অকালজাত, অযোগ্যতাজাত, অনিচ্ছাজাত, লালসাজাত বা দৈবজাত সন্তান বলিয়াই যে আজ আমরা রোগ-কাতর, ভয়কাতর, মৃত্যুকাতর, বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবন বহন করিতেছি, তাহাতে আজ আমার তিলমাত্রও

সন্দেহ হইতেছে না। আমরা যে দাসত্বে ঘৃণা করিতে পারি না, আমরা যে পরপদসেবায় কুণ্ঠিত হই না, তাহার মূল ইংরেজের শিক্ষায় নহে, এমন কি জাতীয় পরাধীনতায়ও নহে, তাহার মূল আমাদের জন্মগ্রহণে অকথনীয় কুৎসিত ইতিহাসের মধ্যে। এই মূল হইতেই অসংযমের মহাকাণ্ড উত্থিত হইয়াছে এবং তাহারই স্কন্ধদেশ হইতে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য জুড়িয়া যে গুপ্ত পাপের শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারই পল্লবে পল্লবে রোগ, দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু, কাপুরুষতা, উৎসাহ-রাহিত্য এবং পরাধীনতার ফুল ও ফল ফলিয়াছে। আজ যদি সকল দুর্ভাগ্যকে শক্তিশেলে হানিতে হয়, তবে দাম্পত্যজীবনে অসংযমরূপ বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। এই বৃক্ষের ফল ছিঁড়িয়া ফেলিলেই প্রতীকার হইবে না। কারণ, একটীর স্থানে পুনরায় দশটী বিষফল জন্মিবে। গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াও আমরা কিছুতেই জাতির রোগপ্রবণতা দূর করিতে পারিব না, যদি না আমরা রোগের কারণকে জনকের শুক্র হইতে এবং জননীর আর্ত্তব হইতে দূর করিতে পারি। পল্লীতে পল্লীতে অন্নছত্র খুলিয়াও আমরা জাতির ক্ষুধার জ্বালা মিটাইতে পারিব না, যদি না পিতামাতার দেহ ও মন হইতেই সন্তান-সন্ততিরা স্বাধীন চেষ্টায় অন্নার্জ্জনের সামর্থ্য এবং রুচি লইয়া আসে। আতুরঘরের সংস্কার বা দুগ্ধের অপ্রাচুর্য্য হ্রাস করিতে পারিলেই দেশ হইতে আমরা শিশু-মৃত্যুর নির্ব্বাসন সম্ভব করিতে পারিব না,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যদি না শিশুর অকাল-জনন ও অযোগ্য-জনন রুদ্ধ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কলকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াও আমরা কুশিক্ষাগ্রস্থ বালক, কিশোর এবং যুবকগণকে অবৈধ বীর্য্যক্ষয় ও বীভৎস কদভ্যাস সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইতে সমর্থ হইব না, সুতরাং অকালমৃত্যুও নিবারিত হইবে না, যদি না ইহাদের জন্মের পশ্চাতে পিতামাতার পবিত্রতার সাধনা থাকে। * * *

এই সত্যের সন্ধান আমরা পাই নাই বলিয়া অথবা এমন একটা অপ্রিয় সত্যকে, এমন একটা জঘন্য সত্যকে সাহসের সহিত স্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা কখনও আমাদের দুর্ভাগ্যের দায়িত্ব ইংরাজী শিক্ষার স্কন্ধে চাপাইয়া, কখনও বা জাতীয় পরাধীনতার মাথায় তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু নিশ্চিত জানিও, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকে ক্লেদমুক্ত না করিতে পারিব, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের পুত্র ও কন্যাগণের জন্মগ্রহণের মূলে জগতের এবং স্বজাতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব, যতদিন পর্য্যন্ত স্বামী ও পত্নীর দৈহিক মিলনের মধ্যস্থলে শ্রীভগবানকে জাগ্রত মহিমায় বিরাজমান করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আর যাহাই আমরা করি না কেন, যথার্থ কল্যাণ ও শান্তিকে কিছুতেই লাভ করিতে পারিব না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন এই মুহূর্ত্তেই বাঞ্চনীয়, জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভেও নিশ্চয়ই মানবের জন্মগত অধিকার এবং এই প্রার্থনাকে পূর্ণ ও অধিকারকে লাভ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মহাবীর

তাঁহাদের মহামূল্য জীবন নিশ্চয়ই উৎসর্গ করিবেন, *কিন্তু একথা আজ কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না যে, রাষ্ট্রীয় ভাগ্য আমাদের যখনই যাহা হউক না কেন, বিবাহিত-জীবনের আবশ্যকতাকে কোনও সময়েই একেবারে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া চলা যাইবে না। দেশ, জাতি ও জগতের সেবার জন্য দিনের পর দিন চির-ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্ম্মতালিকার অনুসরণে জীবনদান-সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ভাগ্য-সমূহকে দূরীভূত করিতেও পারেন, কিন্তু ইহাদের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মধারাকে নিত্যকাল পৃথিবীর বুকে অবিচ্ছেদ স্রোতে প্রবাহিত রাখিবার জন্য যুগপরম্পরায় যে পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মীদের প্রয়োজন পড়িবে, তাঁহারা জন্মিবেন গৃহীরই ঘরে। বিশুদ্ধ ধারায় যদি ইঁহারা জন্মপরিগ্রহ করিতে না পারেন, কল্যাণ-সংস্কারের মধ্য দিয়া যদি ইঁহারা জাত ও প্রসূত হইতে না পারেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে মহামানবগণ যে সকল কল্যাণ-সাধনার উদ্বোধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, সেই সকল সাধনার সিদ্ধি কি তাঁহারা আনয়ন করিতে পারিবেন? বালখিল্যদের দ্বারা কি ব্রহ্মাণ্ড-আহুতির মহাযজ্ঞ সমাধা হইবে? আজ যদি বিবাহিত জীবনকে সুসংস্কৃত করিতে না পারি, আজ যদি আমরা ভবিষ্যৎ জাতির জনকজননীদিগকে বিশুদ্ধভাবে সন্তান উৎপাদনে অবহিত করিতে না পারি, নিশ্চিত জানিও, যতগুলি কল্যাণ-চেষ্টা

* এই পত্রগুলি ইংরেজ-রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল। প্রকাশক।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দেশব্যাপী ও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভের আয়োজন করিতেছে, তাহার একটাও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। বুদ্ধদেবের মত মহামানবের শত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ মধ্যে আর একটা বুদ্ধ জন্মিল না কেন? শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্যগণমধ্যে আর একটা শঙ্করের আবির্ভাব হইল না কেন? শ্রীচৈতন্যের ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে আর একটা চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না কেন? যেহেতু সন্ন্যাসীরা সন্তান উৎপাদন করেন না, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ভাবে জাত গৃহীর সন্তানদিগের পূর্ণ বা অপূর্ণ মস্তিষ্কেই তাঁহাদের জীবনের প্রভাবকে ঢালিয়া দিতে হয়। ফলে, তাঁহাদের তপস্যার একটা বিরাট অংশ বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে যেন পারিতেছে না। প্রাচীন ভারতে বিশুদ্ধভাবে সন্তানজননের চেষ্টা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহাও অতিশয় সীমাবদ্ধভাবে। আজ সেই দাম্পত্য-বিশুদ্ধতার সাধনাকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতের, তথা জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং উচ্চতম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি-মেথর, পারিয়া-পঞ্চম, ভাঙ্গী-দোসাদ প্রভৃতি সকলকে জগৎকল্যাণের সহিত অপত্যোৎপাদনী চেষ্টাকে সংযুক্ত করিয়া লইবার শিক্ষাদান করিতে হইবে। এই শিক্ষা যেদিন সর্ব্বজনীন-ভাবে ভারতব্যাপী ও পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা পাইবে, সেই দিনই ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ গৌরবকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। ভারতের অতীত গৌরবকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যথেষ্ট মনে করি না। আমি ভবিষ্যতের মহিমায়

বিশ্বাসবান্ আমি বৃহত্তর ভারতকে দেখিবার জন্য পিয়াসু নয়নে ভবিষ্যতের পানেই চাহিয়া রহিয়াছি। কিন্তু ইহাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহিতা নারীর সম্মান গণিকার সম্মানের অপেক্ষা অধিক না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণময় ভালবাসার মূল্য দেহসুখের মূল্য অপেক্ষা অধিক বলিয়া স্বীকৃত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবনে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীও একটা মানুষ বলিয়া গৃহীত না হইবেন এবং নারীকেও যে সম্মান করিতে হয়, পুরুষের নিকট তাঁহারও যে যথেষ্ট দাবী ও প্রাপ্য রহিয়াছে, পুরুষ যে তাঁহাকে নিতান্ত উপেক্ষায় ঠেলিয়া ফেলিয়া বা তুচ্ছ ভাবিয়া নিজের জীবনকে পূর্ণতার সমৃদ্ধি দান করিতে পারে না, এই কথা সত্যই যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের সংযমপূর্ণ আদর্শনিষ্ঠ সুপবিত্র ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই বৃহত্তর ভারতের নির্ম্মাণকারী মহাশিল্পীগণ আগমন করিতে পারিবেন না। "এস, এস" বলিয়া আমরা চীৎকার করিতে পারি, "হে ভারতের দুঃখত্রাতা ভবিষ্য মহাপুরুষগণ, হে ত্রিশকোটি নরনারীর অশ্রুমোচনকারী ত্যাগিগণ, তোমরা আজ এই তাপক্লিষ্ট দেশে আবির্ভূত হও", বলিয়া আমরা ক্রন্দনও করিতে পারি, কিন্তু যথার্থ মহামানবেরা যার তার রজোবীর্য্যে ত' প্রকট হইতে চাহিবেন না, আর চাহিলেও অশুদ্ধ দেহ-মনের উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়া তাহারা ত' জগতের সেবা করিতে সম্যক্ সমর্থ হইবেন না। প্রতি পদে পাইবেন তাঁহারা বাধা, কলুষিত প্রবণতা তাঁহাদিগকে পিছন দিকে হ্যাচকা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

টান দিতে চাহিবে। অতর্কিত রিপুর আক্রমণ তাঁহাদিগকে পদে পদে বিহ্বল ও বিকল করিবে।

এই সকল কথা না-ভাবিবার অধিকার তোমারও নাই। কারণ, সৌভাগ্যের চরম চূড়ায় উত্থান লাভ করিবে অথবা দুর্ভাগ্যের অতল তলায় ডুবিয়া যাইবে, তাহা তোমার নিজের উপরেই আজ নির্ভর করিতেছে। পশুসুলভ কামের তাড়নায় আজ তুমি তোমার সন্তান-সন্ততির, তোমার নিজের এবং তোমার ধর্ম্মপত্নীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পার, অথবা যথার্থ মানুষের ন্যায়, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পায়ে সুখাকাঙ্ক্ষাকে বলি দিয়া নিজেকে এবং নিজের ভবিষ্যৎ বংশধর ও বংশধারিণীদিগকে তেজো-বীর্য্য-মণ্ডিত করিতে পার। অপরাপর জীবজন্তুদের ন্যায় নিজেকেও একটা জন্তুমাত্র মনে করিয়া তুমি আজ ইচ্ছা করিলে ছাগ-কুক্কুরের পর্য্যায়ভুক্তও হইতে পার, আবার, আদর্শের মাদকতায় দেহবুদ্ধি ভুলিয়া সহধর্ম্মিণীর হাতে হাত দিয়া জগতের জন্য এক নূতন স্বর্গও নির্ম্মাণ করিতে পার। আত্মসম্মান ভুলিয়া, পত্নীর সম্মান ভুলিয়া, তোমার সন্তানের জননীকে অবমাননা করিয়া প্রকারান্তরে নিজ জননীকেই অপমান করিতে পার, আবার ইচ্ছা হইলে নিজেকে এবং নিজ পত্নীকে একটা মহনীয় সাধনার সেবক-সেবিকা জানিয়া বংশ রক্ষার মধ্যে নির্ব্বংশের বীজ বপন না করিয়া বংশের গৌরবকে বর্দ্ধিত করিতে পার, তোমাদের উভয়ের জননীকে জগতের সম্মুখে দীপ্ত আননে দাঁড়াইবার অধিকার দিতে পার। নিজেকে ছোট

করিবার অথবা বড় করিবার এ বড় অপূর্ব্ব সুযোগ। বিষ খাইয়া মরিতে চাও ত' বিষলতা তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে, অমৃতপানে অমর হইতে চাও ত' পীযূষ বল্লীও তোমার হস্তমুষ্টির মধ্যে। মরিতে চাও ত' অকাল-প্রয়াস আর অযথা-প্রয়াস তোমার শ্মশানবন্ধু, বাঁচিতে চাও ত' সময়-প্রতীক্ষা ও সংযত-জীবন তোমার অপ্রতিম সহায়। হে পুত্র, সর্ব্বৌষধ পারদ তোমার করধৃত। অশোধিত পারদ যদি সহিষ্ণুতার অভাবে পান কর, মৃত্যু তোমার ললাটের লিখন। আর যদি কাল-ব্যাজ সহিতে পার, পারদশোধনের জন্য, রস-পরিপাকের জন্য * যতটুকু শ্রম, অধ্যবসায়, সতর্কতা ও একপরায়ণতা আবশ্যক, তাহা যদি সঞ্চয় কর, জানিও, মহাবিষ তোমার জন্য মহামৃত হইয়াছে, কালকূট তোমার জন্য মৃত-সঞ্জীবনী হইয়াছে, ভুজঙ্গিনী তোমার পক্ষে মণির মালা হইয়াছে, ব্যাঘ্রিণী তোমার পক্ষে মৃগশিশু হইয়াছে। যে-জীবনের অভিজ্ঞতা তোমারও ছিল না, তোমার সহধর্ম্মিণীরও ছিল না, সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব জীবনে প্রবেশ করিয়া, যাহাতে দুইজনের একজনকেও তিক্ততায় মুখ বিকৃত করিতে না হয়, তার জন্য আজ তোমাদিগকে জীবনের আগাগোড়া মধুতে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং এই মৌচাকে যাহাতে একটা মুহূর্ত্তের

* পারদের এক নাম রস। নরনারীর প্রেমেরও এক নাম রস। প্রথমে প্রেম অশোধিত থাকে। তাই উহা বিষ, শোধনে পরিপাক পাইলে উহা জীবনের অমৃত।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

জন্যও এই অক্ষয় মধুর দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তার জন্য বড় বিচার করিয়া, বড় হিসাব করিয়া, বড় সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। প্রতিদিন তোমরা জগতের বিগত ও আগত মহামানব ও মহামানবীগণের প্রস্ফুটিত জীবনকুসুম হইতে নির্ম্মল মধু আহরণ করিবে এবং নিজেদের দাম্পত্য-জীবনে শুভ্র মাধুর্য্য দিয়া তাহাকে দিনের পর দিন মধুরতর করিবে, বিবাহিত সংযমের নিষ্কলঙ্ক সৌরভ দিয়া দিনের পর দিন তাহার পদ্মগন্ধকে অধিকতর মনোমদ ও মাতোয়ারা করিয়া তুলিবে।

* * * *

শ্রীমতী মাকে গঠন করিয়া তুলিবার কালে তোমাকে আবার স্ত্রীআচারনিষ্ঠ সমাজের চক্ষে কতকাংশে অপদার্থ সাজিতে হইতেও পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহার সহিত জীবনের সর্ব্ববিধ-কল্যাণের অবিচ্ছেদ যোগ, তাঁহার সুশিক্ষার ব্যাপারে তোমাকে আবশ্যক হইলে লোকমত পদদলিত করিতেও পশ্চাৎ-পদ হইলে চলিবে না। লোকমত যখন তোমার বাস্তব কল্যাণকে উদ্দীপিত, বর্দ্ধিত ও সঞ্জীবিত করে, তখন লোকাচার মান্য; যখন উহা কল্যাণকে ব্যাহত, সঙ্কুচিত বা নিস্প্রভ করে, তখন উহা অমান্য। যতদিন পর্য্যন্ত সমগ্র জাতি স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন অনুশীলনে অভ্যস্থ না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত পরের মুখে ঝাল খাইবার প্রবৃত্তি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনাদর না পাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত লোকমতের উপরে নির্ভর করিয়া

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা নিতান্তই বিপৎসঙ্কুল। প্রথম সময়ে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট কল্যাণকে উদ্দেশ্য করিয়াই একটী লোকাচার সমাজ-মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করে, কিন্তু কালক্রমে স্বাধীন-চিন্তার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া যায়, শুধু উপলক্ষ্যটাই প্রধান হইয়া লঙ্কা ও কুমারিকার মাঝখানে লম্ফমান হনুমানকে দাঁড়াইবার স্থান দিবার জন্য মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় মাথা জাগাইয়া তোলে। ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে তোমাদিগকে মৈনাকের এই মাথাটা প্রয়োজন হইলে কাটিয়া ফেলিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবহমানকাল ধরিয়া সমাজের যে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধতা করিয়া একাকী তুমি কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া হতাশ হইও না। তোমার সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে যদি আত্মসংযমের অভাব না থাকে, তোমার আত্মশক্তির মধ্যে যদি ব্রহ্মানুভূতির অপ্রতুলতা না থাকে, তবে নিশ্চিত জানিও, তোমার আদর্শের প্রভাব সমাজকে তাহার অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তনের মৃদুস্রোতা প্রবাহিনীতে ঠেলিয়া নিয়া ফেলিবে। প্রকৃত কল্যাণ-চেষ্টা কখনই কোনও খানেই ব্যর্থ হয় নাই। যেখানে কল্যাণ-প্রয়াসে অকল্যাণের উদ্ভব হইয়াছে, নিশ্চিত জানিও, সেখানে প্রয়াসকারীর চরিত্রবলের অভাব, সংযমের অভাব, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব এবং ভগবন্নির্ভরের অভাবই দুঃখকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। যেখানে নারীর

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

শিক্ষা ও স্বাধীনতা চারিত্র প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয় নাই, সংযমসাধনার ভিত্তিতে দাঁড়াইতে চাহে নাই, নিয়ত সেখানে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কৃতি-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে।

তুমি আজ শ্রীভগবানকে আর একবার ভাল করিয়া তোমার জীবনের সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লও: তোমার হৃদয়মনের পরতে পরতে, তোমার বিবেকবুদ্ধির স্তরে স্তরে, তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়-গ্রামের অণুতে রেণুতে আজ পরম প্রেমস্বরূপ পরমরসস্বরূপ পরমানন্দস্বরূপ পরমপ্রভুকে অনুভব করিয়া লও। বলুক লোকে—"তুমি স্ত্রী-ভক্ত",—কিন্তু তুমি বুঝিয়া লও যে, তুমি ভগবানেরই কাজ করিতেছ। স্ত্রী-ভক্ত হইতে পারা আমি ত' গৃহীদের পক্ষে একটা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ, যে যাহার ভক্ত, সে তাহার গৌরবকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সে তাহার অপমান অমর্য্যাদা করিতে পারে না, সে তাহার কাছে অবিনীত অসংযত হইতে পারে না, সে তাহার কাছে আত্মার প্রয়োজনকে দেহের প্রয়োজনের পায়ে বলি দিতে পারে না। শিক্ষার জন্য, সাধনার জন্য, দেহমনের গঠনের জন্য এবং আত্মস্থতার উন্মেষের জন্য তোমাদের আবশ্যকীয় ঘনিষ্ঠতাকে সমাজের নিন্দার ভয়ে দূর করিয়া দেওয়া আমি সর্ব্বৈব অনাবশ্যক এবং একান্ত কাপুরুষতা মনে করি। আজ বুদ্ধিভ্রষ্ট সমাজের অপরাধ বিবেচনার সামর্থ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই, এই মাতাল বিচারকের রায়কে প্রয়োজন হইলে অবশ্যই তুমি উপেক্ষা করিবে। সমাজ যাহাই বলুক,

দিবাভাগে পত্নীর সহিত বাক্য-বিনিময় না করিয়াও যাহারা বৎসরে বৎসরে দেশের দুর্ব্বল স্কন্ধে রোগকাতর শিশুগুলির বোঝা নির্ব্বিচারে চাপাইতেছে, তাহাদের অপরাধ আজ ক্ষমার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে সমাজ এ অপরাধের প্রশমনের জন্য যত্ন করিবে না, সেই বিচারশক্তিহীন সমাজ যদি আত্মগঠনেচ্ছু, জীবকল্যাণেচ্ছু দম্পতীর শিক্ষা ও সাধনার সৌকর্য্যার্থেও তাহার মামুলী মুন্সীয়ানা পরিত্যাগ করিতে না চাহে, তবে নাই বা চাহিল। তোমরা তোমাদের বলবীর্য্যশালী, প্রতিভামণ্ডিত, কর্ম্মবীর সন্তানগণের জ্বলন্ত জীবনের মধ্য দিয়া সমাজের সকল সমালোচনা ও কটূক্তির উত্তর দিও। আজ মৌনী থাক, নীরবে সব অবিচার সহিয়া যাও। তোমার প্রথম সন্তানটী যখন শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হইবেন না, তখনই কি তোমাকে কম কথা শুনিতে হইবে? বন্ধুরা তোমাকে "শিখণ্ডী" বলিয়া বিদ্রূপ করিবে, তোমার ধর্ম্মপত্নীর সমবয়সিনীরা তাঁহাকে, তাঁহার স্বামীর ক্লীবত্বের জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করিতে আসিয়া, কথার ছলে বা সুকৌশলে কত ব্যথাই না দিয়া যাইবে। কিন্তু তোমাকে তাহাও সহিয়া থাকিতে হইবে, ক্লৈব্যের অপবাদ হাসিমুখে হজম করিতে হইবে এবং ভবিতব্য সন্তানের অপরাজেয় জীবনের প্রার্থনাকে ব্যগ্রতর আকুলতায় উচ্ছ্বসিত করিয়া তোমাদিগকে শ্রীভগবানের চরণে আরও অধিকতর নির্ভরশীল হইতে হইবে এবং সযত্নে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইবে। তোমার বন্ধু-বান্ধবদের অকালজাত *সন্তানরা যে তাহাদেরই ক্লীবত্বকে প্রমাণিত করিতেছে, এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই তোমাকে বিলম্বজাত সঙ্কল্পজ সন্তান লাভ করিতে হইবে। এই কথা ভুলিও না।

শিক্ষার এবং সাধনার যে বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে, একথা শুধু তুমি বুঝিলেই চলিবে না, আমার পরম স্নেহের মাকেও এই কথাটি খুব ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। এক খানা পত্র লিখিবার সামর্থ্যকেই যেস্থলে সাধারণ নারীরা যথেষ্ট শিক্ষা বলিয়া মনে করে, সেস্থলে শ্রীমতী মাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনকে পবিত্রতর ও সুন্দরতর করিতে হইবে। বিগ্রহ-বিশেষের সম্মুখে করযোড়ে কতকগুলি স্বার্থ প্রার্থনা যেখানে সাধারণ নারীরা ভগবৎ-সাধনার চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিতেছে, সেখানে শ্রীমতী মাকে উদারতম নিষ্কাম উপাসনাকে সমাদর করিতে শিখাইতে হইবে। কারণ, শ্রীমতী মা আজ যাহা কষ্ট করিয়া লাভ করিবেন, কাল তাহার সন্তান তাহা অতি সহজে লাভ করিয়া সাধারণ মানবশিশুর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইবে। * * * উন্নতহৃদয় জনকের বংশে নীচাত্মা পুত্রকন্যা সম্ভব, কিন্তু উন্নতহৃদয়া জননীর জঠরে সংকীর্ণ-চিত্ত সন্তান অতি অল্পই সম্ভব। নীচাত্মা-

* অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে গর্ভধারণ এবং পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে গর্ভাধান কর্ত্তব্য নহে। বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে এই বয়সে শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ হয়।

জনকের বংশে উচ্চাত্মা পুত্রকন্যা সম্ভব, কিন্তু নীচাত্মা জননীর জঠরে উদারচেতা সন্তান-সন্ততি অতি অল্পই সম্ভব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

*　　　　*　　　　*

আদর অপরাধ নহে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাকে অবলম্বন করিয়াই দেহবুদ্ধি উদ্দীপিত হইতে পারে বলিয়া ইহারও অযথা প্রয়োগ সংযত করিয়া চলিও। নারীর পক্ষে স্বামীর আদরের মত প্রার্থনীয় কিছুই নাই কিন্তু আদরের অত্যাধিক্য তার মূল্য কমাইয়া দেয়। * * * * তোমার আদর যখন বিশেষ বিশেষ আত্মোৎকর্ষের ফলেই লভ্য হইবে, তখন দেখিও আদরের দ্বারা শ্রীমতী মাকে তুমি জ্ঞানসংগ্রহে, বিদ্যার্জ্জনে, ঈশ্বরোপাসনায়, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষায় কত অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ হইতেছ। তোমার সর্ব্ববিধ আদর সোহাগকে এখন শ্রীমতী মায়ের পূর্ণাঙ্গ সুশিক্ষা লাভের উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাঁহার জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা যাহাতে হ্রাস পাইলেও পাইতে পারে, এমন সর্ব্ববিধ দৈহিক, বাচিক ও মানসিক প্রবণতাসমূহকে সযত্নে সংযত রাখিতে হইবে। কারণ, কামের উন্মেষ ঢাক-ঢোল

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পিটাইয়া মহাসমারোহের সহিত হয় না, উহা অতি প্রচ্ছন্ন ভাবেই উদ্ভুত হয় এবং প্রচ্ছন্ন ভাবেই নরনারীর মনকে আচ্ছন্ন করে। তুমি তোমার নিজের মনের গতিকে ইচ্ছা করিলেই লক্ষ্যে রাখিয়া শাসন করিয়া চলিতে পার সত্য, কিন্তু তোমার কোন্ আচরণটী বা বাক্যটী তোমার সহধর্ম্মিণীর মনে কি ভাবের তরঙ্গ খেলাইল, তাহা ত' বিশেষ যৌগিক-শক্তি ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। তাই তোমাকে একটু সাবধান থাকিতেই হইবে। বিশেষতঃ শ্রীমতী মায়ের অশিক্ষিত সাথীজনেরা তাহাদের দাম্পত্যজীবনের প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞতাসকল বর্ণনা করিতে গিয়া যে আমার পরমস্নেহের মায়ের মনে বিবাহিত জীবনের কদর্থরূপ কালকূট ঢালিয়া দিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বলোক-বরেণ্য আদর্শের পায়ে আত্মসমর্পণের চেষ্টার নাম শিক্ষা বলিয়া গৃহীত না হইবে এবং যতকাল পর্য্যন্ত এই শিক্ষাকে বালিকামাত্রেরই জীবনে অপরিহার্য্য-রূপে গ্রথিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া না উঠা যাইবে, ততদিন আমরা কোনও ক্রমেই বাল্যসখীদের অজ্ঞানকৃত অকল্যাণপ্রসারের প্রভাব হইতে আমাদের পরম স্নেহের মাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না। ফলে, তাঁহাদের হাবভাবে নিরর্থক চাঞ্চল্য আসিতে চাহিবে এবং সেই চাঞ্চল্যের ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাইয়া স্বামীরাও বহুল পরিমাণে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। বাইরের চাঞ্চল্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ না করিলেও পত্নীর হৃদয়সঞ্জাত কামভাব সূক্ষ্মভাবে স্বামীতে সংক্রামিত হইবে এবং উভয়ের

দাম্পত্য জীবনের পবিত্র উদ্দেশ্য-সমূহকে বিপন্ন করিতে চাহিবে। স্বামীর ঐকান্তিকী ভগবন্নিষ্ঠা থাকিলে পত্নীহৃদয়-সঞ্জাত সূক্ষ্ম কামস্রোত প্রতিহত হইবে সত্য, কিন্তু পত্নীকে কামার্ত্তা জানিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের ছলে স্বামীর মধ্যে গুপ্ত ভাবে কামভাবের প্রশ্রয় পাওয়া খুব বিচিত্র ব্যাপার নহে। ব্রহ্মচর্য্যহেতু কামাতুরা পত্নীর নানা ক্ষতিও অস্বস্তির কারণ অনুমান করিয়া স্বামী যখন সহানুভূতি প্রদর্শন আবশ্যক মনে করে, তখনও শত শত স্থলে সহানুভূতির নামে কামই নিজ রাজ্য বিস্তার করে। এই জন্যই তোমার সর্ব্ববিধ দাম্পত্য আচরণকে এমন সুশৃঙ্খলা ও সুবিবেচনার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যেন তোমার সহধর্ম্মিণীর চিত্তে এমন কি পরোক্ষ ভাবেও যৌন প্রার্থনা অসময়ে না জাগিতে পারে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এমন এক আদর্শ মানবরূপে তোমাকে আত্মগঠন করিতে হইবে, যেন তোমার দৃষ্টান্ত ও চিন্তার উৎকর্ষ তোমার সহধর্ম্মিণীর মন হইতে বিবাহিত জীবনের গূঢ়ার্থ-সম্পর্কিত নীচ ব্যাখ্যাসমূহকে অনায়াসে দূরীভূত করিতে পারে।

আমি অবশ্য বলিতেছি না যে, তোমাদিগকে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় থাকিতে হইবে। এইরূপ অতি অল্প দুই এক জন ভারতে এবং ভারতের বাইরে (যথা Plotinus এর শিষ্য Porphyry) সম্যক-রূপে দেহবুদ্ধিহীন কামগন্ধ-বর্জ্জিত দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া আধ্যাত্মিক বিবাহের আদর্শ জগতে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই জীবন দাম্পত্য

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

জীবন হইলেও গৃহীর জীবন নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্ব ত্যাগী ও পূর্ণ বিরাগী সন্ন্যাসীরই জীবন। তেজোদীপ্ত সন্তান-সন্ততি জননের প্রয়োজনকেও ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাদিগকে গৃহীর পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না, ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসীরই পুণ্যময় মর্য্যাদা দিতে হয়। যিনি গৃহী, তাঁহার জীবনের সহিত সন্ন্যাসীর জীবনের পবিত্রতা ও সাফল্যের সম্ভাবনায় কোনও পার্থক্য না থাকিলেও অর্থাৎ একজন সন্ন্যাসী যত্ন লইলে যতখানি পবিত্রচেতা হইতে পারেন বা যতবড় সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন, একজন দৃঢ়সঙ্কল্প গৃহীও চেষ্টা করিলে ততখানি পবিত্রচেতা হইতে পারেন বা ততবড় সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন সত্য কিন্তু উভয়ের জগৎ-কল্যাণকর্ম্মের ধারায় একটা বিশিষ্ট পার্থক্য আছেই। সেই পার্থক্যটা হইতেছে, সন্তানজননের মধ্যে। সন্ন্যাসী যেখানে সন্তানজননকে জগৎ-কল্যাণের বিঘ্ন বা তৎপক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, গৃহীকে সেখানে ঠিক সেই সন্তানজননকেই জগৎকল্যাণের একটা অপরিহার্য্য উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য, এখানে সৎগৃহীর কথাই বলিতেছি, গৃহীনামধারী ছাগতন্ত্রবিমুগ্ধ হতভাগ্যদের কথা বলিতেছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি কতিপয় বিবাহিত মহাপুরুষেরা ইষ্ট-সিদ্ধি বা জগৎ-কল্যাণের পথে সন্তানজননকে পাথেয় বা সঞ্চয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, এই হেতুতে তাঁহারা সন্ন্যাসীরই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আদর্শ-স্বরূপ। সন্তান জননের দ্বারা শ্রেষ্ঠ দেহ ও শ্রেষ্ঠ মনের বংশানুক্রমিক ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা যদি বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করিতে পারি না। বিবাহকে রামকৃষ্ণদেবের পক্ষে সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গ্রহণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। রামকৃষ্ণ যেখানে নিজ জীবনের সমগ্র সাধনাকে স্বীয় শিষ্যাটীর মধ্যে ঢালিয়া ধর্ম্মপত্নীকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া কন্যার ন্যায় পালন ও সুগঠিত করিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব-সুন্দর জীবন, যে জীবনে কাব্যের অভাব নাই অথচ সেই কাব্য পার্থিবতার সকল পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত, যে জীবনে মধুরতার অভাব নাই অথচ সেই মধুরতার মধ্যে রক্তমাংসের আকুল আবেদন ও আবিলতা আত্মপ্রকাশে অসমর্থ, যে জীবনে রূপের অভাব নাই, রসের অভাব নাই অথচ সেই রূপ ও রসের মধ্যে অফুরন্ত বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়-লোকের পরপারের ঐশ্বর্য্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিতেছে,—সেই জীবনটীর জন্য যেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মেই পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন। নিজ নিজ সন্ন্যাসকে তাঁহারা সুষ্ঠুতমভাবে রক্ষা করিয়া গেলেন অথচ জগতের লোকে দেখিল, তাঁহারা দম্পতী, বিবাহিত নরনারী। আমার মনে হয়, সন্ন্যাসের জন্মান্তরীণ স্বত্বাধিকার লইয়া তাঁহারা জন্মিয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান গৃহীদের কদর্য্য জীবনকে দৃষ্টান্তের দ্বারা আঘাত দিয়া চারুতার দিকে, শোভনতার দিকে একটু সচেতন করিয়া দিবার জন্যই দাম্পত্যভাবের একটা অভিনয় করিয়া গেলেন।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

এই অভিনয়ের কোনও আবশ্যকতা থাকিত না, যদি গার্হস্থ্য জীবনের বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্গতি না ঘটিত। আজিকার গৃহীদের ঘরে সর্ব্বস্বত্যাগী মহামানবদের আবির্ভাব এক অতি অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগৎকল্যাণ-কল্পে নবজন্ম পরিগ্রহণ করিয়া মহাত্মা নারী-পুরুষেরাও কর্ম্মোপযোগী দেহ পাইতেছেন না, দেহ পাইতেছেন ত' পিতা-মাতার মানসিক সংস্কার তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতেছে না, আবার পৈতৃক সংস্কার অনুকূল হইতেছে ত' পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধতার চাপে যেন পিষ্ট হইয়া যাইতেছেন। আজও দুই একজন মহাপুরুষ জগতের বুকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ মেরুদণ্ড সরল করিয়া দাড়াইতে পারিতেছেন, আমি বজ্রকণ্ঠে বলিব, অধিকাংশ স্থলেই তাহা বর্ত্তমান গৃহীদের কোনও সুকৃতির ফলে নহে, সাধারণতঃ তাহা এই সকল মহাপুরুষদের কোটিজন্ম-ব্যাপী জগৎ-কল্যাণাকাঙ্ক্ষার অতি-তীব্রতার ফলে। কিন্তু ইহাও বলিব যে, আজ যদি গৃহীর জীবন পবিত্রতার উন্নততম আদর্শকে স্বীকার করিয়া পঙ্কিল কামনা ও বাসনাসমূহকে উপেক্ষা করিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আত্মসংযম বিষয়ে যদি আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিতে পারে এবং নিজ নিজ জীবনের কল্যাণ-সাধনাকে পুত্র ও কন্যা উভয়েরই ক্রমে (succession) সমযত্নে বংশানুক্রমিক করিবার জন্য অধ্যবসায়-পরায়ণ হয়, তাহা হইল দুই তিন পুরুষের মধ্যেই এই জগতে এমন সকল মহামানবের আবির্ভাব হইবে, যাঁহাদের তুল্য অপর কেহ

ইতঃপূর্ব্বে জগতের মাটিতে চরণস্পর্শ দেন নাই। কোটি কোটি বুদ্ধের জীবনগৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া মহাবুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, কোটি কোটি যীশুর আত্মোৎসর্গকে অতিক্রম করিয়া মহাযীশুর অবতরণ ঘটিবে। অর্থাৎ কথান্তরে বলিতে গেলে, বুদ্ধ, যীশু, নানক, কবীর, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনেরাই কোটিগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া কোটিগুণ বৈচিত্র্য লইয়া আসিবেন,—যে লীলা তাঁহারা বিগত বারে দেখাইতে বাকী রাখিয়াছেন, সেই লীলা এবার তাঁহারা শত জন্মের সাধ মিটাইয়া দেখাইয়া যাইবেন।

শুধু এই একটা আশায় আকৃষ্ট হইয়াই আমি তোমাদের গায়ে জোঁকের মত লাগিয়া রহিয়াছি। আমি জানি, পতিত ভারতকে উদ্ধার করিবার শক্তি তোমাদের প্রত্যেকের বাহুমূলে রহিয়াছে। আমি আরও জানি, ভারতের সর্ব্বদুঃখমোচনের সামর্থ্য যদি তোমাদের বাহুমূলে থাকিয়া থাকে, তবে তোমাদের সহধর্ম্মিণীদের পদনখের একটী প্রান্তে তাহার শতগুণ সামর্থ্য রহিয়াছে। যাঁহারা নারীর অন্য অঙ্গে দৃষ্টি না দিয়া তাঁহার চরণে নিজ সামর্থ্য-প্রার্থনাকে নিবেদিত করিবেন, সেই সকল ভাগ্যবান্ পুরুষেরা পত্নীর জীবনব্যাপী সাহচর্য্যের মধ্য দিয়া, ভগ্নীর উৎসাহ প্রেরণার মধ্য দিয়া, মাতার উৎসর্গশুদ্ধ স্তন্যধারার মধ্য দিয়া এবং কন্যার আনন্দোজ্জ্বল সান্ত্বনার মধ্য দিয়া, নারীর সেই পরম শক্তিকে লাভ করিবেন এবং অশনিসংঘাতে বিশ্বদুঃখকে চূর্ণবিচূর্ণ করিবেন। নারী তোমার কেলি-কৌতুকের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

খেলনা নহেন, তিনি তোমার সকল শক্তির উৎসস্বরূপিণী, তোমার সমগ্র জীবনব্যাপী বীর্য্যসাধনার সার্থকতা-দায়িনী, তাই আমি স্নেহভাজিনী শ্রীমতী মায়ের গঠনকালের একটী মুহূর্ত্তকেও বৃথা ব্যয়িত হইতে দিতে চাহি না। তুমি আজ নিজেকে যে শিক্ষা দান করিতেছ, জানিও তাহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার ভবিষ্যৎ পুত্রকেই সুশিক্ষার বা কুশিক্ষার উপাদান ও সম্ভাবনা যোগাইতেছ। কারণ, ভবিষ্যতে যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি আজ তোমরাই দেহে ও মনে অতি সূক্ষ্মভাবে বাস করিতেছেন এবং তোমার ছোটবড় প্রত্যেকটী আচরণ ও মনোভাবের, তোমার মনোবুদ্ধির অলক্ষ্যে থাকিয়া আয়ত্ত করিতেছেন। ঠিক তেমনি জানিও, তোমার সহধর্ম্মিণী আজ যে শিক্ষা পাইতেছেন, তাহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার ভবিষ্যৎ কন্যাকেই সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার উপাদান ও সম্ভাবনা যোগান হইতেছে। কারণ, ভবিষ্যতে যে কন্যা জন্মিবেন, তিনি আজ তোমার সহধর্ম্মিণীরই দেহে ও মনে অতি সূক্ষ্মভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার ছোটবড় প্রত্যেকটী আচরণ ও মনোভাবকে ভাবী জননীর মনোবুদ্ধির অলক্ষ্যে থাকিয়া আয়ত্ত করিতেছেন। তোমার সহধর্ম্মিণীকে সুশিক্ষামণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হইয়া তুমি যে প্রকারান্তরে তোমার ভবিষ্যৎ কন্যাকে, তোমার পুত্রগণের ভগিনীকে, তোমার দৌহিত্র বংশের জননীকে শিক্ষিতা করিতেছ, এমন দুরদৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। ঐ একটী নারীর মধ্যে যে অগণিত যুগ-সমূহের লক্ষ

লক্ষ নারী সম্পুটিত রহিয়াছে, এই অতি বড় আবশ্যকীয় কথাটী গভীর অনুভূতির সহায়ে উৎকৃষ্টরূপে বুঝিয়া লইয়া তবে তোমাকে পন্থা-অপন্থার নির্ণয়-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মনে রাখিও, নারী-জাতিই নিত্যকাল জগতের সর্ব্বমঙ্গলা মহাশক্তি, আবার নারীজাতিই জগদ্ধ্বংসের মূল। বাঁচিতে যদি চাও, হলাহল-জর্জ্জরিত দেহ-মনে নারী মৃতসঞ্জীবনী ঢালিয়া দিবে! মরিতে যদি চাও, বজ্রদৃঢ় সহিষ্ণু দেহ-মনে নারী অসংযমের অসহনীয় অগ্নিদাহন লাগাইয়া দিবে। নারী সব করিতে পারে। তমসাচ্ছন্ন নিশায় আলোকবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া নারী তোমার পথপ্রদর্শিকা হইতে পারে, আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের প্রদীপ্ত তেজোরাশিকে তার কৃষ্ণকুন্তলের চাপে স্তিমিত ও নির্ব্বাপিত করিয়া একটা চঞ্চল হাসির আকর্ষণে বা অপাঙ্গ দৃষ্টির শক্তিতে তোমাকে বিপথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং চির হাহাকার-পূর্ণ মৃত্যুর মহাকূপে নিক্ষেপ করিতে পারে। কোনও অপ্রতাশিত অধঃপতনের প্রাক্কালে নারী তাহার নিজ তপস্যার বলে তোমার হৃতশক্তি লুপ্তচেতন বিবেকবুদ্ধিতে বিদ্যুৎশক্তির সঞ্চার করিতে পারে, আবার তোমার শ্রেয়ঃপন্থী ধৈর্য্যগম্ভীর প্রশান্ততাকে একটা ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া অবাধ্য অশান্তিতে তোমাকে পশুরও পশু করিয়া তুলিতে পারে। জীবনের প্রত্যেকটী পদসঞ্চারে চিরসঙ্গিনী রহিয়া প্রতি কার্য্যে নারী তোমার শ্রম অপনোদিত করিতে পারে, তোমার অপূর্ণতার মাঝে পূর্ণতাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, তোমাকে মুনষ্যত্বের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ড-গৌরব-লাভে প্রাণপাত করিয়া সহায়তা দিতে পারে, আবার, প্রতি কার্য্যে বাধা দিয়া, প্রতি চেষ্টায় নিরুৎসাহ করিয়া, প্রতি উদ্যামে বিঘ্ন জুটাইয়া যত মিথ্যা, যত পাপ, যত মোহ ও যত অমঙ্গল দিয়া তোমার জীবনযাত্রাকে ভিত্তিহীন ও মরণযাত্রাকে নিদারুণ আক্ষেপপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। এই নারীকে তুমি কেমনতর শিক্ষা ও সাধনার সহিত পরিচিত করিবে, কেমনতর অভ্যাস ও অনুশীলনের প্রভাবে আসিতে দিবে, তাহা বড় তুচ্ছ বিবেচনার বিষয় নহে। যে নারী কটাক্ষে তোমাকে পদতলে মুমূর্ষু করিয়া রাখিতে পারে, তাহার হস্তে যদি মদিরার পাত্র দাও, তবে সে ত্রিভুবনের মুণ্ড ছিঁড়িবে, মালা গাঁথিয়া গলায় পরিবে আর এই নারীর কক্ষে যদি অমৃতকুম্ভ ন্যস্ত কর, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিবে, দুর্ব্বলের শিরায় শিরায় নবজীবনের শোণিত-প্রবাহ ছুটিবে, মৃত্যুকাতর কাপুরুষও জগতের কল্যাণের জন্য, সত্য-ধর্ম্ম-ন্যায়ের জন্য স্বেচ্ছায় স্বহস্তে নিজ মাথা কাটিয়া দিবার জন্য ভৈরব-হুঙ্কারে অগ্রসর হইয়া আসিবে। কথাগুলি কাব্য নহে, সত্য কথা। ভোগবিলাসের উপকরণ-রূপে ব্যবহার করিতে গিয়া, শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতাকে তুচ্ছ কামচরিতার্থতার কাছে বলি দিতে গিয়া, নারীর সর্ব্বকল্যাণী মূর্ত্তিকে সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তিতে পরিণত করিবে কি না, তাহা প্রকৃতই গভীর চিন্তার বিষয়। আমার ত' দৃঢ় বিশ্বাস, পুরুষ জাতিকে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিত করিতে চাহিয়া আমরা যে পরিমাণ আর্থিক ও অন্যান্য প্রকার সামর্থ্য ব্যয়িত

করিয়াছি, তাহার এক চতুর্থাংশও যদি নারীর অস্ফুট মনুষ্যত্বের প্রস্ফুটনকল্পে ব্যয়িত করিতাম, তবে আমাদের জাতীয় সামর্থ্যের মূলধন আজ শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারিত। রামকৃষ্ণ যে রামকৃষ্ণ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে রামকৃষ্ণ-ঘরণীর যে অতুলনীয় কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহাকে যে-কোনও অসম্ভব মূল্য দিতেও আমার চিত্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন অপূর্ব্ব গঠনময়ী নারী যদি রামকৃষ্ণের পার্শ্বচারিণী না হইতেন, ধ্বংস-মুখিনী নারী যদি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিত, তবে যে রামকৃষ্ণ জগদাদর্শ রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন, আর, পারিলেও যে অত সহজে পারিতেন, তেমন মনে করা যায় না। কারণ, পুরুষের উপরে নারীর প্রভাব অত্যদ্ভুত এবং স্বামীর উপরে নারীর প্রভাব অপরাপর নারীর তুলনায় ততোধিক অদ্ভুত।

* * *

ঋতুমতী হওয়া ও না হওয়ার মধ্যে স্বামী ও পত্নী উভয়েরই যথেষ্ট হাত রহিয়াছে। আমার ত' এক বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রায় কোনও বালিকাই স্বাভাবিক ভাবে ঋতুমতী হইতেছে না। এই জন্যই প্রথম রজোদর্শনকেই নারীর পক্ষে গর্ভধারণের দৈহিক যোগ্যতা মনে করা আমি একটা মস্ত বড় মূর্খতা বলিয়া মনে করি। যে-বালিকার মাতা ও মাতামহী প্রভৃতির জরায়ুরোগ ছিল না, যে বালিকার অপরিণত বয়সেই জনন-যন্ত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কোনও কারণ ঘটে নাই এবং যে বালিকা নিয়ত কামচিন্তা দ্বারা জরায়ু এবং ডিম্বকোষদ্বয়কে অকালে উত্তেজিত করে নাই,—একমাত্র তাহার পক্ষেই স্বাভাবিক রজোদর্শন সম্ভব। যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক রজোদর্শন ঘটিয়াছে, সেই মহনীয়া নারীর জন্যই গর্ভাধানের ব্যবস্থা। অপরাপরের রজোদর্শন অসংযত পুরুষের সুপ্তিস্খলনের ন্যায় একটা ব্যাধিমাত্র এবং জাতীয় কল্যাণ এই ব্যাধির সম্যক্ প্রতিকার (cure) ও প্রতিষেধের (prevention) দাবী করিতেছে।

মাতা ও মাতামহীর প্রদরাদি রোগহেতু এমন কি দুই তিন বা চারি বৎসরের বালিকাও ঋতুমতী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে। বাল্যকালীন কুসঙ্গের ফলে বা বাল্যবিবাহের ফলে শত শত বালিকা যে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিপাতিত হয়, তাহা দ্বারা যে তাহারা অকালে ঋতুমতী হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্ত ত' প্রায় প্রতি ঘরেই রহিয়াছে। যে সকল স্থলে বাল্য-বিবাহ প্রশমিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলেও যে অকালে রজঃ-প্রবর্ত্তন প্রশমিত হইতেছে না, তাহার কারণ কামচিন্তার আধিক্য। উপন্যাস-লেখকদের লেখা এজন্য অনেকটা দায়ী। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কারণকেই বহুলাংশে দূরীভূত করিবার সামর্থ্য নববিবাহিত স্বামী ও পত্নীর মধ্যে রহিয়াছে। অত্যধিক সন্তান-সন্ততি জননের দ্বারা যদি তাঁহারা ঘর বোঝাই করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে উভয়েই নিজ নিজ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে সুগভীর দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবেন।

ফলে, কুলসংক্রামিত ব্যাধিসমূহও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকিবে এবং যে স্থলে সম্যক্ নিরাময় সম্ভব নহে, সেইখানেও রোগ-নির্ম্মূলতার সম্ভাবনাকে মাতা, কন্যা, দৌহিত্রী প্রভৃতির ক্রমে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা যাইতে পারিবে। বর্ত্তমান সময়ে বহুপ্রসবিনী মাতার ব্যধি কন্যাতে শুধু সংক্রামিতই হইতেছে, তাহা নহে, বলিতে কি বহুগুণে বৃদ্ধিই পাইতেছে। কন্যা আবার এই অমূল্য উত্তরাধিকার দৌহিত্রীর স্কন্ধে চাপাইতেছেন এবং দৌহিত্রী তাহাকে পুনরায় অধিকতর মূল্যবান্ ও গুরুভার করিয়া তৎ-পরবর্ত্তিনীকে দান করিতেছেন। এই অবস্থাটাকে আর এক মুহূর্ত্তকালও চলিতে না দেওয়ার দায়িত্ব আজ প্রত্যেক গৃহীর। এই অতিশয় প্রয়োজনীয় কথাটার প্রতি মন না দিয়া আজ যাহারা লোক-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য নানা অন্দোলন চালাইতেছেন * তাঁহাদের অদূরদর্শিতা দেখিয়া আমার হাসি পায় এবং বৃথাশ্রম দেখিয়া আমার দুঃখ বোধ হয়, কারণ, বর্ত্তমান সময়ে "লোকসংখ্যা বর্দ্ধনের" ঠিক প্রতিশব্দ হইতেছে "অকালমৃত্যু বর্দ্ধন।"

অসময়ে যাহাতে বালিকার জননযন্ত্রের বিন্দুমাত্রও উত্তেজনা জন্মিতে না পারে, তাহার জন্য বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতামাতার যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। বিবাহের পর হইতে সেই দায়িত্ব স্বামী ও পত্নী উভয়েরই নিজ নিজ স্কন্ধের উপরে আসিয়া

* মনে রাখিতে হইবে যে, এই পত্রগুলি লিখিবার কাল প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। (প্রকাশক)

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পড়ে, এখন সেই দম্পতি বালক-বালিকাই হউক বা যুবক-যুবতীই হউক। উপযুক্ত বিবেচনাশক্তির অভাবে যদি তাহারা নিজ নিজ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে, অথবা পরস্পর পরস্পরের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করে, তাহা হইলেও বিবাহের পর কাহারও কিছু বলিবার বা করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু স্বামী যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বুদ্ধিহীন না হন এবং পত্নী যদি দৈহিক ও নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবেও সুশিক্ষিতা হন, তাহা হইলে যে এই অতি গুরুতর দায়িত্বের বোঝাও তাহাদের নিকট লঘু হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত ত' তোমরাই দুইজনে। এই জন্যই বাল্যবিবাহের প্রথাটিকে রহিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বালক ও বালিকার ব্রহ্মচর্য্য-মূলক সৎশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। নতুবা বাল্য-বিবাহ রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ক্ষয়ের পরিণাম আমরা কমাইতে পারিব না। কারণ, মানুষকে ধ্বংস করিতে কুকার্য্যের শক্তি যতখানি, কুচিন্তার শক্তি তাহা অপেক্ষা একটুকুও কম নহে। বাল্যবিবাহের রাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা বিবাহিত-সংযমের আদর্শকে প্রত্যেক বিবাহার্থীর হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে একমাত্র বাল্যবিবাহের বিদূরণের দ্বারাই আমরা খুব লাভবান হইতে পারিব না। কারণ, আমাদের জাতীয় কল্যাণের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ কিন্তু বাল্য-বিবাহের সহিতও নহে, যৌবন-বিবাহের সহিতও নহে, যতকিছু সংঘর্ষ সব ঐ বৃথা-মৈথুনের সহিত। বাল্য-বিবাহ করিয়াও

যদি কেহ দাম্পত্য জীবনের পরিশুদ্ধতাকে অসংযমে পঙ্কিল না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বাল্য-বিবাহের আমি প্রতিবাদ করিব না। যৌবনবিবাহ করিয়াও যদি কেহ দাম্পত্য জীবনের পরিশুদ্ধতাকে অসংযমে পঙ্কিল করিয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহার যৌবন-বিবাহের সমর্থন করিব না। আবাল্য বৃথা বীর্য্য-ক্ষয় করিয়া যাহারা যৌবনে বিবাহ করিয়াছে বা করিতেছে, কামসেবী বাল্য-বিবাহকারীর সহিত পশুত্বের দাড়িপাল্লায় তাহাদের ওজনের পার্থক্য অর্দ্ধরতিও নাই। তবে, যাহারা বাল্যেই বিবাহিত হয় নাই, তাহারা যতখানি চেষ্টা করিলে নিজেদের জীবনকে সম্যক্ পরিশুদ্ধ করিতে পারে, বাল্য-বিবাহকারী যে তাহা অত সহজে পারে না, এই কথা শতবার বলিব। ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনকে যদি দেশ ব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠা দিতে পারিতাম, বালক ও বালিকামাত্রকেই যদি দৈহিক ও মানসিক সংযমের মহিমা বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রত্যেকের প্রাণে যদি শ্রীভগবানকে জীবনের গণ্য নগণ্য সকল কর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে পারিতাম, তবে আজ বাল্য-বিবাহ নিবর্ত্তনের ষোলআনা সুফল আমরা পাইতে পারিতাম। প্রকৃতই আজ ভগবানকে ছাড়া আর ত' গতি দেখি না। বাল্যবিবাহই হউক, আর, যৌবনবিবাহই হউক, ভগবানকে নির্ব্বাসিত করিলে উহা শয়তানের রাজত্ব হইবে; পাপেরই সূতিকাগার হইবে, মিথ্যারই খনি হইবে।

*　　*　　*　　*

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পরমমঙ্গলময় তোমাদের নিয়ত কুশল করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

নিত্যনিরাপৎসুঃ—

* * * * ভয় কি বাছা? গত জীবন যেরূপ অন্ধকারের মধ্য দিয়াই যাউক না কেন, ভবিষ্যৎ ত' এখনও তোমারই হাতে! ইচ্ছা করিলেই তুমি তোমার আগামী দিনগুলিকে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়া সুপবিত্র ভাবে চালাইতে পার। পূর্ব্বাভ্যস্থ অপবিত্রতাগুলি মাঝে মাঝে তোমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে চাহিলেও, ভগবৎ সাধনা তোমাকে আত্মস্থ হইতে নিয়ত সহায়তা দান করিবে। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসকেও মনের কোণে ঠাঁই দিও না। তুমি যে একটা মানুষের মত মানুষ হইবেই, অপর দশজন কামাতুর গৃহীর জীবন হইতে নিজের জীবনকে একটা গৌরবময় পার্থক্যে ভূষিত করিবেই, এই বিশ্বাসে আজ তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাকে পূর্ণ করিয়া ফেল। ভয় ভাবনার কিছু নাই। সঙ্কল্প যে করিতে জানে, পূর্ব্বসংস্কারের উগ্রতা ও তীব্রতা তার কটাক্ষে ভস্মীভূত হয়।

* * * * তোমরা যে দাম্পত্য জীবনটাকে এতকাল ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াছ, তাহার সমগ্র দোষ আমি তোমাদের স্কন্ধে

ন্যস্ত করিতে পারি না। কারণ, আমি জানি, যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝিতে পার, যাহাকে মঙ্গলকর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার, তাহাকে লাভ করিবার জন্য এবং বজায় রাখিবার জন্য ইচ্ছার অভাব তোমাদের অধিকাংশেরই নাই। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কি, উদ্দেশ্য কি, দায়িত্ব কি, কর্ত্তব্য কি, কর্ত্তব্য-পালনের পন্থা কি প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের অনুশীলনী বৃত্তিগুলিকে সজাগ ও সচেতন করিয়া দিবার লোকেরই আজ অত্যন্ত অভাব। বাল্যে ও যৌবনে যাঁহারা তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়টীতে কিছু বলিবার বা বুঝাইবার অবসর পান নাই। অপরাপর যাঁহারা এই বিষয়ে তোমাদের উপদেষ্টা হইতে পারিতেন, তাঁহারাও মৌনভঙ্গ করেন নাই। যাঁহারা সকল বিষয় জানিতেন, সকল কথাই বুঝিতেন, তাঁহারা নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করেন নাই,— বিপৎ-সঙ্কুল বিবাহিত জীবনের কঠিন সংগ্রামে অসহায়ভাবে পরাজিত হইবার ইহা একটা অতি বড় কারণ। বংশরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আদর করিয়া ছেলের বিবাহ, নাতির বিবাহ যৌবন ফুটিবার আগেই দিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে বংশ-রক্ষার নাম করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ব্বংশকেই ডাকিয়া আনা হয় না, তেমন শিক্ষাটুকু দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। একপাল মলমূত্রসেবী শূকরের ছানা দিয়া বাড়ির আঙ্গিনা পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিলেই যে বংশরক্ষা হয় না, বংশরক্ষা করিতে হইলে যে আকুমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে ডাকিয়া

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আনিয়া পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিতে হয়, পতিপত্নীকে সংযত-জীবন যাপন করিয়া অসিধারা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়, জগৎকল্যাণের সঙ্কল্প লইয়া সন্তান-জননের সকল সৌকর্য্য সাধন করিতে হয়, এই সকল কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবসর ঘটে নাই। ফলে তাঁহাদের বংশ রক্ষিত হইয়াছে কাহাদের দ্বারা? যাহারা প্রতি সহস্রে নয়শত নিরানব্বই জন বাল্যেই অবৈধ-বীর্য্যক্ষয়কারী, যাহারা কৈশোরে প্রতিনিয়ত পরনারী কামী, যাহারা যৌবনে সুযোগ পাইলেই গণিকা-পদসেবী, যাহারা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিবার আগেই অকালে যমগৃহ যাত্রী, তাহাদের দ্বারা। পূর্ব্বপুরুষদিগকে গালি দিয়া লাভ নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কোনও অদূরদর্শিতা অথবা কর্ত্তব্যচ্যুতি যদি আমাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের মূলে থাকিয়া থাকে, তবে তাহার কুফলগুলিকে উৎপাটিত করিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতেই হইবে। তাই তাঁহাদেরও ভ্রম-ক্রটীর আলোচনা না করিয়া উপায় নাই। তোমাদের কোনও অদূর-দর্শিতা যাহাতে পরবর্ত্তীদের জীবন পঙ্গু করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র না করিতে পারে, তজ্জন্য সকল আঁট-ঘাট বাঁধিয়া চলিবার জন্য বর্ত্তমান অধোগতির মূলে তোমার ব্যক্তিগত দোষ কতখানি আছে, পূর্ব্বপুরুষদের দায়িত্ব কতখানি ছিল, সবই ধীর-ভাবে বুঝিতে হইবে। নিজের দোষগুলির জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারের সুযোগ তোমার এখনও রহিয়াছে।

বিবাহিত-জীবনের গভীর কর্ত্তব্য-সমূহের স্বরূপ বুঝিবার আগে যতকিছু ভুল করিয়াছ, এখন তোমাকে তাহার সংশোধন

করিতে হইবে, সহধর্ম্মিণীর নিকটে মানবজীবনের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া এবং তোমাদের পারস্পরিক জীবনের পঙ্কিলতা যে আজ পরিত্যাগ করিতেই হইবে, এই সঙ্কল্পের দ্বারা। এত দিন যে ভাবে চলিয়াছ, তাহা যে ভ্রান্ত-পথের চলা, কল্যাণ-পথের চলা নহে, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে ও পরিপূর্ণ সরলতার সহিত একের নিকটে অপরের স্বীকার করিতে হইবে এবং পরস্পরের দেবভাবের মর্য্যাদারক্ষার্থ পরস্পর যে প্রাণান্ত যত্নে সহায়তা দান করিবেই, তেমন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে। জোর করিয়া কেহ কাহারও নিকটে দেবতা হইতে পারে না, সরলতাই মানুষকে দেবতা করে। মহাপাপীও যখন নিজেকে তিলমাত্র প্রচ্ছন্ন রাখিতে না চাহিয়া সরলতায় প্রাণ খুলিয়া দেয়, আমার মন তখন তাহার দেব-ভাবের চরণে মাথা নত করে। কারণ, সরলতাই দেবত্বের প্রথম লক্ষণ। তুমি যেদিন সরল ভাবে তোমার সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া পারস্পরিক নৈতিক দুর্ব্ব্যবহারের মূলে তোমার নিজের যতটুকু দায়িত্ব ছিল, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবে, নিজের পূর্ব্বকৃত অসংযমসমূহকে কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ঢাকিতে না চাহিয়া পাপকে পাপ ও অররাধকে অপরাধ বলিয়াই গ্রহণ করিবে এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে তোমার দেবজীবন সাময়িক কামাতুরতায় কলুষিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবে এবং তুমি যে কখনও তাঁহার দেবীজীবনের অমর্য্যাদা করিবে না, সেই বিষয়ে অকপট প্রাণে অভয় বাণী শুনাইবে,—সেই দিন

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইতে দেখিও, এতকাল যিনি তোমার কাছে সামান্যা মানবী-মাত্র ছিলেন, এতকাল যাঁহাকে রক্ত-মাংসের অতীত সম্মান দান প্রয়োজন মনে কর নাই, এতকাল যাঁহাকে ভোগ্যা মাত্র ভাবিয়াছ, তিনি কোন্ কুহকমন্ত্রে দেবীমূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং তোমার জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্য শত ভাবে যত্নবতী হইয়াছেন। প্রকৃতই যেদিন কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকে প্রকৃতই বুঝাইয়া দিতে পারিবে যে, তোমার জীবন-গঠনে তাঁহার সহায়তা শুধু প্রয়োজনীয়ই নহে—পরন্তু একেবারে অপরিহার্য্য, সেই দিনই তিনি তোমার জন্য মহাশক্তিরূপিনী হইবেন, তোমার পরমানন্দের উৎসকে খুলিয়া দিবার জন্য তিনি আদ্যামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন। তোমার বাক্য এবং ব্যবহারের দ্বারা যদি একবার তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পার যে, যে-বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিবার দ্বিতীয় কেহ পৃথিবীতে আর নাই, সেই বিষয়ে তাঁহার সহায়তার একান্তই কাঙ্গাল হইয়াছ, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তোমার চলে না,—তাহা হইলে দেখিবে, তিনি তোমার জন্য তাঁহার অভয়-হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। কারণ, মাতৃমূর্ত্তিই নারীর নিত্যা মূর্ত্তি, রমণী-মূর্ত্তি তাঁহার অনিত্যা মূর্ত্তি। নারীকে যদি নারীর যোগ্য শ্রদ্ধা দিতে জান, যদি যোগ্য সম্মান দিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ দেবীত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, একমাত্র জগৎকল্যাণার্থে সন্তানজননের কালটুকু ব্যতীত বাকী সমগ্র জীবন তিনি মাতৃমূর্ত্তি ধরিয়াই রহিয়াছেন, রমণীমূর্ত্তি বিকাশ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিয়া তোমার চঞ্চল মনকে চঞ্চলতর করিতেছেন না। নারী জাতিকে গালি দিতে, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শতমুখ হইয়াছি কিন্তু নারীর স্বাভাবিক মাতৃভাব যে তাঁহাকে পুরুষজাতির কত ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনও কখনও মনে পড়িলেও ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে চাহি নাই। দীর্ঘকাল আমরা নারীর উপরে অবিচার করিয়াছি, নিজেদের লাম্পট্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাঁহাকেই নরকের দ্বার বলিয়া কলকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি এবং তাহাতে নারীত্বের গৌরব যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, নারী আজ যথেষ্ট অধোগতি পাইয়াছেন। তথাপি বলিব, শরণাগত হইয়া নারীর সম্মুখীন হইলে, তিনি তোমাকে যে স্নেহ দান করিবেন, তাহা মর্ত্ত্য-জগতের নহে, তাহা শ্রেষ্ঠতর লোকের। পুরুষ যেখানে প্রাণপণ যত্নে চিত্ত-সংযম রক্ষায় অক্ষম, সেখানে যে নারী ধৈর্য্যের বলে সকল উদ্দাম স্পৃহাকে শত বৎসর নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারে, সেই নারীজাতিকে কখনও সামান্যা বলিয়া মনে করিও না। মহাশক্তির বংশ-ধারিণী ওরা, বিশ্বাস পাইলে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে জানে। তুমি একবার বুঝিতে দাও যে, তোমার সহধর্ম্মিণীকে তুমি দেবী প্রতিমা বলিয়াই মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছ, আর তুমি তাঁহাকে রক্তমাংসের জীব ভাবিয়া তাঁহার কাছে, নিজের কাছে এবং ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে প্রস্তুত নহ, আর তুমি তাঁহাকে ভয় বা প্রালোভনের বস্তু বলিয়া উপেক্ষা করিতে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সম্মত নহ,—দেখিও, মা আমার প্রকৃতই দেবী হইবেন। যেই মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিবেন, দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক সঞ্চয় তোমাদের যথার্থ কল্যাণেরই জন্য, পরন্তু শ্রীমতী মায়ের প্রতি তোমার প্রীতির বা অনুরাগের অভাবহেতু নহে, সেই মূহূর্ত্ত হইতে তিনি তোমার সকল কল্যাণ-প্রয়াসে দ্বিধাহীন-চিত্তে উত্তর-সাধিকা হইবেন। আমি নারী-জাতিকে বড় শ্রদ্ধা করি, আমি নারীর মহত্ত্বে বড় বিশ্বাস করি। আমার এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মূল আমার কল্পনার শক্তিতে নহে, প্রত্যক্ষই আমার এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে উৎপাদিত করিয়াছে, প্রত্যক্ষই ইহাদিগকে দিনের পর দিন পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। নারী যেন মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকাতে প্রত্যক্ষ-রূপ বীজ বপন কর। নারী প্রত্যক্ষের বীজটীকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া একটীতে নিজেকে পুরুষরূপে আর একটীতে নিজেকে প্রকৃতিরূপে আহিত করিবেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদের শক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত বীজাংশদ্বয়ে যুক্ত করিবেন। দেখিতে দেখিতে বিশ্বাসের মহা-মহীরুহ গগন চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, আর শ্রদ্ধার কল্পলতিকা তাহাকে বেড়িতে বেড়িতে বাড়িয়া চলিবে। —তাই বলিতেছিলাম, তুমি আমার স্নেহের মাকে বিশ্বাস করিও, যে-পরার্থপরতার গুণে নারীরা পুরুষের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, শ্রীমতী মায়ের সেই পরার্থপরতায় নির্ভর করিও। কিন্তু শ্রীমতী মাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, কিসে তোমার কল্যাণ, কিসে তাঁহার কল্যাণ, কিসে দেশের কল্যাণ, কিসে নিখিল বিশ্বের কল্যাণ এবং সকলের কল্যাণ কতটুকু

তাঁহার করায়ত্ত। আমি জানি, তোমার কল্যাণ বুঝিলে তিনি নিজেকেও বলি দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না—নারীরা চিরকাল স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য নিজেদিগকে বলিই দিয়া আসিতেছেন। আজ তাহার অন্যথা হইবে না।

* * * *

তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

স্নেহের মা—,

* * * বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি যদি সহস্রগুণ শক্তি ও উৎসাহ লইয়া শত বর্ষ লেখনী পরিচালনা করি, তথাপি সব কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না। যে মহাসমন্বয়কে লক্ষ করিয়া জগতের সকল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনির্ব্বচনীয় মহাকাব্যের অমিয়-রস আস্বাদনে জীবকে সমর্থ ও প্রলুব্ধ করিবার জন্যই যেন বিবাহবিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষেরা সমাজ গড়িতে বসিয়া স্থূলতঃ সামাজিক শৃঙ্খলার আশু প্রয়োজনকেই বিবাহবিধি প্রবর্ত্তনের মূল বলিয়া দেখিয়াছে সত্য কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা ইহার পশ্চাতে নিত্য পুরুষ ও নিত্যা প্রকৃতির অভেদত্বস্থাপনের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

প্রয়াসই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই হরপার্ব্বতীর বিবাহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন, রামসীতার যুগল পৌত্তলিকতা-বুর্দ্ধিবর্জ্জিত সাধকের প্রাণেও একটা অপরূপ ভাবের প্লাবন আনিয়া দেয়। কারণ, এই কাহিনীগুলি সত্যই হউক আর কল্পনাই হউক, ইতিহাসই হউক আর রূপকই হউক, ইহাতে কাব্য আছে। এই কাব্য কাম-গন্ধহীন হইয়াছে মহাদেবের শ্মশান-চরণে, রামচন্দ্রের সীতানির্ব্বাসনে, আর নন্দ-নন্দনের রাধাতনয়ের অসম্ভাবনায়। তাই এই কবিত্ব চিরমনোহারী, ভক্তের হৃদয়দ্রাবী ও ভাবুকের চিত্তালোড়ক। এই কাব্যের পশ্চাতে জীব ও ব্রহ্মের মিলনের নিগূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। নিত্যমিলনই প্রার্থিত বলিয়া বিরহকেও নিত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, নিত্য-ব্রহ্মই বাঞ্ছিত বলিয়া জীবকেও নিত্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে।

তোমার বিবাহিত জীবন সেই অনাদি অনন্ত পরম মহাকাব্যের একটা খণ্ডিত নমুনা বা রূপক ব্যাখ্যা মাত্র। আমি এইরূপই বুঝিয়াছি। তোমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া অসীম সত্যের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, বিশ্বময়ের সহিত আমার প্রাণে প্রাণে যে মাখামাখি, তাঁহার সহিত অন্তরে অন্তরে যে কোলাকুলি, তাহারই যেন কথাটা বিবাহিত নর-নারীরা নিজেদের একপরায়ণ প্রেম ও অচ্ছেদ্য মাধুর্য্য বন্ধনের মধ্য দিয়া একটা রূপক দৃষ্টান্ত সহকারে মনে করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছ। যিনি প্রার্থিত, তাঁহার প্রতি প্রাণের টানে কেমন করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, এ যেন

তার আলেখ্য। যেখানে দাম্পত্য-জবীনে ইহপরায়ণতা অত্যধিক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যস্থ হইয়া উঠিতেছে, সেখানে এই ব্যাখ্যাটিকে বুঝিয়া লইতে আমার খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু যেখানে হরগৌরী-ভাব ঐশ্বর্য্য ও নিষ্কিঞ্চনতার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছে, ভোগ ও ত্যাগের সাম্য-বিধান করিতেছে, সেখানে স্বতঃই যেন আমি নিগূঢ় ইঙ্গিতটীকে বুঝিতে পারিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। দ্বৈতবাদী আর অদ্বৈতবাদী নিজেদের গোঁড়ামী লইয়া যখন বিতণ্ডায় রত, আমি তখন বিবাহিতের জীবনটীর মধ্যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই যুগপৎ পূর্ণ অবস্থিতি দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই।

কতকটুকু বলার মধ্যে অনেকখানি না বলাতে প্রচ্ছন্ন রাখাই কবিত্ব। পরমকবির রচনা এ বিশ্বসংসারে এই জন্যই সবই সুন্দর। এমন কি দুঃখটাও সুন্দর, দুঃখটাও মধুর, যেহেতু দুঃখের পশ্চাতে আরও অনেকখানি না বলা কথা প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই এই সৃষ্টি-কাব্যে আমার মন ভোলে, প্রাণ ভোলে, হৃদয় জুড়ায়, জীবন পরিতৃপ্ত হয়। দার্শনিক তর্ক বুদ্ধিজীবীর আশ্রয় হইতে পারে কিন্তু হৃদয়জীবীর আশ্রয় কবিত্ব। তাই হৃদয়জীবী মায়াবাদেও যুক্তির অকাট্যতা অপেক্ষা কবিত্বেরই আস্বাদন অধিক পাইয়া বৈদান্তিক হয়, নিত্যবিরহেও কবিত্বেরই পুলকাবেশ পাইয়া দ্বৈতবাদ আশ্রয় করে। আমি যেন কতকটা ইহাদেরই দলে। এই জন্যই বেদান্তী বা বৈষ্ণব কাহারও সহিতই আমার বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। কারণ, হৃদয়ের যাহা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সামগ্রী, তাহা শত মতবিরোধ ও যুগপরিবর্ত্তনের মধ্যেও মানবমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি হইয়া বজায় থাকিয়া যায়, দেশকালের ভুজবন্ধন ও রুচিপ্রকৃতির বৈষম্যকে সে অস্বীকার করে।

তাই আমার মনে হয়, শুধু দার্শনিক কূটতর্ক বা শুধু বিজ্ঞান (science) দিয়া বিবাহকে ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমরা ঠকিব। যে দুঃখবাদ সকল দার্শনিকতারই অতি উৎকৃষ্ট ভিত্তি, তাহা দার্শনিক মাত্রকেই চিরকৌমার্য্যে প্রবুদ্ধ করিবে। কিন্তু চিরকৌমার্য্য সকলের জন্য নহে। আর, চিরকৌমার্য্য যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ের অনুশাসনকে, জীবে প্রীতিকে, জগৎকল্যাণকে লক্ষ্য করিতে না পারিবে, ততদিন চিরকৌমার্য্যের ভিত্তিও নিতান্তই কাঁচা থাকিয়া যাইবে। সুতরাং দার্শনিক কূটতর্ককে পথের সম্বল করিতে যাইয়া আমরা কেবলই যে লাভবান্ হইতে থাকিব, তাহা নহে, লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতির পরিমাণও বাড়িবে। বৈজ্ঞানিক রুচি লইয়া বিবাহটাকে ব্যাখ্যা করিতে গেলে নরনারীর দৈহিক মিলনটাই একান্তই সত্য বলিয়া মাথা উঁচু করিয়া তুলিবে এবং দেহ-ধ্বংসের পরে এই মিলনের কোনও সার্থকতা রহিবে না। অর্থাৎ যতদিন দেহ, ততদিন প্রেম, দেহ নাই, প্রেমও নাই,—ইহাই অবস্থা দাঁড়াইবে। সুতরাং এইখানেও আমরা ঠকিব।

তাই, বিবাহটাকে দ্বৈত বা অদ্বৈতভাবের ব্রহ্মতত্ত্বের রূপক জানিয়া প্রকৃতই আমি মনে প্রাণে বড় আহ্লাদিত হইয়াছি।

এই ব্যাখ্যার দার্শনিক ত্রুটি থাকিতে পারে, বৈজ্ঞানিকতার অভাব হইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবান্ যদি করুণায় বঞ্চিত না করেন, তবে হৃদয়িকতার দুর্ভিক্ষ হইবে না এবং এমনই আমার বেয়াড়া রুচি যে, হিমাচলের ন্যায় সমুচ্চ পাণ্ডিত্য ও আল্পস পর্ব্বতের ন্যায় অভ্রস্পর্শী বৈজ্ঞানিকত্বকেও নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া বোধ হয়, যদি একটি ধূলিকণার সমান হৃদয়-স্পন্দন কোথাও দেখিতে পাই।

* * * *

তোমাদের কুশল-সংবাদে আহ্লাদিত করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

স্নেহের—,

যিনি নিত্যকল্যাণস্বরূপ এবং সর্ব্বশরণ, তিনিই স্বয়ং আসিয়া তোমার এই ঝড়-বাদলের নিশীথ রাত্রে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে হাল ধরিয়াছেন। সুতরাং তুমি ভয় পাইও না। তোমাকে খুব কষিয়া দাঁড় টানিতে হইবে, এই পর্য্যন্তই তোমার কর্ত্তব্য। যে-ভাবে পাড়ি জমাইলে তোমার কুশল, তোমার আপনার জনের কুশল, ত্রিভুবনের কুশল, কাণ্ডারী নিজে বুঝিয়া তেমন ভাবে তরণীর মোড় ফিরাইবেন, তজ্জন্য একেবারে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমার চাই প্রাণপণে বৈঠা ঠেলা, তোমার চাই কঠোর যত্নে নিজের সমগ্র শক্তির নিঃশেষ-প্রয়োগ। শ্রান্তিবোধকে পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া, অবসাদ ও জড়তার মস্তক বৈঠার ঘায়ে চূর্ণ করিয়া দিয়া তুমি দাঁড় টানিয়া যাও বাছা, সন্দেহ, সংশয় বা সঙ্কোচে টলিও না। ঝটিকাক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত্ত তরঙ্গগুলি অবাধ্য আক্রোশে বারবার আঘাত করিতে পারে, কিন্তু ভয় নাই, এবার নৌকা ডুবিবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যাহার কর্ণধার, সে নৌকা কখনও ডোবে নাই, ডুবিতে পারে না।

শুধু গার্হস্থ্য সম্বন্ধেই যে একথা সত্য, তাহা নহে। জীবন-মাত্রই তরণীস্বরূপ, অগ্রগমনপথে তার ঝড়-ঝাপটা তরঙ্গ-বিক্ষোভ, ঘূর্ণাবর্ত্তের অন্ত নাই। তাই, কি সন্ন্যাস, কি গার্হস্থ্য, প্রত্যেকটী জীবনেই পাকা মাঝি চাই, নহিলে নৌকা বান্‌চাল হইবে, অতলে ডুবিয়া মরিবে। আর, ভগবান্‌কে একবার তোমার সকল সুখদুঃখের মূলঘরে বসাইতে পারিয়াছ কি নিষ্কৃতি পাইয়াছ, সকল দুর্ভোগের ষড়যন্ত্র মাটি করিয়া দিয়াছ। তাই পুনরায় বলি, একবার যদি ভগবানকে মনে পড়িয়াছে ত' তাঁহাকে আর যেন ভুলিতে না পার, এমনটী করিয়া ভালবাসিয়া লও, একবার যদি ভগবানের হাতে মাঝি-গিরি দিয়াছ ত' নিজের প্রাণভরা আত্মসমর্পণের বলে তাঁহাকে চিরকালের জন্য এই বিনামাহিনার চাকুরীতে পাকা করিয়া লও। হয়ত তোমার দাম্পত্য জীবনে পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রাবল্য

তোমাকে মাঝে মাঝে অসংযমের পথে টানিয়া নিতে চাহিতে পারে, হয়ত তোমার সাময়িক অস্থিরচিত্ততা তোমাকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় পাইয়া যাইও না। ভগবান্‌কে যদি মনে রাখিতে পার, দুঃখেরসময় যেমন ভাবে ভগবানের জন্য প্রাণটী কাঁদে, সুখের সময়ও যদি প্রাণকে তেমন করিয়া কাঁদাইতে পার, তবে জানিও, তোমার কাম প্রেমে পরিণত হইতে খুব বেশী সময় লাগিবে না। কামমর্দ্দন শ্রীভগবান্‌কে যে ভুলিতে পারে না, কাম তাহাকে ভয় করিয়া চলে।

সন্তানজননের দ্বারা গৃহীর অপরাধ হয় না, অপরাধ হয় সন্তান-জনননিরপেক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন সুখোচ্ছ্বাস-সম্বর্দ্ধিত অসংযমের দ্বারা। ভগবান্ যে সন্তানটীর রূপ ধরিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তাহার জন্মকে অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করিতে আমি ভয় পাই। তবে, এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, এই সন্তানটীর জন্ম অসম্পূর্ণ হইয়াছে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে যতখানি সাত্ত্বিক আকর্ষণ থাকিলে সুসন্তান জন্মে, তোমাদের দেহের মধ্যে যতখানি স্বাস্থ্য ও পূর্ণতা থাকিলে বীর্য্যবান্ সন্তানের আবির্ভাব হয়, তোমাদের মনে যতখানি বিশুদ্ধতা ও জীবনে যতখানি ভগবৎসাধনা থাকিলে ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতিগুলি তোমাদের রজোবীর্য্যের আবরণে আত্ম-প্রকাশ করিতে লোলুপ হন, তাহার পরিমাণে যদি কম্‌তি পড়িয়া থাকে, তবে এই জন্মকে অসম্পূর্ণ না বলিয়া যাই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের ভূমাবতরণকে পাপ বলিয়া কীর্ত্তন করিবার সাহস আমার নাই। সদ্যোজাত শিশু দেখিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষে আমার হৃদয়-মন আন্দোলিত ও মথিত হইতে থাকে, কি এক অকথনীয় পুলক যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে খেলিতে থাকে! আমি ভুলিয়া যাই, কে ইহার পিতা, কে ইহার মাতা। আমি ভুলিয়া যাই, কি ইহার জাতি, কি ইহার বর্ণ। আমি ভুলিয়া যাই, কি ইহার দেশ, কি ইহার পরিচয়। পতিব্রতা কুলনারীর জঠরজাত শিশু আর বহুপরায়ণা বারবনিতার জঠরজাত শিশু—এই দুই জনের মধ্যে একজনকে একটু বেশী করিয়া আর একজনকে একটু কম করিয়া স্নেহ করিতে আমার হৃদয় সম্মত হয় না। দীর্ঘকাল সংযমাচরণের পরে পিতা-মাতার কল্যাণোদ্দেশ্যযুক্ত সম্মিলনে যাহার জন্ম হইতেছে, আর নিয়ত অসংযমের অনিবার্য্য-ফলে পিতামাতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অগোচরে যাহার জন্ম হইতেছে, এমন দুইজন শিশুর মধ্যে একজনকে একটু বেশী আদর আর একজনকে একটু কম আদর দেখাইতে আমার মন চলে না। শিশু দেখিলেই আমার প্রাণে জাগে,—ভগবান্ আজ নবজন্ম পরিগ্রহ করিলেন, ভগবান্ আজ নব অবতার হইলেন, যুগে যুগে যে নিত্যলীলার অনুষ্ঠান করিয়া তিনি যাইতেছেন, তাহাই আর একবার নূতন ভঙ্গীতে করিয়া যাইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। —ভাবিতে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়, আমার সমগ্র অস্তিত্ব এই চিন্তাটুকুর চরণে যেন একেবারে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু ভগবান্ যখন এই শিশুর মধ্য দিয়া নিজেকে লৌকিক জগতের অনুরূপ করিয়া স্ফুরিত করিতে প্রয়াসী হন অথচ নানা সীমাবদ্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে পারেন না, তখন এই লীলায় ভগবান্ যাহাদিগকে জনক ও জননী রূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের দৈহিক উৎকর্ষের, মানসিক উৎকর্ষের এবং আধ্যাত্মিক সাধনের অভাবের কথাটা অসহনীয় ব্যথার সহিত মনে পড়িয়া যায়। তখন আক্ষেপ করিয়া মরি, হায়! সন্তান-জননের গূঢ় রহস্য যাহারা বুঝিতে পারিল না, কেন তাহারা সন্তান জনন করিয়া নিজেরা অপরাধী হইল এবং যাহাদের মধ্য দিয়া নববীর্য্য, নবশৌর্য্য, নবমাধুর্য্য জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারিত, তাহাদিগকে নিজ নিজ দেহমনের পঙ্গুতা বজ্রবন্ধনে বাঁধিয়া কেন একেবারে ব্যর্থজন্ম ও ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া দিল? তোমাদিগকে যে কত সময়ে কত গালি দেই বাছা, তাহা এই অসহনীয় ব্যথাটা সহিতে না পারিয়া। কিন্তু গালি দিতে যাইয়াও অমনি দেখিতে পাই, ভগবান্ যে গৃহীর গৃহে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াও বর্দ্ধিত বয়সের সাথে সাথে শয়তানের ভূমিকা অভিনয় করিতে থাকেন, ইহার কারণ গৃহীর ভগবদ্‌বিমুখতা। ভগবান্‌কে যে চাহিল না, শয়তানীতেই যে চিরকাল মজিয়া রহিল, ভগবান্ তাহার ঘরেও অবতীর্ণ হইতে কার্পণ্য করেন না, কিন্তু আসিবার সময়ে যে-যেমন, তার জন্য তেমন মূর্ত্তিটী ধরিয়াই আসেন। শয়তানের ঘরে ভগবান্ শয়তানের মুখোস পরিয়াই আসেন,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আর, ভগবান্‌কে যে গৃহী নিয়ত প্রার্থনা করে, তার ঘরে আসিবার কালে মুখোস ফেলিয়া দিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁর স্বভাবসুন্দর চির-মনোহর অপরূপ মূর্ত্তিটী ধরিয়া জগৎ-কল্যাণের বাঁশরী বাজাইতে বাজাইতে চারু-চরণ-বিক্ষেপে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসেন। তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গের পদ্মগন্ধ ত্রিভুবন মাতোয়ারা করিয়া দেয়, তাঁর শ্রীপদের চিহ্নগুলি পথভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া চলে।

এই জন্যই তোমার ভগবদুন্মুখতা আমাকে আহ্লাদে অভিভুত করিয়াছে। স্বামী ও পত্নী উভয়ে মিলিয়া আজ তোমরা ভগবান্‌কে চাহিবার মত চাও। তোমাদের দেহমনের অসম্পূর্ণতা আগত সন্তানটীর মধ্যে ভগবানের পূর্ণমূর্ত্তির প্রকাশে শত বাধা জন্মাইবে সত্য, কিন্তু আজ অবধি তপঃপরায়ণ হইলে, আজ অবধি সংযমনিষ্ঠ হইলে, আজ অবধি কল্যাণসন্ধ হইলে, তোমাদের আগামী সন্তান-সন্ততিগণ ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতির কিরণজালে দীপ্ত হইয়াই অবতীর্ণ হইবেন। সেই জন্য আজ আত্মগঠনে ব্রতী হও।

যিনি অভিশপ্ত জীবনেরও চির-পরম-সান্ত্বনা, তিনি তোমাদের কুশল বিধান করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

একাদশ পত্র

পরমকল্যাণবরেষু ঃ—

প—কিছুদিন হইল শ্রীমান্ র—'র নিকটে নানাকথা লিখিয়া এক প্রত্র দিয়াছিল। র—এই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছে—"যদিও আপনি গৃহী এবং সন্তানবান্, তথাপি আপনার হতাশ হইবার কারণ কি আছে? গৃহী বলিয়াই কল্যাণ-কর্ম্মের অধিকার কেহ আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া নেয় নাই এবং একটি সন্তানের জন্ম দিয়াই আপনি সকল শক্তি হারাইয়া একেবারে রিক্ত হইয়া পড়েন নাই।"

র—'র দুইটী কথাই বড় সুন্দর এবং সত্য। গার্হস্থ্যের অজুহাতে দেশের ও দশের সেবা হইতে নিজেরা সরিয়া থাকিয়া সকল কঠোর ও কঠিন কর্ম্মের বোঝা সন্ন্যাসীদের স্কন্ধের উপরে চাপাইয়া দিবার প্রচ্ছন্ন একটা প্রবৃত্তি গৃহীদের মধ্যে অনেকেরই রহিয়াছে, শ্রীমান্ র—'র প্রথম কথাটী তাহারই প্রকারান্তরে প্রতিবাদ। আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া বাল্যকালেই পত্নীগ্রহণ করিয়া অকালজাত সন্তান লইয়া যাহারা নিজেদিগকে একান্ত অসহায় এবং সর্ব্ব কর্ম্মে অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছে, শ্রীমানের দ্বিতীয় কথাটী তাহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চারক। গৃহী হইলেই যে তুমি দেশের এবং জাতির দাবী হইতে মুক্ত হইয়া গেলে, তাহা নহে। গার্হস্থ্যের শত বাধা, বিঘ্ন এবং প্রলোভনের মধ্য দিয়াই তোমাকে তোমার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

মনুষ্যত্ব অটুট রাখিতে হইবে এবং এই গরীয়ান্ মনুষ্যত্বের শক্তিতে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিতে হইবে। পুনশ্চ, জীবন সুগঠিত হইবার পূর্ব্বেই যদি তোমার দুই একটি সন্তান জন্মিয়া থাকে, জীবনের লক্ষ্য চিনিবার আগেই যদি তোমার পথের বোঝা বাড়িয়া গিয়া থাকে, জীবনপথের যোগ্য পাথেয় সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই যদি অবিবেচনা বশতঃ কিছু মূলধন তোমার ব্যয়িত হইয়া গিয়া থাকে, তথাপি তোমার নিরাশ, নিরুদ্যম, বা নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। হে বিবাহিত যুবক! আশ্বস্ত হও এবং সংযমের বলে প্রণষ্ট সম্পদের ক্ষতিপূরণ করিয়া লও।—ইহাই যেন র—'র বাণী।

ঠিক্ এই কথাগুলিই আমি আবার ফিরিয়া তোমাকে বলিতে চাহিতেছি। যৌবন-পথে যখন তোমার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না, বর্ষার পঙ্কিল পানীয় তখন তোমার রসনায় রুচিয়াছে। তাহাতে তোমার দেহ ও মনের প্রবল অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সেই অনিষ্টের শতগুণ কল্যাণকে আজ তুমি ইচ্ছা করিলেই ত' লাভ করিতে পার। অকাল-জাত সন্তান শত প্রকারে তোমার জীবন-গঠনের বাধাকে বাড়াইয়া তুলিতেছে সত্য কিন্তু একমাত্র ভগবৎ-সাধনার প্রভাবে সকল বাধাকে তৃণের মত ফুৎকারে উড়াইয়া তুমি অগ্রসর হইতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। প্রথম সন্তান যে অসম্পূর্ণতা লইয়া জন্মিয়াছে, সেই অভিশাপ সমগ্র দেশ ও সমাজকে প্রত্যক্ষে এবং প্ররোক্ষে দগ্ধ করিবেই। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান যাহাতে

তোমাদের উভয়ের দেহের পবিত্রতম পরমাণু-সমূহ লইয়া, তোমাদের উভয়ের রুচি-প্রকৃতির পবিত্রতম প্রবণতা-সমূহ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবার স্বাধীনতা এবং চেষ্টায় সফলতার সম্ভাবনা কেহ অপহরণ করে নাই। তাই বলি, হে পুত্র, হতাশ হইও না। আমার পরম স্নেহের কল্যাণীয়া শ্রীমতী মাকে লইয়া নূতন করিয়া তুমি ধর্ম্মের সংসার রচনা কর, নূতন করিয়া সংযমের আদর্শ অনুধাবন কর, নূতন করিয়া জীবন-লক্ষ্যের ঐক্য সম্পাদন কর। তোমাদের পূর্ব্বতন পরিচয়ের দায়িত্বহীন দিবসগুলি এবং আত্মসম্মানহীন রজনীগুলি আজ বিস্মৃত হও, তোমাদের পূর্ব্বতন ঘনিষ্ঠতার কলঙ্কপূর্ণ শিথিলতাগুলি এবং কালিমাচ্ছন্ন অভ্যাসগুলি আজ একেবারে ভুলিয়া যাও, তোমাদের পরস্পরের আকর্ষণের অসাত্ত্বিক হেতুগুলিকে পদাঘাতে আজ চূর্ণ করিয়া সম্মার্জ্জনী-তাড়নে গৃহের বাহির করিয়া দাও। তোমাদের দাম্পত্য মন্দিরের গোপন প্রকোষ্ঠে আজ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তোমাদের প্রত্যেকটী চিন্তা-চেষ্টায় শ্রীভগবানের পূর্ণ অনুমোদন লইয়া একে অন্যের ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সহায় এবং পরজীবনের সুহৃৎ হইতে চেষ্টিত হও!

একজন মহাকবি বলিয়াছেন,—"দাম্পত্য-মন্দিরের দ্বার-দেশে একজন দেবদূত ওষ্ঠে অঙ্গুলী-সংযোগ করিয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।" উদ্দেশ্য, বিবাহিত দম্পতীর প্রেমময় পবিত্র জীবনের ভাবমাধুর্য্যপূর্ণ আদান-প্রদান সম্বন্ধে কোনও অপবিত্র

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

জিহ্বা যেন কিছু উচ্চারণ না করে। মহাকবি বিবাহিত জীবনকে যে সাত্ত্বিকতা-সুন্দর উদার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, গৃহীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববুদ্ধির বিপর্য্যয়, শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাব এবং কল্যাণবুদ্ধির অপহ্নব কি আজ সর্ব্বসাধারণকে সেইরূপ দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে নাই? বিবাহিত মাত্রকেই যে আজ লোকে নিকৃষ্ট ও অধম বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কি গৃহীর নিজের অসংযম নহে? নীচ ভোগকামনা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয় জাতিকেই অধঃপাতিত করিতেছে, পুরুষকে পৌরুষবর্জ্জিত এবং নারীকে মাধুর্য্যরিক্ত করিতেছে এবং উভয়ের পক্ষেই 'মানুষ' উপাধির দাবীটাকে একান্ত অনধিকার চর্চ্চা করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ নীচাত্মার মুখে বিবাহিত জীবনের অপ্রকাশ্য তথ্যসমূহ গুপ্ত-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া অপরিপক্ক-মস্তিষ্ক বালক ও বালিকার মনকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে। মহাকবির দেবদূত ওষ্ঠে অঙ্গুলীসংযোগ করিয়া নীরব হইতে আদেশ করিলে কি হইবে, বিবাহের অমৃতটুকু যাহাদের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহারা আজ অমৃতে তৃপ্ত নহে, হলাহল পান করিতে চাহে। কত কবির, কত ঋষির কল্যাণদৃষ্টি এইভাবে আজ যে ব্যথিত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন হইতে ফিরিয়া বিপরীত মুখে সন্ন্যাসের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? গৃহীর জীবন-তরুতে যদি পবিত্রতার সুরভি-পুষ্প সুপ্রচুর ফুটিত, তবে আমার মনে হয় না যে, যুগে যুগে সন্ন্যাস-সাধনার এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত।

গৃহীর জীবন আবর্জ্জনার স্তূপে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাই ত' আজ দিকে দিকে সন্ন্যাসের আকুল আকাঙ্ক্ষা ঊর্দ্ধশীর্ষ হইয়া উঠিতে চাহিতেছে।

তোমরা যাহারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছ, তাহাদিগকে আজ এই কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষাহীন সাধনা বর্জ্জিত জীবনে যে সকল দাম্পত্য ভ্রম ও ত্রুটী হইয়াছে, তাহাদের জন্য চিন্তা করিয়া করিয়া আর দিশাহারা হইও না। এখন হইতে কৌপীনের ডোর শক্ত করিয়া আঁটিয়া লও এবং যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা সঞ্চিত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই কৌপীন আর খুলিও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

স্নেহাস্পদেষুঃ—

দীক্ষাগ্রহণকে যদি একটা খোশখেয়ালের ব্যাপার বলিয়া মনে না করি, দীক্ষালাভকে যদি জীবনের একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে প্রত্যেক কল্যাণকারী যুবকের বিবাহিত হইবার অন্ততঃ ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বেই দীক্ষিত * হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদনুযায়ী

* স্ত্রীর পক্ষে বিবাহের পরে কিন্তু স্বামীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দীক্ষা আবশ্যক।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সাধনভজনের দ্বারা নিত্য প্রলোভনের সম্মোহনী মায়া অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি-সামর্থ সঞ্চয় করা আবশ্যক। লোক-মতের দায় শোধ করিবার জন্য বর্দ্ধিত বয়সে দীক্ষিত হইবার যে কুরীতি দেশ-মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, যদি দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা জীবনগঠনের আনুকূল্য সাধিত হয় বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে সেই কুরীতির প্রতিবাদ করিতেই হইবে। ধর্ম্মসাধনাকে যে জোর করিয়া একেবারে বার্দ্ধক্যের কোঠায় কোণঠেসা করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমরা ধর্ম্ম বলিতে হিমালয়ের কোনও নিভৃত গুহা এবং সেই নির্জ্জনতার মধ্যে ন্যাস-প্রাণায়াম প্রভৃতি হঠযোগোক্ত সাধনই বুঝিয়াছি। দুষ্প্রবৃত্তি, পরানিষ্টে রতি, পাপানুরাগ প্রভৃতি দুরন্ত শত্রুর প্রবল বিরুদ্ধতা হইতে যে আমাকে নিত্যদিন রক্ষা করে, অজ্ঞানতার শুভগ্রাসী প্রচ্ছন্ন বদন-বিস্তারের দুর্ভাগ্য হইতে যে আমাকে প্রতিনিয়ত বাঁচাইয়া রাখে, নিজ পরিপূর্ণতা দিয়া যে আমার অসম্পূর্ণতাকে দূরীভূত করিয়া লয় এবং আমাকে তাহার উদার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অক্ষয় অমর অবিনাশী করিয়া দেয়, সেই সদাজাগ্রত নির্ভরেরই যে নামান্তর ধর্ম্ম, একথা আমরা বহুদিন হয় ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমরা আচার-নিয়মের কঠোরতাকেই ধর্ম্ম ভাবিয়া তাহাদের দুশ্চরণীয়তা-প্রযুক্ত বার্দ্ধক্যের জন্য ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিতই করিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহা বরং করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আক্ষেপ

পরিত্যাগ করিতে পারি কিন্তু আজ যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেই আরম্ভ করিয়াছে, তখন প্রদীপ্ত সূর্য্যের পানেই তাকাইব, অন্ধকারে দৃষ্টি-পরিচালনের বৃথাশ্রমে প্রয়োজন নাই।

বিবাহিত জীবনকে পশুর জীবন হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ধর্ম্মসাধনাকে আজ প্রথম কৈশোরেই, পরিণয়-বন্ধনের দীর্ঘ পূর্ব্বেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার যেমন ধর্ম্মমত, তাহাকে তেমন ধর্ম্মপথ ধরিয়াই চলিতে হইবে,—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের নাম করিয়া অপরের মতের ও পথের সহিত আপোষ করিবার প্রয়োজন পড়িবে না। ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্য দিয়া সেই একই কল্যাণ জাগ্রত হইয়া উঠিবে, যাহা মতের বা পথের শ্রেষ্ঠতার মুখ চাহিয়া চলে না, অপেক্ষা করে শুদ্ধ ঐকান্তিকতার। প্রাণ দিয়া সাধন করিবার মত শক্ত মেরুদণ্ড যদি কাহারও থাকে, তবে জানিও, মত-পার্থক্য বা পথ-পার্থক্যে কিছু যাইবে আসিবে না, যে-মত বা যে-পথকেই সে গ্রহণ করুক না কেন, সিদ্ধি নিশ্চয় তাহার করতলগতা হইবে। বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, শোক-তাপক্লিষ্ট মন লইয়া, মরণভয়কাতর চিত্তবৃত্তি লইয়া, অশুদ্ধ ও হতাশ হৃদয় লইয়া কে কবে সাধন করিতে পারিয়াছে? সাধন যদি করিতে হয়, তবে কৈশোরেই তাহা আরম্ভ করিতে হইবে। সাধন যদি করিতে হয়, তবে যৌবনের সুগঠিত দেহ লইয়া, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মন লইয়া, যোজন-প্রসারক্ষম চিত্ত-বৃত্তি লইয়া, সর্ব্বজীবে সহানুভূতিশীল উদার হৃদয় লইয়া, সাধন করিতে হইবে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

প্রথম কৈশোরের ধর্ম্মসাধনা যৌবনকে নিরন্তর বিপথ হইতে টানিয়া রাখিতে চাহিবে, যৌবনের ধর্ম্ম-সাধনা প্রৌঢ়কে দুঃখসহনক্ষম করিবে, পৌঢ়ের ধর্ম্ম-সাধনা বার্দ্ধক্যকে মৃত্যুভয়-বিরহিত, নিশ্চিন্ত ও শান্ত করিবে। কিন্তু কৈশোরেই কল্যাণকে যে বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার যৌবন গঠনের পথে চলে না, অপমৃত্যুই লাভ করে; যৌবন যাহার বৃথা গিয়াছে, তাহার পৌঢ় নিয়ত দুঃখসংঘাতে ব্যস্ত ও রুগ্ন হইয়াই পড়ে, প্রৌঢ় যাহার অস্থিরতায় কাটিয়াছে, তাহার বার্দ্ধক্য কাঠগড়ায় চাপান ছাগশিশুর ন্যায় মৃত্যুচিন্তাতে দিগ্বিদিক্ হারাইয়া ফেলে। তাই আজ কৈশোরের প্রথম প্রভাতেই প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে সাধন-সূর্য্যের তরুণ রশ্মি দেখিবার জন্য নয়ন পিপাসিত হইয়াছে।

ভারতে এমন দিন ছিল, যেদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বার্দ্ধক্যের গায়ে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মসাধনার টিকেট মারিয়া গাড়ী রির্জাভ করিতেন না, পরন্তু প্রথম কৈশোরে মানব শিশুকে তাহার চরম চরিতার্থতার পথে চলিবার জন্য প্রেরণা দান করিতেন। আবার সেই দিনটীকে ফিরিয়া পাইতে হইবে। তোমাদের জীবনে যাহা অভাবের মধ্য দিয়া নিজ আবশ্যকতাকে প্রমাণিত করিয়াছে, পরবর্ত্তীদের জীবনে তাহার আবশ্যকতার প্রমাণ প্রভাবের মধ্য দিয়া দিতে হইবে। তোমরা যেমন করিয়া কৈশোরে বিপথে চলিয়া যৌবনে আত্মহারা হইয়া মনুষ্যজীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবারই প্রায় আয়োজন করিয়াছ, পরবর্ত্তীরা যেন তেমন করিয়াই মানুষ্যত্বকে পদে পদে বিপন্ন না করে। তোমরা

কামাতুরতার যে সকল সহজাত সংস্কার লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ধরণীর দুঃখ বাড়াইবার মন্দভাগ্য পাইয়াছ, তাহারা যেন তদ্বিরুদ্ধ সংযমপ্রভাবিত সৎকীর্ত্তিপরিপুষ্ট সহজাত সংস্কার লইয়া অবতীর্ণ হইয়া জগতের দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে। আজ তোমাদিগকে তাহার জন্য আত্মগঠন করিতে হইবে। পূতিগন্ধ অতীত আজ ভুলিয়া যাও, বিগত জীবনের ভ্রমত্রুটীর জন্য হাহুতাশ ও অনুশোচনা আজ পরিত্যাগ কর, এখনও যে তোমার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিবার সময় রহিয়াছে, এখনও যে তোমার কল্যাণের পথে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ একেবারে চলিয়া যায় নাই, এইজন্য শ্রীভগবান্‌কে শত ধন্যবাদ দিয়া পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অগ্রসর হও। যে সহধর্ম্মিণীকে এতদিন ক্রীড়ার পুত্তলীমাত্র মনে করিয়াছ, যাঁহাকে এতকাল শুধু নরক-পথের সাথী বলিয়াই ভাবিয়াছ, বিলাসের কথা ছাড়া অন্য কথায় যাঁহাকে মনে পড়ে নাই, আত্ম-সুখের স্মৃতি ছাড়া অন্য স্মৃতিতে যাঁহাকে গাঁথিতে পার নাই, আজ তাঁহাকে তোমার জীবনের প্রকৃত সফলতাদাত্রী জানিয়া, আজ তাঁহাকে পরম-মঙ্গলের সঙ্গিনী জানিয়া, আজ তাঁহার সহযোগিতাকে একান্ত অপরিহার্য্য জানিয়া অতীতের প্রায়শ্চিত্তে এবং ভবিষ্যৎ-সংগঠন-সঙ্কল্পে আপনার আপন করিয়া লও। ভোগলিপ্সা তোমাদের দেহের নৈকট্য স্থাপন করিবার ছলে আত্মার যে বিরাট দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আজ ধর্ম্মসাধনার মহীয়সী শক্তিতে সেই দূরত্বকে দূরীভূত কর। আত্মকল্যাণের জন্য,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সমাজ-কল্যাণের জন্য, স্বদেশ-কল্যাণের জন্য এবং জগৎ-কল্যাণের জন্য একে অন্যের যথার্থই জীবনের জীবনস্বরূপ হও। যে প্রেম প্রেম-নামেরই অযোগ্য এবং যাহা লক্ষ লক্ষ গৃহীর জীবনে আজ শুধু ধ্বংসেরই বিস্তার করিতেছে, সেই কামজ প্রেমকে, সেই স্বার্থগন্ধী প্রেমকে বিতাড়িত করিয়া তোমরা আজ একে অন্যের জীবন দিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া লও, একে অন্যের সাধনা দিয়া পরস্পরের সিদ্ধত্ব সম্পাদন কর।

* * * *

তোমাদের কুশল হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

স্নেহের—,

পূর্ব্বে এক পত্র লিখিয়াছি যে, লক্ষ লক্ষ সচ্চিন্তা একবার করিয়া করা অপেক্ষা একটীমাত্র সচ্চিন্তা লক্ষবার করায় লাভ বেশী। কিন্তু একটীমাত্র সচ্চিন্তাতে মনকে লগ্ন করিয়া রাখাটা একান্তই অভ্যাস-সাপেক্ষ। অভ্যাস করিলেই মনকে তার চিরপ্রিয় দুরন্তপণার প্রলোভন হইতে শাসন করিয়া দূরে রাখা সম্ভব, নতুবা ইহা অতি দুরূহ বা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই একটীমাত্র কেন্দ্রে মনকে স্থির রাখিবার প্রযত্নকে যোগীরা একতত্ত্বাভ্যাস

বলিয়াছেন। যাহাতে সমস্ত শরীর ও মানস ক্রিয়া হইতে একইরূপ চিত্তভাব স্মরণ হয়, তাহারই নাম একতত্ত্ব। এই একতত্ত্ব বলিতে কোনও স্থূল বস্তু, কোনও সূক্ষ্ম তত্ত্ব, কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য বা অতীন্দ্রিয় সত্তা প্রভৃতি যে কোনও এক স্বাভিমত তত্ত্বকেই বুঝাইতে পারে। মোক্ষপরায়ণ যতি যখন তীর্থবাস, ধর্ম্মপ্রচার বা ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষাসংগ্রহ, আহার, নিদ্রা, মল-মূত্রোৎসর্গ প্রভৃতি সকল ব্যাপারকেই মোক্ষের সাধক হিসাবে গ্রহণ করিতে থাকেন, তখন বলা যাইতে পারে যে, তিনি একতত্ত্বাভ্যাসে প্রযত্নশীল রহিয়াছেন। আবার স্বদেশ-সেবক যখন তার সর্ব্ববিধ চিন্তা-চেষ্টার পশ্চাতে স্বদেশের হিতকেই নিয়ত লক্ষ্য করিতে থাকেন, তখনও বলা যাইতে পারে যে, তিনি একতত্ত্বাভ্যাসে প্রযত্নশীল রহিয়াছেন। আমি যে বলিয়াছিলাম, বহু কল্যাণচিন্তার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দি-দশায় বাস করা শত গুণে শ্রেয়ঃ তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে এক-তত্ত্বাভ্যাসেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত—যেমন, স্তোত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বর-বিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে, পরন্তু ঐ স্তোত্রমধ্যস্থ যে কোনও একটীমাত্র ঈশ্বরবাচক শব্দ জপ করিলে চিত্তের সেই বিচরণ-প্রবনতা প্রশমিত হয় এবং একাগ্র অবস্থা জন্মে।

লক্ষ লক্ষ সচ্চিন্তায় কল্যাণ যে বাড়ে না, তাহা নহে, কিন্তু একটীমাত্র সচ্চিন্তায় একনিষ্ঠ থাকিতে পারিলে তাহা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক কল্যাণ প্রসূত হয়। স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা চিত্তের অতি-বিচরণশীলতা, নিরন্তর-বিচরণশীলতা এবং সদসৎ সর্ব্ববিষয়ে বিচরণশীলতা প্রশমিত হইয়া যায়, ফলে শুধু ঈশ্বর-বিষয়ক বিচরণশীলতাই থাকে। আজ নারী-রক্ষা সমিতির প্রচারক সাজিয়া, কাল তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া, পরশ্ব উত্তরবঙ্গ-জলপ্লাবনের স্বেচ্ছাসেবক হইয়া, তার পরের দিন হিন্দি-প্রচারিণী-সভার কর্ম্মিত্ব গ্রহণ করিয়াও এই লাভ হয় যে, যে-দেহ এবং যে-মন নিয়ত নিজের, সমাজের, দেশের ও জগতের শুভ ও অশুভ দুইই করিতে পারিত, তাহা অশুভ চেষ্টার সম্ভাবনাগুলি হইতে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক দুই সহস্র শব্দ যে ব্যক্তি স্তোত্রাকারে একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি ঐ সকল শব্দের মধ্যে যে কোনও একটীমাত্রকে বাছিয়া লইয়া দুই সহস্র বার জপ করিলে অধিকতর শক্তি ও প্রেম লাভ করিতে পারিতেন। যে ব্যক্তি নারীরক্ষায় এক বৎসর, তীর্থসংস্কারে এক বৎসর, প্লাবন পীড়নে এক বৎসর এবং হিন্দিপ্রচারে এক বৎসর করিয়া সুকঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যদি ঐ সকলের মধ্য হইতে যে-কোনও একটীমাত্র বাছিয়া লইয়া অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় পরিশ্রম করিতেন, তবে তিনি দেশের প্রকৃত দুঃস্থতা সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান ও তৎপ্রতীকারে অধিকতর সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন। তবে, বহুবিধ ভোজ্য-পানীয়ের আস্বাদন পাইবার পূর্ব্বে যেমন স্থির করা যায় না, কোন্‌টী

আমার রসনার প্রিয়তম হইবে, ঠিক্ তেমনি ঈশ্বর-বিষয়ক বহুবিধ শব্দের রসাস্বাদন পাইবার পূর্ব্বে কোনও একটীকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাছিয়া লওয়া খুব শক্ত কথা। দেশকল্যাণ কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ একই কথা। কোন্ কাজে প্রাণ কতটুকু সাড়া দেয়, কোন্ কাজে দেশের নাড়ীর সহিত আমার নাড়ীর যোগ একেবারে গূঢ়তম ভাবে সাধিত হয়, তাহা বক্তৃতা শুনিয়া বা বিচার বিতর্ক করিয়া বুঝা যায় না—বুঝা যায় শুধু কাজ করিয়া। কাজ করিতে গিয়াই ধরা পড়ে, এই কাজ আমাকে মানাইবে কিনা। তাই, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরও প্রথম কয়দিন শুধু কাজ চাখিয়া যাইতে হয়। সাধারণ সাধক যখন সারাজীবন শুধু চাখিয়া চাখিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়, শ্রেষ্ঠ সাধক তখন দুই দশটি চাখিয়াই হঠাৎ একদিন একটা লইয়া একেবারে মজিয়া যায়।—ইহাই একতত্ত্বাভ্যাস।

তোমার বিবাহিত জীবনটাকেও এই একতত্ত্বাভ্যাসের গণ্ডীতে আনিয়া ফেলিতে হইবে। কিজন্য বিবাহ করিয়াছ, সেই উদ্দেশ্যটী সম্বন্ধে দীর্ঘকাল নানা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছ এবং সেই সকল অসদৃশ ধারণার আলোকে দাম্পত্য জীবনটাকে দেখিয়াছ, সেই সকল ধারণার অনুকূলে তাহার নানা আস্বাদনও করিয়াছ। সুতরাং একটীমাত্র বিশিষ্ট তত্ত্বের দিক্ হইতে বিবাহ ব্যাপারটীকে দেখিবার ও বুঝিবার দিনটা আজ একান্তই আসিয়া পড়িয়াছে। বিবাহিত জীবনটাকে কোন্‌দিক্ হইতে নিঃশেষে গ্রহণ করিবে, ইন্দ্রিয়-সেবার দিক্ হইতে, সৃষ্টি-রক্ষার দিক্

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইতে, শ্রমবিভাগের দিক্ হইতে, স্বদেশ-সেবার দিক্ হইতে অথবা ভগবৎ-সাধনার দিক্ হইতে—ইহাদের কোন্ দিক্ হইতে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহা আজই তোমাকে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আজ তোমাকে সেই বিষয়ে একটু ভাবাইতে চাই।

* * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

নিত্যকল্যাণকলিতেষু ঃ—

* * * ইন্দ্রিয়সেবার দিক্ হইতেও যদি কেহ বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলেও তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত উপায় নাই। কারণ, ভগবান্ জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে এমন করিয়া গড়েন নাই যে, শত উপভোগের পরেও তাহারা সকল শক্তি-সামর্থ লইয়া নিত্য যৌবনবন্ত রহিতে পারে। নিয়ত আসক্তির বস্তুতে প্রসক্ত রহিয়া তাহারা দিনের পর দিন শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্যই হইয়া পড়ে। তবে যদি জড় ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চার সমান্তরালে চৈতন্যময় অজড় নিত্য ইন্দ্রিয়ের প্রস্ফুটন শ্রীভগবৎ-কৃপায় হইয়া যায়, তবে তাহা পৃথক কথা। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, ভোগ যখন নিত্যত্ব পায়, তখন

তাহা দেহেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে রাধা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য জানিয়া নিয়ত নিত্যসম্ভোগরসের আস্বাদন করিয়া নিজ জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে যেদিন তাঁহার সমর্থা রতি ধাবিত হইল, সেই দিন কোথায় রহিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া আর কোথায় রহিল মায়ামুগ্ধ জীবের নিয়ত চঞ্চল ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তি! চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈও একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার প্রেম আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার স্বামী, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রভু। সংসারের সবকিছু তাঁহার নিকট তুচ্ছ, যদি একবার 'নন্দলালার' চরণে তাঁহার আশ্রয় মিলে। মেবারের রাজৈশ্বর্য্য তাঁহাকে লুব্ধ করিতে পারিল না, সংসারের প্রেম তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, দুই দিনের সুখের আকর্ষণ, দুই দিনের তৃপ্তির প্রলোভন তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না, 'রনছোড়' (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে যে প্রেমের অতি সূক্ষ্ম ডোরে বাঁধিয়া নিয়ত নিজের দিকে টানিয়া নিতেছেন, সেই প্রেমই সর্ব্বজয়ী হইল। নিত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মীরার যে নিত্য-সম্ভোগের আহ্বান আসিয়াছে, তাহার কাছে ঐহিক সম্ভোগ তুচ্ছ হইয়া যায়, অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মীরা যৌবনসুলভ রক্তমাংসের গুঞ্জনে ভুলিলেন না, বংশীবদনের বাঁশের বাঁশী তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, ঘরকে বাহির করিল, বাহিরকে ঘর করিল, অনিত্য সুখ ভুলাইল, নিত্যসুখে মজাইল। এই নিত্য সম্ভোগে জড় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু ব্যবহার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নাই। তাই, ইহাতে জড়েন্দ্রিয়ের জড়তা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে, প্রসন্নতা প্রবর্দ্ধিত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বা মীরাবাঈ-এর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দৈহিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নাই, তাঁহাদের প্রাণময় কৃষ্ণ প্রাণের ইন্দ্রিয়ে প্রাণকে সম্ভোগ করিতেছেন। পরন্তু, তান্ত্রিক কুলাচারী এবং বৈষ্ণব শৃঙ্গার-সাধক, পার্থিব মৈথুনকে অগ্রাহ্য করেন নাই, ইহার প্রয়োজনীয়তাকে লৌকিক জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই, পরন্তু যাহা জীবনের পক্ষে পরম-কালকূট, তাহাকেই তপঃসাধন-প্রভাবে নিত্যামৃতে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মৈথুনকে তাঁহারা অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু মৈথুনের জন্য মৈথুন, সুখের জন্য সুখ, উপভোগের জন্য উপভোগকে তাঁহারা শতমুখে নিন্দা করিয়াছেন। কি শ্বাস, কি প্রশ্বাস, কি হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি যাবতীয় শারীর চেষ্টাকে একমাত্র শক্তিপূজার বা কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষার অনুগত রাখিয়া তাঁহারা মৈথুনশীল হইয়াছেন। প্রকৃতই যেখানে কুলাচারী তান্ত্রিক-সাধক শক্তিপূজার প্রেরণাকে এবং বৈষ্ণব শৃঙ্গার-সাধক কৃষ্ণসেবার আকুলতাকে দেহমনে মাখিয়া লইতে অকপটে যত্ন পাইয়াছেন, সেখানে এই দেহেন্দ্রিয়ের চেষ্টার সমান্তরালেই বিদেহী ইন্দ্রিয়গুলির স্ফূর্ত্তি অজ্ঞাতসারে হইয়া গিয়াছে এবং ভগবৎ-সেবার জন্য জড়ীয় মৈথুন যাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহারই পক্ষে অন্তিমে ইহা অনাবশ্যক ও নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ইঁহারা

ইন্দ্রিয়সুখপ্রার্থী নহেন, নিত্যসুখ-প্রার্থী। ইন্দ্রিয়-সুখের মধ্য দিয়া নিত্যসুখকে পাইবেন আশা করিয়া ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন ছিল সেই নিত্যসুখের ধ্যানে। তাই, সহসা একদিন ইন্দ্রিয় সুখের রুচি কোথায় পলাইয়া গেল, দেহের চর্চ্চা স্তব্ধ হইল, শ্রীভগবান্ নরনারীর উভয়ের হৃদয়ের সিংহাসন আলোকিত করিয়া আসিয়া বসিলেন।

*   *   *

ইন্দ্রিয়সুখের দিক্ হইতে বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ করিতে গেলে বিবাহিত জীবনে শান্তির আশা কোথায়? কারণ, সীমাবদ্ধ দেহ দিয়া কে কবে কাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিয়াছে? বিলাস-ব্যাকুলা নারীর ভোগপ্রার্থনার পূর্ণ তৃপ্তি কবে কোন্ পুরুষ দিতে সমর্থ হইয়াছে? আবার কামাতুর পুরুষের অফুরন্ত বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে কবে কোন্ নারী পারিয়াছে? এই যে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের বাসনা-পূরণের অক্ষমতা, ইহাই ইন্দ্রিয়চারী দম্পতির সকল দুঃখের মূল, ইহাই কামুক সংসারীর সকল অশান্তির আকর। কারণ, কামুক নরনারীরা কতকটা মনের অজ্ঞাতসারেই কর্ম্ম-পরায়ণতার সমর্থন করে।

সুতরাং উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্যের দিক্ হইতে বিবাহিত জীবনকে দেখিতে হইবে। নিম্নাধিকারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের সাথে সাথে কদাচিৎ ইন্দ্রিয়স্পৃহা প্রবল হইতেও বা পারে, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ভগবৎ-সাধনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ধীরে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ধীরে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যটীর পদতলে আসিয়া নত হইয়া পড়িবেই।

*　　*　　*　　*

সরল কথায় বুঝাইতে চাহিয়া আমরা সন্তান-জনন বা সৃষ্টিরক্ষাকে বিবাহের একটী প্রশস্য উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। কিন্তু এই সৃষ্টিরক্ষার কথাটার পশ্চাতে আরও গূঢ় একটা বড় কথা সযত্নে প্রায় প্রচ্ছন্নই থাকিয়া যায়। সেই কথাটী হইতেছে, স্বামিপত্নীর একীকরণ।—দার্শনিকেরা প্রকৃতি ও পুরুষের কথা কহিয়া থাকেন। এই প্রকৃতি এবং পুরুষে ভেদ নাই, দ্বৈত নাই, পার্থক্য নাই, উভয়ে মিলিয়া এক, এই একত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ। প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে মায়া নামক আবরণী শক্তি বিদ্যমান রহিয়া উভয়ে ভেদের প্রতীতি জন্মাইতেছে। বৈরাগ্য-বলে এই মায়ার আবরণকে ছেদ কর, তখন দেখিবে, পুরুষ এবং প্রকৃতি এক, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এক। অনিত্য-বস্তুতে আসক্তিহেতু এই অভেদতত্ত্ব, এই অদ্বৈততত্ত্ব তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, পরন্তু তীব্র সাধন-সঞ্জাত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য-প্রভাবে বৃথা আসক্তি-রূপ চখের ঠুলি খসিয়া পড়িলে সোঽহং, দেখিতে পাইবে,—তত্ত্বমসি, আমি ব্রহ্ম,—

তোমাতে আমাতে ভেদ কৈ?
যখন স্ববশে থাকি
　　দেখি না ত' আমা বই।
নিজে গাহি নিজে শুনি,

নিজেরি মধুর বাণী,
নিজেরি রূপের খনি
　　নিজে দেখে খুসী হই।
কিবা দিবা বিভাবরী
নিজেরি সাধনা করি,
কুসুম আকার ধরি'
　　নিজ পায়ে প'ড়ে রই।
ভকত কি ভগবান্
সকলি দেখি সমান
তোমারে স্মরণ করি'
　　আমারি স্মরণ লই।

স্বামী এবং পত্নীর ঘনিষ্ঠতম জীবনে ইহারা দুইজন ছাড়া আর কেহ নাই, বিশ্বজগৎ তখন নির্লিপ্ত বা অস্তিত্বহীন। এই চরাচর বিশ্বে স্বামী এবং পত্নীই তখন একমাত্র অস্তিত্বশীলতার সাক্ষ্য। কিন্তু উভয়ের মধ্যে দ্বৈতভাব রহিয়াছে। কখনও একে অন্যকে নিজের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া উভয়ে মিলিয়া এক হইতে চায়, কখনও একে নিজেকে অন্যের মধ্যে সমর্পণ করিয়া উভয়ে মিলিয়া একটী অভেদ সত্তায় পরিণত হইতে চায়। অভেদ সত্তার আনন্দকে নিবিড় করিবার জন্য কখনও ইহারা দ্বৈতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আবার দ্বৈতের রসমাধুর্য্যকে বর্দ্ধিত করিবার জন্যই ইহারা কখনও অদ্বৈতে আত্মহারা হয়। দ্বৈতে স্বামী স্ত্রীর সুষমামণ্ডিত মুখখানা দেখে, স্ত্রী স্বামীর

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পৌরুষ-ব্যঞ্জক মুখখানা দেখে, আর অদ্বৈতে স্বামী স্ত্রীর মুখে নিজের মুখই দেখে, স্ত্রী স্বামীর মুখে নিজের মুখই দর্শন করে। এই অদ্বৈত অভিসারের পথে কখনও নারী নিজেতে পুরুষাভিমান করে, পুরুষ নিজেতে নারী-অভিমান করে। এইরূপ নানা লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া স্বামি-পত্নী উভয়ের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সন্তানজননের গূঢ় মর্ম্মার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ। উভয়ের একত্ব, অভেদত্ব যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হইল কি না হইল, তাহা দেখিবার প্রয়োজন পড়ে না। সন্তানজনন কথাটা নিতান্তই বাহিরের কথা মাত্র। বাস্তবিক, অন্তরের প্রয়োজনটা হইতেছে দ্বৈত-জীবনে অদ্বৈতবোধের, অদ্বৈতানুভূতির ও অদ্বৈত সাধনার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। অন্তরের এই ব্যাকুল প্রয়োজনই যদি মিটিয়া গেল, বাহিরের খোসারূপ সন্তানজনন ব্যাপারটার ধার আর ধারিবার কোন্ গরজ পড়িয়াছে? পরন্তু অন্তরের প্রয়োজন যাহাদের মিটে নাই, কয়েক কুড়ি সন্তান-সন্ততির জন্মদান করিয়াও তাহারা সৃষ্টিময়ের আনন্দ মন্দিরের বহিরঙ্গনের রৌদ্রতপ্ত ধূলাতেই শুধু গড়াইতে থাকে, অন্তঃপুরের নিভৃত নিকেতনের শান্তিশীতল স্নিগ্ধচন্দনচ্ছায়ায় বিশ্রাম তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

স্বামি-পত্নীর অন্তরে বাহিরে একত্ব-প্রতিষ্ঠার যে অপূর্ব্ব প্রেরণা, তাহাই সন্তানজননের মূল কারণ। স্বামী নিজেকে সম্যগ্‌রূপে পত্নীকে দিয়া ফেলিতে চাহেন, পত্নী স্বামীকে

সর্ব্বতোভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু দৈহিক প্রক্রিয়ায় যে একীকরণের চেষ্টা, তাহা ত' জড়জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাই, স্বামী নিজের অস্তিত্ব লোপ করিবার সঙ্কল্প করিলেও সমগ্র দেহ লুপ্ত হয় না, লুপ্ত হয় সামান্য একটু অংশ মাত্র। আর স্ত্রীও স্বামীকে তাহার সমগ্র অস্তিত্বেই গ্রহণ করিতে চাহিলেও, গ্রহণ করিতে পারেন শুধু ঐ সামান্য অংশটুকুই। কিন্তু কৈ, ইহাতে ত' পূর্ণ একীকরণ হইল না! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু স্বামী ও পত্নী যে দুইটী পৃথক্ সত্তা ছিলেন, তাহাই ত' রহিয়া গেলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের সম্যক্ একত্বসম্পাদনে দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে না, আংশিকভাবেই মাত্র শুধু সফল হয়। 'ইনজেক্‌শান' দিলে যেমন রোগীর দেহে ঔষধের গুণ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, পারস্পরিক একীকরণের দৈহিক চেষ্টাতেও তেমনি আহিত শুক্র-ধাতু স্ত্রীশরীরে গিয়া নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। এই শুক্র-ধাতু স্ত্রীজরায়ুতে দীর্ঘ দশমাস দশদিন অবস্থান করিয়া স্ত্রীদেহকে স্বামী-দেহের সগুণতা দান করে কিন্তু বীর্য্য-বিন্দুর ক্রিয়াই স্ত্রীর মনের সহিত স্বামীর মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আরও এক বড় কথা এই যে, দৈহিক মিলনে স্বামীদেহে স্ত্রীদেহের সার সমাগত হয় না; এই জন্য এই মিলন স্বামীদেহকে স্ত্রীদেহানুরূপ সগুণতা দান করিবার কোনও সামর্থ্যই রাখে না। এই জন্যই উভয়ের যথার্থ একীকরণের জন্য দেহ-সম্বন্ধ-

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বর্জ্জিত "শক্তিসাম্য" অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়া সমূহ অভ্যাসের আবশ্যকীয়তা আছে।

*　　*　　*　　*

কিন্তু এই সকল গূঢ় কথায় প্রবেশ না করিয়া, সাধারণ ভাবে যদি বংশরক্ষাকেই বিবাহিত-জীবন গ্রহণের প্রয়োজন বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তোমাকে জানিতে হইবে যে, যাকে তাকে দিয়া বংশরক্ষা হয় না। বংশরক্ষক সন্তান পিতা-মাতার তপস্যার বীর্য্যে জন্মলাভ করেন। যে রজোবীর্য্য তপঃসাধনায় বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেই বিশুদ্ধ মানুষ জন্মে, কুলোজ্জ্বলকারী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অপর সন্তানদিগকে নির্ব্বংশকারী বলিয়া মনে করিতে হইবে। আজ তুমি এবং আমার স্নেহের মা পরস্পর পরস্পরকে সাত্ত্বিকভাবে ভাল-বাসিবার যোগ্য হও এবং উভয়ে ব্রতচারী হইয়া একই প্রকারের মনোভাব লইয়া দেহমনকে তদনুরূপ গঠন করিতে থাক এবং তদুপযোগী চিন্তারত ও চেষ্টা-পরায়ণ হও।

শ্রীভগবান্ তোমাদের কুশল করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

চন্দ্রকান্ত ঘোষ রোড,
কলিকাতা, পৌষ, ১৩৩৩

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,

তোমাকে এবং কল্যাণীয়া মা-কে আমি এমন একটী কল্যাণকর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিতে চাই, যেন তোমাদের লোককলাণী বুদ্ধি দিনের পর দিন প্রসন্ন ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে।

এখনও দেশের অধিকাংশ মানব-মানবীর মনে এক মিথ্যা ধারণা রহিয়াছে যে, নারীরা সমাজের কাজে কেউ না। এই ধারণাটীকে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমতী মাকে তুমি সেভাবে শিক্ষা দিতে থাক এবং বিবাহিত জীবনের ভাল মন্দ সকল দিকে স্বাধীন ভাবে তাহাকে চিন্তা করিতে শিখাও। তোমাকে আজ তাঁহার প্রথপ্রদর্শকের স্থান লইতে হইবে। তাঁহার আত্মচৈতন্যের প্রস্ফুরণের জন্য তোমাকেই শ্রম করিতে হইবে, তোমাকেই বিদ্যা দান করিতে হইবে, তোমাকেই চেষ্টা যত্ন করিয়া তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বতোমুখ বিকাশের ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত নারীদের পক্ষে বিবাহের পূর্ব্বেই উপযুক্ত সুশিক্ষার সুব্যবস্থা না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত বহুচীৎকারপ্রিয় জন-নেতাদের দৃষ্টি ঘরের অন্ধকার দূর করিবার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দিকে ধাবিত না হইতেছে এবং পুরুষের বুকের অস্থিস্বরূপা যে নারী, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উৎকর্ষের প্রয়োজনকে নারীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলে যতদিন না অনুভব করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের ন্যায় উন্নতিলিপ্সু বিবাহিত যুবকদের পক্ষে স্ত্রীদিগকে নিজেদের যথার্থ সঙ্গিনী করিয়া লইবার চেষ্টা অনেকাংশে বিফলতাও পাইতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" চেষ্টাপথে বিফলতার শঙ্কা যতই থাকুক না কেন, কুছ পরওয়া নহি,—সকল শঙ্কাকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ, যাইবার সময়ে পৃথিবী কম্পিত করিয়া দিয়া যাইতে হইবে, দুনিয়া তোলপাড় করিয়া দিতে হইবে,—প্রতি মুহূর্ত্তে যমের মুখে মাথা বাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে,—এমন কঠিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা। তোমরাই যদি বিফলতার শঙ্কা কর, তবে সফলতার আশা করিবে কি ঐ জরাজর্জ্জর মরণভয়কাতর শ্মশানপন্থী দুর্ব্বলচেতা বৃদ্ধ? উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে, একেবারে আদাজল খাইয়া, একেবারে মরিয়া হইয়া। অপরিসীম উৎসাহের শক্তিতে সকল বাধাবিঘ্নকে ফুৎকারে উড়াইয়া লইয়া যাও। সমাজ-সেবায় তোমার সহ-ধর্ম্মিণীকে তোমার সঙ্গে লইতে হইবে, তাঁকে তোমার সাথে সমান পায়ে পথ চলিবার জন্য যোগ্যা করিয়া লইতে হইবে। তাঁর মনে যদি দ্বিধা, সঙ্কোচ, সংশয়, আত্ম-অবিশ্বাস থাকে, তবে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে।

তোমার আত্মীয়-পরিজনরা যদি তোমার সহধর্ম্মিণীর পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাধা হন, তবে সেই বাধার প্রতি দৃক্পাতহীন হইয়াই তোমাকে বজ্রে বুক বাঁধিয়া চলিতে হইবে। ভারতে আজ শিব জাগিয়াছেন, কিন্তু শক্তি কৈ? ভারতবাসীর আজ কল্যাণলাভের প্রার্থনা জাগিয়াছে কিন্তু সেই প্রার্থনাকে পূর্ণ করিবার বাহুবল কৈ? বাহিরের জগতে ভারতের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তুলনার আলোকে সে ধীরে ধীরে নিজ অবস্থা কিছু কিছু করিয়া বুঝিতেছে কিন্তু তার ঘর গুছাইবার জন্য যে আত্মস্থা স্থিতিশীলা মহাশক্তির আবশ্যক, তাঁর যে আর মোহ-মদিরার নেশায় ঢুলিতে থাকিলে চলিবে না। মাকে জাগাও, মাকে তোল, মাকে আত্মপরিচয় লইতে দাও। চীৎকারপন্থী আন্দোলনকারীদের কাজ ইহা নহে, ইহা তোমাদেরই কাজ, যাহাদের প্রাগ্‌বৈবাহিক ব্রহ্মচর্য্য দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য এবং যাহাদের বিবাহিত বদ্ধ জীবনও দেশ ও জাতিরই মঙ্গলের উদ্বোধনার্থে। তোমরা গৃহে গৃহে নীরবে বসিয়া যে কাজটুকু করিবে, তাহার সালঙ্কৃত বিবরণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে ঘোষিত হইবে না কিন্তু তোমাদের চেষ্টার ফল দেশের স্থায়ী কল্যাণকে জাগ্রত করিবে, তোমাদের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের বংশানুক্রমিক সাধনা ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাকে পুষ্ট ও সৌষ্ঠবযুক্ত করিতে থাকিবে। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ের কর্ম্মীরা অধিকাংশেই কর্ম্মফলের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন, অনেকের কর্ম্মোৎসাহ এমন উদ্যত যে, দীর্ঘকাল অপেক্ষা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিয়া কাজ করিবার ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন। আমি ইহাদিগকে গালি দেই না, আমি ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে চাহি না। এমন কাজ আছে, এমন কাজ থাকিতে পারে, যাহাতে কর্ম্মীর পক্ষে দীর্ঘসহিষ্ণুতা সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। কিন্তু ওটা গোড়ার কাজ নয়, আগার কাজ। গোড়ার কাজ যাঁহারা করিবেন, ধৈর্য্য ছাড়া তাঁহাদের গতি নাই। নাম হয়ত হইবে না, যশ হয়ত মিলিবে না, দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে না কিন্তু এসব সত্ত্বেও একদল ধীরপন্থী বীর-কর্ম্মীকে নিঃশব্দপাদসঞ্চারে কর্ত্তব্যের গহনপথ সকলের অজ্ঞাতসারে যুগের পর যুগ শতাব্দের পর শতাব্দ অতিবাহন করিয়া যাইতে হইবে। যে উদ্যম মরে না, সেই উদ্যম লইয়া, যে উৎসাহ কিছুতেই ক্ষীণস্রোতা হয় না, সেই উৎসাহ লইয়া, যে আত্মবিশ্বাস কখনও নিষ্প্রভ হয় না, সেই বিশ্বাসের স্নিগ্ধ তীব্রতা লইয়া পথ চলিতে হইবে। উচ্চরোলে শ্রীভগবানের নামের জয়ধ্বনি করিবার লোক ত' সকল যুগেই ঢের মিলিয়াছে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে যে তাঁর নামগুঞ্জন শুনিতে পায়, সে ত' দুর্ল্লভ বস্তু! তোমরা সেই দুর্ল্লভ বস্তুটী হও। বাহিরে শান্ত গৃহী থাকিয়াও ভিতরে তোমরা অনন্ত মুক্তির আনন্দাস্বাদবিভোর সন্ন্যাসী হও।

যুবক গৃহীর, নববিবাহিত গৃহীর আজ যে দায়িত্বের পরিমাণ কতখানি, সে দায়িত্বের ব্যাপকতা যে কতদূর, তাহা আমি মুখের ভাষায় আর তোমাকে কত বুঝাইতে পারিব?

আমি বিশ্বাস করি, স্থিরচিত্তে ভগবৎ-সাধনার ফলে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিবে এবং বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। সবখানি বুঝিবার আগেই চিত্তচমৎকার লাগিয়া যাইবে। সামান্য কিছু বুঝিতে না বুঝিতেই অপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণা তোমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে। ধীরপ্রযত্নে ভগবৎ-পরায়ণ হও, ভগবান্ তাঁর নিজ চক্ষুর জ্যোতি তোমার চক্ষে মাখিয়া দিবেন। তোমার বন্ধুরা বলিতেছেন বটে,—"ভগবান্ ভগবান্ করিয়া দেশ রসাতলে গেল" কিন্তু একবার পরখ লইয়া দেখ, বন্ধুদের কথা সত্য কি না। দেশ কি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই অতলে ডুবিয়াছে, না, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া মৃত্যু-মথিত হইতেছে? শয়তানি মদের বোতলে ভগবানের নামের মার্কা দিয়া চালাইয়াই কি দেশ দুঃখ দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে নাই? কেন তোমরা মিথ্যা মার্কায় ভুলিলে? কেন তোমরা চক্ষে ঠুলী দিয়া বসিয়া রহিলে? কেন তোমরা সত্যমিথ্যার যাচাই না করিয়া ব্যবসাদারী দালালের স্বার্থপ্রণোদিত বক্তৃতায় ভুলিলে? নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় নিজেদের দুর্ভাগ্য ক্রয় করিয়াছ, নিজেদের মূঢ়তায় পায়ের বেড়ী রচনা করিয়াছ,—এ দোষ কি ভগবানের? তোমার বন্ধুরা কথায় কথায় ভগবান্ গোবেচারীকে আনিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দেন, নাক-কাণ মলিয়া তাঁকে নাস্তানাবুদ করিয়া দেন কিন্তু দুই একবার আসামীর কাঠগড়ায় তাঁরা নিজেরা কি যাইয়া দাঁড়াইতে পারেন না? আত্মপরীক্ষার কি সময় আজও আসে নাই? ভগবানকে কিছুকালের জন্য আমাদের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কর্কশ গালাগালি শুনাইবার অবৈতনিক চাকুরী হইতে ছুটি দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে বর্ষিত গালিমন্দ একবার নিজেদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া তারপর শুনিয়া দেখিলে হয় না কি, যে কথাগুলি সত্যের মত ঠেকে কি না?

আমি বলি,—বন্ধুরা যাহা বলিবার বলুন। স্বাধীন মত প্রচারের অধিকার জগতের প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু তুমি তোমার কাজে ভগবানকেই নেতা করিয়া লও। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর প্রত্যক্ষ স্পর্শকে অনুভূতিতে না পাইতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর ভুবনমঙ্গল মহানামকে প্রতি কার্য্যের সাক্ষী রাখিয়া চল। তাঁর নামের মধ্য দিয়া যে স্থিরাপ্রজ্ঞার উদ্ভব হইবে, তাহাকে তোমার সকল কর্ম্মের যন্ত্রনিয়ামিকা কর। তাঁর নামের মধ্য দিয়া যে সহিষ্ণু ধীরতার উন্মেষ হইবে, তাহাকে তোমার যাবতীয় চেষ্টার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দাও। ভগবান্‌কে মনে ও প্রাণে পাইবার চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমরা স্বামী ও পত্নী একীভূত হও এবং দুইটী দেহ, দুইটী মন, দুইটী হৃদয়, দুইটী আত্মা ও দুইটী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অভেদত্ব সৃষ্টি করিয়া লও। তোমার বন্ধুরা যাহাই বলুন, তোমাতে এবং তোমার সহধর্ম্মিণীতে সর্ব্বাঙ্গীণ একত্ব সম্পাদন করিতে একমাত্র ভগবানই পারিবেন, অন্যে পারিবে না।

তুমি পুরুষ। দৃঢ়তা, সাহস, বলকৌশল-প্রয়োগনিপুণতা, কর্ম্মিষ্ঠতা ও সর্ব্বসাধারণের সকল কর্ম্মে যোগদানের অভ্যাস তোমার স্বাভাবিক। তোমার সহধর্ম্মিণী নারী। আত্ম-বিলোপ,

আত্মগোপনতা, আত্মোৎসর্গ, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ-পরায়ণতা এ সকল তাঁহার স্বাভাবিক। সমাজ-পরিবন্ধন ও নৈসর্গিক নিয়ম এজন্য দায়ী। নৈসর্গিক নিয়ম সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের ভেদকে দূর করিয়া দিবে, এমন আশা বা আশঙ্কা বোধ হয় নিতান্ত বাতুলেও করিবে না। আর সমাজ-বন্ধনের আটা-আটি যতই-শিথিল হউক না কেন, স্ত্রীপুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে বা কর্ত্তব্যক্ষেত্রে পরস্পরের মত বা পরস্পরের সমান হইয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনাও দেখি না। নারীতে ও পুরুষে পার্থক্য থাকিবেই, ইহা একটা চিরন্তন নিয়ম। যতদিন মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই নারী এক জাতি এবং পুরুষ আর এক জাতি। ব্রাহ্মণ এক জাতি আর অব্রাহ্মণ এক জাতি, হিন্দু এক জাতি আর অহিন্দু এক জাতি, সাদারা এক জাতি আর কালারা আর এক জাতি, এসব কথা আমার কাছে প্রলাপোক্তি মনে হয়। আমি শুধু দুইটী জাতিই দেখি, একটা মায়ের জাতি, অপরটী জনকের জাতি। জনকের জাতি দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, অধ্যবসায়পরায়ণ, সংগ্রামকুশল; জননীর জাতি সরলা, স্নেহশীলা, করুণা-কোমলা, আনন্দময়ী। একজন রুদ্র, একজন শান্ত, একজনের জীবনে ভাঙ্গিবার ঝোঁক প্রবল, অপরের জীবনে গড়িবার ঝোঁক প্রবল। একজন ধ্বংসের নেশায় তাণ্ডব নৃত্য করে দায়িত্ববোধের ধার না ধারিয়া, আর একজন উন্মাদ-তাড়িত রুদ্রের সকল কোপকে গ্রহণ করে দশমাস দশদিনের কঠোর কষ্ট ও সন্তানপ্রসবের নিদারুণ যন্ত্রণাকে তৃণবৎ তুচ্ছ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিয়া। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অতীব সুস্পষ্ট। কিন্তু নারী যখন বিবাহ বন্ধনকে স্বীকার করে, তখন সে অপর সকল পুরুষ হইতে পৃথক্ থাকিলেও নিজ স্বামীর সহিত এক হইবার পথ পায়। পুরুষ যখন উদ্দাম স্বাধীনতাকে বলি দিয়া দার পরিগ্রহ করে, তখন সে অপর নারী হইতে পৃথক্ থাকিলেও নিজ পত্নীর সহিত এক হইবার পথ পায়। সন্তানের মধ্য দিয়া ইহারা এক হইল, ইহা অত্যন্ত স্থূল কথা। সন্তানের মধ্য দিয়া যে একত্ব, তাহা অতি মধুর হইলেও ইহা পরম একত্ব নহে। ইহার পরেও বিশালতর এক অভেদ-ভাব আছে, যাহা দম্পতীর পক্ষে লভ্য হইতে পারে। সেই একত্ব আসিবে ভগবানের নামের মধ্য দিয়া। যত সূক্ষ্মতর প্রণালী-যোগে ভগবানের নামসাধনা হইবে, এ একতা তত সূক্ষ্মতর হইবে। ভগবানের নামের মধ্য দিয়া স্বামিপত্নীর যে একত্ব-লাভ, তাহাই পরিপূর্ণ একত্ব, ইহার সহিত অন্য কোনও প্রকার উপায় দ্বারা লব্ধ একত্বের তুলনা হইতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠানে একসাথে যোগ দিয়া পরস্পরের মধ্যে একত্ব লাভ করেন, সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ দু একটী সুদৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। স্বামী ও স্ত্রী ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, রাষ্ট্র, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা চর্চ্চা করিয়া পরস্পরের মধ্যে গভীরতর অনুরাগ লাভ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বোধহয় একেবারে বিরল হইবে না। কিন্তু এই মিলন অসম্পূর্ণ। মিলন সম্পূর্ণ হইবে তখন, যখন উভয়ের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দৈহিক ভেদসত্তা ব্যতীত অপর কোনও ভেদসত্তা থাকিবে না। কিন্তু এ অপূর্ব্ব মিলন ভগবৎ-সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। ভগবৎসাধনাই একজনের গুণকে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করিতে পারে, শুধু সঙ্গই যথেষ্ট নহে। খুঁজিলে এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না যে, যাহাদের পারস্পরিক দীর্ঘকালীন সঙ্গ একের গুণের প্রতি অপরকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, একের সৎভাবকে অপরের মধ্যে আবিষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই, সেইখানেও উভয়ের সম্মিলিত ভগবৎ-সাধনা দুই চারিমাসের মধ্যে অপূর্ব্ব মনোমিলন ঘটাইয়াছে। উভয়ের রক্তমাংসের সম্মিলিত মূর্ত্তিরূপে বহু সন্তানসন্ততি পাইয়াও যাহাদের মনোমালিন্য ঘুচে নাই, তাহারাও ভগবৎ-সাধনার মধ্য দিয়া অল্প সময়ে, একে অন্যের প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট, নূতন করিয়া প্রীতিবন্ত, নূতন করিয়া অনুরাগশীল ও স্নেহপরায়ণ হইয়াছে। কেনই বা না হইবে? ভগবানের নাম অসৎপ্রবৃত্তির নিরোধক, সদ্‌বুদ্ধির প্রণোদক। ভগবানের নামকে আশ্রয় করিয়া যাহারা চলে, তাহারা ধীরে ধীরে আত্মদোষে সজাগ ও পরদোষে উদাসীন হইতে থাকে। ভগবানের নাম আত্মসুখে উপেক্ষাশীল ও পরসুখ-সম্পাদনে চেষ্টা-পরায়ণ করে। ভগবানের নাম পর-গুণানুকারী ও নিজেদোষ-পরিহারী করে। ফলে ভগবানের নামের মধ্য দিয়া স্বামী ও স্ত্রী যখন এক হইতে চেষ্টা করেন, তখন পুরুষের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম্মিষ্ঠতা নারীর মধ্যে আসে, নারীর আত্মোৎসর্গ, নিষ্কামতা, সরলতা,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কোমলতা, পুরুষের মধ্যে আসে। ভগবানের নামের মধ্য দিয়া যে মিলন, তাহাতে নারী ভুলিয়া যায় যে, সে অবলা, সে সর্ব্বকর্ম্মে অক্ষমা, সে চির-দুর্ভাগিনী দুঃখপীড়িতা, নির্য্যাতন-ক্লিষ্টা মানবরূপিণী ভার-বাহিনী পশু, পুরুষ ভুলিয়া যায় যে, সে পতিত্বের সিংহাসনে মৌরসীপাট্টাভোগী অত্যাচারপটু অবিচারী স্বার্থসর্ব্বস্ব বল-দর্পিত জলদস্যু। পুরুষ তখন নারীকে নিজ-বাহুবলপরাজিত বন্দিনী না জানিয়া জীবন-সাধনার পরম-সঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করে, নারী তখন তাহার পুরুষপ্রভুটীকে ভয়ে ভয়ে সেবা না করিয়া তাহার সর্ব্বকর্ম্মে পূর্ণসিদ্ধি আনয়নের জন্য নিজের প্রাণ স্বেচ্ছায় বলি দিতে প্রস্তুত হয়। তখন নারী পুরুষের মত দুর্দ্ধর্ষ হয়, সাহসিক হয়, সংগ্রামনিপুণ হয়, তখন পুরুষ নারীর মত কোমলচিত্ত, নারীর মত সরলপ্রাণ, নারীর মত পরদুঃখ-কাতর, স্নেহবিহ্বল ও আনন্দমুখর হয়। ভারতবর্ষে যদি নারী-পুরুষের বিরাট বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে হয়, তবে আমরা এই ভগবৎসাধনার পথে আনিতে চাই। নারীরা পুরুষের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্থাৎ ভোট দিবার ক্ষমতা পাইলেই যথেষ্ট হইল, নারীরা পুরুষদের মত হাটবাজার করিলে, দোকানদারী করিলে, অফিসে কেরাণীগিরি করিলে, রেলের ড্রাইভারী, মোটরের শফারী, ট্রামের কণ্ডাক্টারী করিলে, হাইকোর্টে জজিয়তি ও কলেজে অধ্যাপকতা করিলেই যথেষ্ট হইল, ইহা আমরা মনে করি না। বাহিরে সকল পুরুষের সহিত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, নারীকে

আগে ভগবৎ-সাধনার মধ্য দিয়া নিজ স্বামীর সহিত পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে এবং উভয়ের ঐক্যসূত্রের টান যদি নারীকে নিজের জন্য, নিজ স্বামীর জন্য ও নিজ সন্তানসন্ততির জন্য কল্যাণ আহরণ করিবার নিমিত্ত ট্রামে, রেলে, অফিসে, ক্রীড়াক্ষেত্রে বা অন্যত্র পুরুষদের সহিত সমান প্রতিযোগিতায় কাজ করিতে প্রেরণ করে, তাহা হইলে সে তাহা করুক, ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। নারী যে পুরুষের অপেক্ষা সর্ব্ববিধ-শক্তিসামর্থ্যেই হীন, এই অন্ধ বিশ্বাসকে জোর গলায় সমর্থন করিবার রুচি আমার নাই। আমার বিশ্বাস, যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সব সামর্থ্যের চর্চ্চা করিবার সুযোগ নারীরা পান নাই, তাহাতেই তাঁহারা নিকৃষ্ট আছেন, চর্চ্চার সুযোগ পাইলে সবটাতেই হয় ত' নিকৃষ্ট থাকিবেন না। দৈহিক সামর্থ্যে নারীরা সাধারণতঃ নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলেও অত্যন্ত অধিক বলসাপেক্ষ কার্য্যও নারীরা করিয়াছেন। ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে পার হওয়া পুরুষদের মধ্যেও অধিক লোকের কর্ম্ম নহে কিন্তু নারীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা করিয়াছেন। সৈন্য-পরিচালনা বল ও বুদ্ধি-সাপেক্ষ কিন্তু রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, জোয়ান দার্ক প্রভৃতি তাহা পুরুষের সমান কৃতিত্বের সহিত করিয়াছেন। পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মের জন্য বা দেশের জন্য মুণ্ডদান করিয়া জগতের বরণীয় হইয়াছেন কিন্তু পদ্মিনীর জহরব্রতে, সংযুক্তার সহমরণে, জোয়ান দার্কের আত্মাহুতিতে, লেডি গডিবার আশ্চর্য্য আচরণে, নারীজাতি

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তাহা অপেক্ষা অল্প মনোবল প্রদর্শন করেন নাই। স্ত্রীলোকের মাথার খুলির আয়তন পুরুষদের অপেক্ষা ছোট, একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে পুরুষের তুলনায় অল্পবুদ্ধি মনে করা ভুল হইবে। কারণ, মস্তিষ্কের আয়তনের উপর উহার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। কাহারও মস্তিষ্ক ছোট হইলেই যে সে বড় মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তির অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, তাহা বলিবার জো নাই। কারণ, মস্তিষ্কের উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহার থাকের (convolution এর) উপর। যে মস্তিষ্কে যত অধিক থাক্, উহা আকারে ক্ষুদ্রই হউক, আর বৃহৎই হউক, তাহার শক্তি তত অধিক। সুতরাং স্ত্রীলোকের মাথার খুলি দেখিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ করা যাইবে না। ডাক্তারী পরীক্ষায় বরং প্রমাণিত হইয়াছে যে, খুলির আকারের তুলনায় মস্তিষ্কের আয়তন পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই বড়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখনও যে পুরুষদের সমকক্ষ অধিক বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকের উদ্ভব হয় নাই, ইহার জন্য স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের পার্থক্যকেও দায়ী করিতে হয়। নতুবা, শিক্ষা দিলে যে-নারী অশ্বারোহন করিতে পারে, বন্দুক ধরিয়া লড়াই করিতে পারে, স্বাধীনতার সংগ্রামে কামানের কারখানায় বোমা, বন্দুক, কামান নির্ম্মাণ করিতে পারে, সে-নারী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বা সাহিত্যিক হইতে পারিবে না, ইহা মনে করি না। নারীদের মধ্যে যে দুই একজন বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়াছেন, সাহিত্যপথে লেখনী চালন করিয়াছেন, তাঁহাদের

মধ্যেও খুব উচ্চ সম্মান পাইবার যোগ্য কেহ কেহ আছেন। প্রাচীন ভারতে উচ্চ দার্শনিক চিন্তার সহিত পরিচিত বহু মহিলার উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং এক কথাতেই নারীকে একেবারে "অবলা" বলিয়া বরখাস্ত না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সকল প্রকার শক্তিসামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ-কল্পে সুযোগ-সুবিধা দিতেই হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে যিনি যাহাই বুঝুন, দাম্পত্য জীবনে প্রবেশকারিণী নারীর পক্ষে স্বামীর সহিত এবং বিবাহিত পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর সহিত শ্রীভগবানের নাম-যোগে একাত্মতা প্রতিষ্ঠা না করিয়া লইয়া পথ চলিলে চরণক্ষত, পদস্খলন, পথভ্রান্তি, বৃথাক্লান্তি ও আদর্শ-চ্যুতির আশঙ্কা পদে পদে।

তোমার বন্ধুরা অবশ্য বলিতেছেন, "পৃথক্ ভগবৎ-সাধনার প্রয়োজন কি? দেশটাকেই ভগবান্ ভাবিয়া চল না।" তাঁহাদের উপদেশ আমি শিরোধার্য্য করি। এইরূপ উৎকৃষ্ট হিতকথা যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়, তিনি যদি বয়সে বালক এবং বুদ্ধিতে বাতুলও হন, তবু তাঁহার কথা পরম শ্রদ্ধেয় এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য। প্রথম কৈশোরে একদিন এই বাণী শুনিয়া জীবনের প্রকৃত পথ পাইয়াছিলাম, আজ সেই কথাই শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছি। "বন্দোমাতরম্,—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্", ইহা অপেক্ষা মধুর সঙ্গীত বুঝি মনুষ্য-ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটি ধ্বনিতরঙ্গে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বজ্র

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, শরীরের শিরায় শিরায় উষ্ণপ্রস্রবণ ছুটিতে থাকে। কিন্তু বাছা, দেশকে যে ভগবান্ ভাবিব, দেশমাতাকে যে জগন্মাতা বলিয়া জানিব, তাহাতে তোমার বন্ধুদের চিরনিন্দিত প্রতীকোপাসনাই কি করা হইবে না? হিন্দুর প্রতীকোপাসনা যে জড়মূর্ত্তির পূজা নয়, হিন্দুর প্রতিমা পূজা আর অহিন্দুর প্রতিমা পূজায় যে অন্তর্দৃষ্টির পার্থক্য রহিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া যাইয়া যাঁহারা সকলকে জোর করিয়া নিরাকারবাদী করিতে চাহেন, তাঁহারা আজ দেশকেই সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিবার উপদেশ দিলে সে কথায় কে কর্ণপাত করিবে? ভগবানকে সীমাবদ্ধ-রূপে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি কল্পনা করিয়া পূজা করায় যে সুবিধা ও অসুবিধা আছে, যে সঙ্গতি ও অসঙ্গতি আছে, যে যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা আছে, ভগবানকে দেশ বলিয়া কল্পনা করিয়া সেবা-পূজা করিবার চেষ্টার মধ্যেও তাহার সবগুলিই সম-পরিমাণে বিদ্যমান। মোটকথা, সাকার ও নিরাকারের প্রচণ্ড কলহ থামাইয়া উভয়-বাদীদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনেরই প্রয়োজনটা আজ বেশী জরুরী। ভগবান্ হৃদয়ের বস্তু, অনুভবের বস্তু,—তর্কাতর্কির বস্তু নহেন। রসগোল্লা মিষ্টি কি তিক্ত, তাহা লইয়া শতবর্ষ যুক্তি বিচার করিলেও তার মীমাংসা হইবে না, কিন্তু কথা বন্ধ করিয়া একটি বার শুধু জিব দিয়া চাখিয়া দেখিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। অসাধক লোকেরা অপরের ভক্তি-চর্চ্চিত মৃন্ময়ী বা পাষাণী মূর্ত্তিকে অবমানিত করিয়াছে, কিন্তু সাধকেরা শত

মতবাদের মধ্যেও ঐক্যকে দেখিয়াছেন, সামঞ্জস্যকে পাইয়াছেন, বিপরীত বুদ্ধি বিরুদ্ধচরিত্র বিধর্ম্মীকেও নিজ-বক্ষে সাদরে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া লইতে পারিয়াছেন। ঐক্য আইসে সাধন হইতে, গালবাদ্য-বাদন হইতে নহে। ভগবান্ অনন্ত অপরিমেয়, দেশ শান্ত ও পরিমেয়। একটী লক্ষ্য, একটী উপলক্ষ্য। এ দুয়ের মধ্যে অসাধক লোকেই দ্বৈতকে বড় বেশী করিয়া অনুভব করিবে, সাধকের নিকট এ দ্বৈত বেশীকাল টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। শুন নাই কি সাধু-ফকীররা বলিয়া থাকেন, গুরু, মন্ত্র আর ইষ্ট এক ও অভেদ? খ্রীষ্টানরাও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর-পুত্র, পরমপিতা আর পবিত্র আত্মা এই তিন এক অভেদ। যাহাদিগকে স্পষ্ট ভেদ বলিয়া বুঝিতেছি, তাহারা যে কি করিয়া আবার অভেদ হইতে পারেন, ইহার বিচারের ভার পণ্ডিতের উপর নহে, সাধকের উপর। দেশ-সাধনার যে প্রকৃত সাধক, সেই বুঝিতে পারে, দেশটা কখন কিরূপে ভগবান্ হইয়া গেল। ভগবৎ-সাধনার যে প্রকৃত সাধক, সেই বুঝিতে পারে, ভগবান্ কখন কিরূপে দেশে পরিণত হইয়া গেলেন। "আমার ধর্ম্ম দেশ, আমার ভগবান্ দেশ,"—একথা বলিয়া উচ্চ চিৎকার করিলেই প্রকৃত অনুভূতি আসিবে না; অনুভূতির জন্য চাই সাধনা। "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ",—শুধু গাহিলেই বুঝা যায় না, বুঝিবার জন্য সাধন করিতে হয়। সে সাধন আরম্ভ হইবে ভগবান্‌কে লইয়া, পরিসমাপ্ত হইবে ভগবান্‌কে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দিয়া এবং পরিণতির পথে পূর্ণতা কুড়াইবে দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতিকে পরম-প্রেমভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া। যে ভগবৎ-সাধনা এতদিন দেশকে সেবা করিতে ভয় পাইতেছে, যে দেশ-সাধনা এতদিন ভগবান্‌কে দেখিলে সম্মার্জ্জনী হস্তে তাড়া করিয়াছে, তাহাদের আজ অতল সমাধি হউক, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌",—গীতার অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া আজিকার ভগবৎ প্রেমিক দেশপ্রেমকে অবজ্ঞা করিতে অশক্ত হউক, আজিকার দেশভক্ত ভগবদ্‌ভক্তকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে বিরত হউক।

তবে ভগবৎসাধনার মধ্য দিয়া দেশসাধনায় অবতরণ করিতে অনেকের সাহসে কুলাইবে না, পরন্তু ভগবৎসাধনা করিব বলিয়া দেশসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে অনেকেই চাহিবে। কিন্তু অসংখ্য সাকারোপাসক যেমন করিয়া পূজা-অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিতেই তলাইয়া গেল, প্রকৃত প্রেমরসের আস্বাদন পাইল না, তেমন শেষোক্তদের মধ্যে কর্ম্মজনিত শ্রান্তি ও রুক্ষতায় পীড়িত হতাশহৃদয় ও ভবিষ্যতে অবিশ্বাসীদের সংখ্যাই বাড়িবে, আমৃত্যু হাসিমুখে খাটিয়া যাইবার অমৃতত্ব কদাচিৎ দু-একজনের ঘটিবে। আর, ভগবান্‌কে বুকে বাঁধিয়া, হৃৎস্পন্দনে তাঁহার স্পন্দন অনুভব করিয়া, শ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁর নামগানের সুমধুর রাগিণীর তান শুনিয়া যাঁহারা "জয় স্বদেশ" বলিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসুগণ-মধ্যে রণসজ্জায় অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে নিরাপদ

অর্জ্জুনের মত নিষ্কামচিত্তে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে। এইজন্যই আমি তোমাদের দাম্পত্য জীবন-মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। ভগবান্‌ তোমাদের মর্ম্মের পরতে পরতে বাস করুন, তবেই ত' ভগবান্‌ তোমাদের কর্ম্মের প্রত্যেকটী কুহরে বিরাজ করিবেন।

দাম্পত্য শক্তিসাম্যের প্রণালীগুলিতে তোমার বন্ধুদের অনাস্থাই ত' স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল অনাস্থার মূলোৎপাটক মহাস্ত্র। তোমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা ত' প্রত্যক্ষ পরায়ণ পরীক্ষাকুশল, তাঁরা সব কথার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন না। পরীক্ষা করিলেই সকল সংশয় ঘুচিয়া যাইবে। কারণ, পরীক্ষাদ্বারা সত্যমিথ্যার নির্ণয় সাধন-সাপেক্ষ, বাক্য-সাপেক্ষ নহে। তবে, দার্শনিক বন্ধুদের কথা পৃথক্‌। তাঁহারা যাহা মানিবেন না, শত যুক্তিদ্বারা তাহা কিছুতেই তাঁদের দ্বারা স্বীকার করান যাইবে না। তাঁহারা পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ, একমাত্র যুক্তি-প্রয়োগেই অগ্রসর। মুখে তাঁহারা খই ভাজিবেন, কিন্তু কাজে হাত দিবেন না। বলিতে কি, যাহাদিগকে আমরা জড়বুদ্ধি ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বলি, আমার মনে হয়, তাহাদের মধ্যে কুতার্কিক, ভণ্ড ও আত্ম-প্রবঞ্চক লোকের সংখ্যা তথাকথিত দার্শনিকদের অপেক্ষা অনেক গুণ কম।

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিরতার সহিত মনের স্থিরতার প্রকৃতই কোনও সম্পর্ক আছে কি না, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায়ই তাহার প্রত্যক্ষ মিলিতে পারে, এজন্য ন্যায়শাস্ত্রের ঊনকোটি পুঁথি ঘাটিবার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দরকার অল্প। চিত্তের স্থিরতার জন্য চিত্তকে বাঁধিবার আয়োজন আবশ্যক। সেই আয়োজনের প্রথম রজ্জু প্রাণায়াম, দ্বিতীয় রজ্জু ধ্যান। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিরতার অভ্যাসে চিত্ত স্থির হয়, কিন্তু এ স্থিরতা অতিশয় ভাসা ভাসা, গভীর নহে। এইজন্য শুধু প্রাণায়াম অভ্যাস বড় উৎকৃষ্ট উপায় নহে। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণায়ামের আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু প্রাণায়ামের কৌশল যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন, ধ্যান-সহকৃত না হইলে তাহার মূল্য এক আধ কড়ার অধিক নয়। সুতরাং সংখ্যা গণিয়া বা নাক টিপিয়া প্রাণায়ামের কসরৎ না করিয়া প্রত্যেক প্রাণায়ামের শ্বাসের সহিত চিত্তটীকেও অভিলষিত কল্যাণময় ভাববিশেষে সংযুক্ত ও একাগ্র করিতে হয়। এই কথাও সত্য কি না, যে কোনও লোক তাহা দুই একমাস অভ্যাসের দ্বারাই নির্দ্ধারিত করিতে পারে। মেধাবী লোক দুই দিনেই পারে। দুইটী বিভিন্ন ব্যক্তি একই সময়ের মাত্রায় শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিলে উভয়ের শারীর যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া অনুরূপ ভাবে নিয়মিত হয় কি না এবং অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য হইলেও উভয়ের মধ্যে অভেদ-ভাবের একটা আবেশ আসে কি না, তাহা এক সপ্তাহ অভ্যাসের ফলে যে-কেহ বুঝিতে পারে। দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তি একই শব্দ বা মন্ত্রকে একই সময়ে মনে মনে সমমাত্রিক প্রাণায়াম সহকারে জপ করিতে থাকিলে উভয়ের মধ্যে অভেদ-ভাব ক্রমশঃ নিবিড় হইতে থাকে কি না, তাহাও নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করিলে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে যে-কোনও

সুস্থ-দেহ ও স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে। শক্তিসাম্যের মধ্যে যখন প্রত্যক্ষের পায়া এতখানি বড়, তখন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কোনও বন্ধুকেই ভয় করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে অনুমানের ভয়ে প্রত্যক্ষ ছাড়িতে হইবে না, সাধন কর, সাধনের অমৃতময় ফল তোমাকে কুতার্কিকের পক্ষে যাহা অনবগাহ ও অলভ্য, তেমন সত্যেও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করিবে।

* * * অপর সকল সময়ের দূরত্বে ক্ষতি না হইয়া লাভ হইবে যদি তোমরা সাধনকালে পরস্পরের দেহস্পর্শ বিরহিত হইয়াও একাসনে পাশাপাশি বা মুখামুখী উপবেশন কর। উপাসনাকালীন একত্রীভাব দ্বারা যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়িবে (এবং ইহা না বাড়িয়াই পারে না, ভগবদ্‌ভক্তকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই সঞ্জাত হয়, হউক না সেই সাধক তোমার স্ত্রী, যাহার সহিত প্রচলিত সম্বন্ধটা নিতান্ত নীচ শ্রেণীর) পরস্পরের দৈহিক সংশ্রবে যথাসাধ্য বিরতি দ্বারা তাহাকে সযত্নে সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট করিয়া চলিবে। সংযমের দ্বারা সাধনে নিবিষ্টতা আসে, আবার সাধনের দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট চিত্তসংযম লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ কুশল বিলাইতেছেন, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্য হও, কৃতার্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ষোড়শ পত্র

স্নেহের—,

* * * বাস্তবিকই বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তোমাদের শত শত কথা ভাবিবার প্রয়োজন আছে। পশুপক্ষীরাও ত' সামান্য সময়ের জন্য হইলেও স্বামিপত্নী ভাব লইয়া যুগ্মভাবে থাকে, কিন্তু তাহাদের থাকাটুকুর মধ্যে মানুষের সেই বিচার, সেই চিন্তাশীলতা, সেই জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়, যাহা মানুষকে অপর সকল প্রাণী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে? তোমরা যে মানুষ, এই গর্ব্বটা, এই অভিমানটা ত্যাগ করিতে পার কি? তোমাকে কেহ ছাগল বলিয়া ডাকিলে, কুকুর বলিয়া ডাকিলে, ভেড়া বলিয়া ডাকিলে তুমি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইতে পার না। এই যে অপ্রসন্নতা, তার অধিকার তোমার আছে কি না, এই অপ্রসন্নতার দাবী তোমার সত্যিকার দাবী কি না, তাহা কিন্তু তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। কি ভাবে প্রমাণ করিবে? তোমার যে বিচার-শক্তি আছে, তোমার যে চিন্তার ক্ষমতা আছে, তোমার যে জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগের কৌশল জানা আছে এবং নবতর কৌশলসমূহ আয়ত্ত করিতে যে নিয়ত যত্নপরতা আছে, তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া তোমাকে চতুস্পদ-গণের সহিত নিজ পার্থক্যের পরিচয় দিতে হইবে। মনুষ্যজাতি সমাজ গড়িয়া, ওকালতি, মোক্তারী, ডাক্তারী, কবিরাজি করিয়া, যন্ত্রতন্ত্র আবিষ্কার করিয়া, দর্শন, কাব্য

প্রভৃতির চর্চ্চা ও উন্নতি করিয়া নিজেকে পশুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে যতই সে আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সামাজিকতার চূণকাম করিয়া থাকুক না কেন, পশুত্বকে কি সে নির্ব্বাসিত করিতে পরিয়াছে? মানুষের জন্মের ইতিহাসটাকে একটা অবিমিশ্র কামোন্মত্ততা ব্যতীত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করিতে কি সে সমর্থ হইয়াছে? সে ত' তাহা পারিত! ভগবান্ ত' তাহাকে জগতের কঠিনতম অসম্ভবকেও সম্ভব করিবার শক্তি দিয়াছেন। তবে কেন সে তাহা করিল না? কেন সে পুরুষানুক্রমিক সাধনার দ্বারা মানবজাতির জন্মের ইতিহাসকে দিনের পর দিন উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর, কল্যাণতর করিয়া তুলিল না? পশু যেমন সাময়িক আবেগে নিজের বুদ্ধির অজ্ঞাতেই প্রাণীর সৃষ্টি করে এবং সৃষ্ট নবজাতককে দেখিয়া সাময়িক বিস্ময়েই আপ্লুত হয়, মানুষ তাহার অপেক্ষা সামান্য দুইচারি সূতের বেশী কেন আগাইতে পারিল না? মানুষ তাহার বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও গবেষণার বলে জানিয়াছে, কি ভাবে ভ্রূণ জন্মে, কি ভাবে তার স্ত্রীত্বপুংস্ত্ব-বোধক চিহ্ন বিকশিত হয় কিন্তু কোন্ জনন কৌশল অবলম্বন করিয়া চলিলে তাহার সন্তানসন্ততি শুদ্ধ মানবরূপে অবতীর্ণ হইবে, সকল কল্যাণী প্রেরণার জীবন্ত বিগ্রহরূপে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা কেন সে ভাবিয়া দেখিতে চাহিল না? প্রজনন-মুহূর্ত্তে কেন সে কামান্ধতার স্থানে দিব্য জ্যোতির অনুশীলন করিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবে পশুভাব-

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

প্রমুক্ত, জৈবচাঞ্চল্য-বিরহিত তামসিকতা-বর্জ্জিত করিতে যত্ন পাইয়া পশুর উপরে তাহার যে দীর্ঘকালের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী চালাইয়া আসিতেছে, সেই দাবীকে ন্যায্য ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইল না?

মোট কথা, মানুষের বিবাহিত জীবনের সহিত পশুপক্ষীর যুগল-জীবনের অভিপ্রায়গত, আদর্শগত ও প্রকৃতিগত এক সুগভীর পার্থক্য রহিয়াছে। সে পার্থক্য আচারগত নহে, তাহার মর্ম্ম রহিয়াছে বুদ্ধি-প্রয়োগের মধ্যে। মৈথুনীভূত অবস্থায় পশুরও আচার যাহা, মানুষেরও তাহাই। কিন্তু নিজদিগকে মানুষ বলিয়া দাবী করিবার অধিকার যাহাদের আছে, তাহাদেরও তৎকালীন মনোভাব, লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে সঙ্কল্পের ক্রীড়া আছে, বুদ্ধির চারু-হস্ত-সঞ্চালন রহিয়াছে। মানুষ যাহা করে, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক করে, সঙ্কল্পপূর্ব্বক করে, দেহচেষ্টার পশ্চাতে কল্যাণ-অভিপ্রায়কে নিত্যসঙ্গী রাখিয়া করে, নিজেকে মহৎ আদর্শের পায়ে উৎসর্গীকৃত জানিয়া সেই আদর্শের অনুরোধে করে। কিন্তু পশুর সে বালাই নাই, তার দেহচেষ্টার পশ্চাতে কল্যাণ-অভিপ্রায়ের প্রণোদনা নাই, সৎ-সঙ্কল্পের অঙ্কুশতাড়ন নাই, উচ্চাদর্শের চিত্তাকর্ষী মোহনবেণুধ্বনি নাই। সে অন্ধ, সে অজ্ঞ, সে খেয়ালের দাস, সে স্রোতের তৃণ। সে পথ বা বিপথ বুঝিতে জানে না, সে ভাল বা মন্দ বিচার করিতে পারে না, সে বিদ্রোহী-বৃত্তিকে সাম্যে আনিতে পারে না, সে কল্যাণ-বিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিপ্রবাহের উদ্দাম গতি প্রতিরূদ্ধ

করিতে পারে না। আজ তোমাদিগকে ইহা ভাবিতে হইবে। আজ তোমাদিগকে পশুর সহিত মানুষের পার্থক্যটাকে স্পষ্টতর করিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষ আর পশুর পার্থক্য, একের চতুষ্পদতা ও অপরের দ্বিহস্ততা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। মানুষেরও চারিটী চরণ থাকিলে সে পশু হইয়া যাইত না, যদি সে তার মর্ম্মগত মহিমায় মানুষ থাকে। পশুরাও মানুষের মত দুই পায়ে হাঁটিয়া এবং দুই হাতে কাজ কর্ম্ম করিয়াই মানুষ হইয়া যাইতে পারিত না, যদি তার মন পশুত্বের অন্ধ কারাগারের বাহিরে আসিতে না পারে।

মানুষকে তাহার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাইয়া লোক-শিক্ষকরা ব্যাপারটাকে নিতান্ত জড়দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ফলে, মনুষ্য-জীবন বুঝিবার জন্য আমরা পশ্বাদির জীবন ও পুষ্প-লতাদির বিকাশ-বৈচিত্র্য হইতে শিক্ষা কুড়াইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মানুষকে বুঝিতে হইলে মানুষের জীবন দিয়াই তাহাকে বুঝিতে হইবে,—ক্ষুধা লাগিলে ভাত খাইতে হয়, প্রস্তর নহে। মনুষ্যজীবনের সকল জটিল সমস্যার প্রকৃষ্ট মীমাংসা শতসহস্রবার এই মনুষ্যজীবনের মধ্য দিয়াই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। মানুষের জীবনের গূঢ় প্রশ্নের সমাধান মানুষের জীবন দিয়াই হইয়াছে, পশুজীবনের টীকাভাষ্য মানুষকে নির্ভর নিশ্চিন্ত করিতে পারে নাই। তাই, আমাদিগকে মানুষের জীবন অধ্যয়নেই পটুত্ব লাভ করিতে হইবে। মানুষের দাম্পত্য জীবনকে ব্যাখ্যাত করিতে, মানুষের দাম্পত্য জীবনের পরমোৎকৃষ্ট

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আদর্শের খোঁজ পাইতে, মানুষের জীবনকেই দাম্পত্য মূলগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার প্রতি পরিচ্ছেদ, প্রতি পত্র, প্রতি অনুচ্ছেদ, প্রতি পংক্তি এবং প্রতি অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া, নেতি নেতি করিয়া পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই গুরুতর কার্য্যের ভার আজ তোমাদেরই উপর, যাহারা দাম্পত্য জীবনকে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় চরম জ্ঞান তোমরা সংগ্রহ কর, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের অন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান-সমূহ আহরণ কর, শক্ত হাতে হাল ধর এবং "মন তুমি কৃষি কাজ জান না; এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ কর্ল্লে ফল্‌ত সোণা"—এই অনুযোগের, এই অভিযোগের, এই আত্মগ্লানির উপযুক্ত উত্তর প্রদান কর।

বিবাহ না করিতেছে কে? অন্ধে বিবাহ করে, খঞ্জে বিবাহ করে, যক্ষ্মা-রোগী বিবাহ করে, কুষ্ঠগ্রস্ত বিবাহ করে। কিন্তু বিবাহের দায়িত্বকে কয়জনে গ্রহণ করে? বিবাহ করিয়া সন্তানসন্ততির গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষাদানে উপেক্ষা করে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় বা অনাথ-আশ্রমে গিয়া দিয়া আসে, তাহাদিগের বিবাহকে কি বিবাহ নামই দিব? বিবাহ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে এক তুমুল কলহের সৃষ্টি করে, স্ত্রীর কল্যাণে স্বামী বাদ সাধে, স্বামীর কল্যাণে স্ত্রী বাধা দেয়, ইহাকেও কি বিবাহ বলিব? ইহা জন্তুর বিবাহ হইতে পারে, মানুষের নয়। মানুষকে তাহার বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও

অধিকার সম্বন্ধে আগে সচেতন হইতে হইবে। যদি অন্যে এ দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া থাকে, তবে তোমরাই আজ দৃষ্টান্ত-প্রতিষ্ঠাতা হও। আর যদি অইরূপ শুভ-দৃষ্টান্তের খোঁজ কোথাও পাও, তবে সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ দ্বারা উহাকে নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। শ্রীভগবান্ তোমাদের সহায় হইবেন, তাঁহার সর্ব্বমঙ্গল মহানাম তোমাদের সহায় হইবে, তাঁহার অকল্যাণঘাতী নামের মহাশক্তি সকল বিপদে ও প্রলোভনে তোমাদের মনুষ্যত্বকে বর্ম্মের ন্যায় রক্ষা করিবে। * * * * *

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র *

প্রিয়—,

* * * ইন্দ্রিয় সম্ভোগের দ্বারা সম্ভোগ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি অতি কঠিন কথা। ইন্দ্রিয়জয়ের ইহা অতি নিকৃষ্ট পথ, কারণ, এ পথে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নিবৃত্তিপথবর্ত্তীদের সম্ভাবনার চেয়ে শত গুণ কম। কিন্তু ভোগের পথেই জগতের অধিকাংশ লোক ধাবিত হইতেছে, নিবৃত্তির মর্ম্ম কয়জনে বোঝে? ইহারা

* জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্র।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নিবৃতিপন্থীদিগকে অসম্পূর্ণ যোগী বলিয়া মন খুলিয়া গালি দিলে হইবে কি, বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার ঐ কাম কাঞ্চন-ত্যাগী পাগলগুলিই যে বেশীর ভাগ লুটিয়া খাইতেছে। পাগল বলিয়া তাহাদিগকে যতখুসী গালি দাও, কিন্তু অমৃত হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে কি?

গৃহীরাও অমৃতে পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু রত্ন পাইবার জন্য যত্ন করিতে হয়, খালি "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া হাত নাড়িলেই হাতে চাঁদ পাওয়া যায় না। পর্ব্বতশিখরে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়, শুধু উচ্চমুখে দাঁড়াইয়া থাকাই যথেষ্ট নহে। গৃহীর স্কন্ধের বোঝা তার বহনশক্তির অতিরিক্ত সহজেই হয়, সন্ন্যাসীর বোঝা প্রায়শই হালকা থাকে। তাই, পর্ব্বতশৃঙ্গারোহণে উভয়ের পটুত্ব ও সময়ের পরিমাণ এক হয় না। একথা সত্য যে, ভারী বোঝা লইয়া যে শৃঙ্গারোহন করিতে পারে, সে বাহাদুর। কিন্তু শুধু এই বাহাদুরীটা লইবার জন্য গৃহিজীবন স্বীকার করিবার তোমার কোন্ ঠেকাটা হইয়াছিল? তুমি যে একটা বাহাদুর, একথা প্রমাণ করিবার জন্য বিবাহ করিতে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়াছিল? মোট কথা, প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লৌল্যে বশীভূত হইয়া বিবাহ করিয়াছ, এখন বড় বড় কথা বলিয়া সেই দৌর্ব্বল্যকে ঢাকিয়া সাধুগিরির ঢাক বাজাইতেছ। প্রকৃত যাঁহারা কল্যাণ-অভিপ্রায়কে লক্ষ্যে রাখিয়া দাম্পত্য-বন্ধন স্বীকার করেন, তাঁহারা সাধনে পরাঙ্মুখ হন না, সুতরাং বুঝিতে পারেন, সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছাকৃত দারবর্জ্জনের

পশ্চাতে কতখানি সাধন আছে। সাধন ছাড়া কে কবে বিবাহিত জীবনের সুখ সম্ভোগের সংগুপ্ত প্রলোভনকে পরাভূত করিতে পারিয়াছে? সাধন করে না অথচ অবিবাহিত জীবন যাপন করে যাহারা, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য লোক ত' বলিতে গেলে লম্পটের চূড়ামণি।

প্রারব্ধ ভোগসংস্কার ক্ষয়ের জন্য বিবাহ অনেকের পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য যে ভোগটুকু তুমি করিলে, তাহা তোমার জন্য যে নূতন প্রারব্ধ সৃষ্টি করিল, তাহার কি করিবে? অতীতের ভোগপ্রার্থনা যাহাকে চঞ্চল ও অধীর করিয়াছিল, সে এই অধীরতার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য যথাযোগ্য বিষয়ের ভোগ যেন করিল। কিন্তু "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"। নূতন ভোগ-কামনা যে এই উপভোগের দ্বারা সন্দীপিত হইল, তাহাকে লইয়া কি করিবে? নিবৃত্তিপথের পথিক হইয়া সেই নবজাত কামনাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে, না প্রবৃত্তিপন্থার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন উৎসাহের সহিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছ, তেমন উৎসাহের সহিত পুনরায় ভোগে রত হইবে এবং এইভাবেই একটীর পর একটী করিয়া নবজাত কামনা-শিশুকে স্তন্যদান করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে?

বলিবার কথা অনেকই আছে, কিন্তু শুনিবে কে? প্রতিবাদ করিতে পার, তাহা জানি, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সত্যকে খণ্ডন করা যায় না, কারণ, যুক্তি আর সত্য একমানের কথা নহে,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দুইটীতে কৌলীন্যের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রকৃত সন্ন্যাসীরা গৃহীদিগকে নিন্দা করেন না, প্রেমময় দৃষ্টিতে জগদ্দর্শন তাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা গৃহীকেও প্রেমের দৃষ্টিতেই দেখেন। কিন্তু গৃহীরই কল্যাণের জন্য যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন, মুক্তি তুচ্ছ করিয়াছেন, গৃহীদিগের কল্যাণের জন্য দুটা তিরস্কার করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। আজ পর্য্যন্ত কোটি কোটি সন্ন্যাসী গৃহীদের কল্যাণের জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তবু যে গৃহীরা সন্ন্যাসীর মুখের দুটা গালি শুনিলে চটিয়া ওঠে, ওটা গৃহীদের শুধু মূর্খতাই নয় অকৃতজ্ঞতাও বটে।

আমরা সন্ন্যাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য দল গড়ি নাই, গৃহীমাত্রকেই গেরুয়া পরাইয়া ত্যাগী সাজাইবার ব্রত আমরা লই নাই। আমরা সন্ন্যাসীর জীবকল্যাণী মুর্ত্তিকে পূর্ব্বাচার্য্যদের অপেক্ষা একটু প্রত্যক্ষতর রূপে খুলিয়া দেখাইব মাত্র। তাহাতে গৃহীর অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাতকের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে এবং পূর্ব্বাচার্য্যদের কৃতিত্বের সম্মান বাড়িবে।

এখন গৃহীদিগকে "চাচা আপন বাঁচা" নীতির অনুসরণ করিতে হইবে এবং সন্ন্যাসীরা যে স্মরণাতীত কাল হইতে গৃহী সমাজের উপর নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, তজ্জনিত নীচ ঈর্ষ্যা প্রশমিত করিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নে আত্মগঠন করিতে হইবে। গৃহীগণকে দান করিবার মত কোনও সম্পদ যদি সন্ন্যাসীদের নিকট থাকে, তবে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে এবং গ্রহণজনিত ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। খামাখা

গালাগালির কুপথে যাইও না, আগে নিজের অধঃপতনের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে শতকরা কতজন ভ্রষ্ট বা ভণ্ড, সময় থাকিলে শেষে সে বিচার করিও।

সন্ন্যাসীরা তোমাদের উপদেশ শুনিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আগে উপদেশ দানের যোগ্য হইয়া লও। তুমি বলিবে— "আমি যোগ্য হইয়াছি"। কিন্তু ভাই, কথায় কুলাইবে না। তোমার কাছ হইতে কোনও ইঙ্গিত না পাইয়াও যখন স্বতঃ-প্রণোদনায় বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীরা তোমার দুয়ারে ভিড় জমাইবেন এবং উপদেশপ্রার্থী হইবেন, তার পূর্ব্বে কখনও মনে করিও না যে, তুমি উপদেষ্টার যোগ্যতা পাইয়াছ। যাহার নিকট স্বেচ্ছায় আসিয়া লোকেরা উপদেশপ্রার্থী হয় না, সে শুধু গলাবাজি করিতে জানিলেই আচার্য্য পদবী পায় না। প্রচারকে (Propagandist) আর আচার্য্যে অনেক তফাৎ। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রচারক হইতে পারেন কিন্তু সাধনশীল ব্যক্তি ব্যতীত কেহ আচার্য্য হইতে পারেন না। বাঙ্গালীর মাথা পরিষ্কার, তাই এই জাতির মধ্যে প্রচারকের অভ্যুদয় বেশী পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু ভাই একটু খুঁজিয়া দেখিবে কি, আচার্য্যের সংখ্যা প্রচারকের তুলনায় কত স্বল্প?

ভোগের দ্বারা ভোগের ক্ষয়ের যে পথ না আছে, তাহা নহে। কিন্তু সে পথ উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জিত। সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা অনাচার, এপথে তাহাও সদাচার; কিন্তু এ আচার এমন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বদ্ধ, যাহা না মানিলে উহা অসদাচারে পরিণত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হয়। এ পথেও পদে পদে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হয়, ইন্দ্রিয়ের উপরে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সমাবেশে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হয়, কামব্যবহারের মধ্যে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হয়। যে এত কাণ্ড করিতে রাজি, ভোগের দ্বারা ভোগ-ক্ষয় তারই কর্ম্ম, অসাধক বাক্যসর্ব্বস্ব আস্ফালনকারীর কর্ম্ম নয়। ভোগের দ্বারা যদি ভোগক্ষয় করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ভোগকে ভোগ্যপরতন্ত্রতার পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সাধননিষ্ঠতাই এমন দুরূহ ব্যাপারকে সহজ করিতে পারে। ভোগের সহিত ভগবান্‌কে এমন ভাবে জড়িত করিতে হইবে, ভোগের জন্য যেন ভোগ অসম্ভব হইয়া পড়ে, ভোগে ডুবিলেও যেন ভগবান্‌কে না হারাও. তার ফলে ধীরে ধীরে ভোগের প্রয়োজন কমিবে এবং কালক্রমে একমাত্র ভগবানই তোমার সর্ব্বস্ব হইয়া, হৃদয়াধিরাজ হইয়া, জীবনমরণের চিরশরণ হইয়া বিরাজ করিবেন, ভোগকল্পনা চিরমৃত্যুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িবে, আর কখনও তোমাকে দংশন করিয়া জ্বালা দিতে আসিবে না।

গৃহীর সংযম পরীক্ষিত বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিলে কি হইবে, সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কয়জন? মনে কর সন্ন্যাসীর সংযম পরীক্ষিত সংযম নহে। কিন্তু তোমরাও যে পরীক্ষায় ফেল মারিয়াই পরীক্ষার গৌরবটা আদায় করিতে চাহিতেছ। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরীক্ষা দেয় নাই, আর যে ব্যক্তি পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে, এই দুইজনের কাহাকেও

গৌরবের হিসাবে কোনও বিশেষ আসন দিবার ন্যায়োপেত উপায় আছে কি? সুতরাং তোমাদের পরীক্ষিত সংযমের দোহাইটা তোমাদের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠায় অক্ষমই হইতেছে। বরং যদি সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে রুচি হয়, তবে দেখিতে পাইবে, সন্ন্যাসীকেও তার সংযমের পরীক্ষা দিতে হয়। জনকগৃহে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থী শুকদেবকে যে সংযমের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, তোমরা কি মনে কর তোমাদিগকে তাহা অপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা দিতে হইতেছে এবং পরীক্ষার প্রশ্নের কাঠিন্য হেতুই তোমরা নির্ব্বিবাদে ফেল মারিয়া যাইতেছ? বরঞ্চ শুকদেবের চাইতে তোমাদের প্রশ্ন সহজতর, কিন্তু শুকদেবের চাইতে তোমাদের পরীক্ষার্থ আত্মপ্রস্তুতি অল্পতর। তাই, তোমাদের এই দুর্গতি। যবন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপূর্ব্ব-রূপযৌবনসম্পন্না বারবনিতা নিত্য রজনীতে তাঁর গৃহে যাইয়া যে চেষ্টা করিতেন, তাহাতে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সংযমের কোনও পরীক্ষাই হয় নাই? তাঁহার সংযমকে কি অপরীক্ষিত সংযম বলিয়াই উড়াইয়া দিতে পার? শুকদেবকে বরং অনৈতিহাসিক বলিয়া উপেক্ষা করিবার জো আছে। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস ইতিহাসের ব্যক্তি। তাঁহার গতি কি করিবে।

সর্ব্বশেষে একটী পরামর্শ দেই ভাই, ভাল লাগিলে গ্রহণ করিও। দিবানিশি অন্তর্যোগে শ্রীভগবানের নামে লাগিয়া থাক, বহির্যোগে যথাসাধ্য নিজেকে জগতের কল্যাণ-কাজে সমর্পণ কর এবং যাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পার না, তাহাকে নিন্দা না

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিয়া বরং বর্জ্জন কর। আমি জানি, এইভাবেই তোমার চিত্তবৃত্তির সকল কোলাহল স্তব্ধ হইবে এবং হৃদয়মধ্যে সত্যযুগ ও ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাইবে।

* * * *

ইতি—

তোমারই

স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

পরমকল্যাণীয়ুঃ—,

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। মন ভগবানে লাগিয়া থাকিতে চাহে না বলিয়া হতাশ হইও না মা, অভ্যাস চালাও, গভীর অধ্যবসায়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, বিপথধাবিত মনকে বারবার শতবার টানিয়া আনিয়া তোমার পরমোপাস্যের চরণতলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে থাক। নিশ্চয়ই সাফল্য তোমার করায়ত্ত হইবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ"—জপ কর, তাতেই সিদ্ধ হইবে, জপ কর, তাতেই সিদ্ধ হইবে, জপ কর, তাতেই সিদ্ধ হইবে। এ শাস্ত্র একটী কথাকেই তিনবার করিয়া বলিলেন কেন? ত্রি-সত্য করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সংশয়িত হইবার কোনও কারণ নাই, অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, কেবল

জপ করিতে থাক, সদা-সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে নামব্রহ্মে লগ্ন হইয়া থাক, অবিচলিত যত্নে ভগবানের নামের সেবায় একনিষ্ঠ হও, তোমার সকল প্রার্থিত নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যও বলিয়াছেন,—"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—হরিনাম, হরিনাম, একমাত্র হরিনামই জীবের সম্বল, কলিতে জীবের আর অন্য গতি নাই, অন্য পথ নাই, অন্য উপায় নাই। এখানেও তিনি ত্রিসত্য করিয়াছেন, হরিনাম ছাড়া জীবের যে উদ্ধার নাই, কলিকলুষ হইতে, চিত্তবৃত্তির পঙ্কিলতা হইতে, মানসিক আবিলতা হইতে, ভোগলোলুপতার পূতিদুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইবার আর যে পন্থা নাই, একথার তিন তিন বার করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এখানে হরিনাম বলিতে "হরি" এই নির্দ্দিষ্ট শব্দটী অথবা কোনও সাম্প্রদায়িক নাম বুঝিতে হইবে না, হরিনাম বলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের রুচি-প্রকৃতির অনুযায়ী ব্রহ্মবোধকে নিজ নিজ ইষ্টনামই বুঝিতে হইবে। হরিনাম মানে ব্রাহ্মের ব্রহ্মনাম, শৈবের শিবনাম, শাক্তের শক্তিনাম, বৈষ্ণবের বিষ্ণুনাম, রামায়তের রামনাম, সৌরের সূর্য্যনাম, মুসলমানের আল্লা-নাম, খৃষ্টানের খৃষ্টনাম ও বৌদ্ধের বুদ্ধনাম। হরিনামের মানে যার যার পরমোপাস্য দেবতার প্রিয়তম নাম, যার যার ইষ্টনাম, যার যার অন্তরের গুপ্তগৃহে সযত্নে রক্ষিত পরমধন শ্রীভগবানের পরম মহানাম। এই মহানামে লগ্ন হইয়া থাক, সকল বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দিনের পর দিন অভ্যাসকে দৃঢ়তর করিতে থাক, সকল বাধাকে দুহাতে ঠেলিয়া অগ্রসর হও মা, অগ্রসর হও। "স্ত্রী-জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না"—এই মিথ্যাকুসংস্কারকে মনের কোণেও ঠাঁই দিও না, নিজেদিগকে তোমরা নীচ, অধম, অপবিত্র ও হেয় বলিয়া মনে করিও না, নিজেদিগকে তোমরা প্রাণহীন, ক্রিয়াহীন জড়প্রায় বা তামকিতার মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিও না, নিজেদিগকে অবলা, দুর্ব্বলা, ঘৃণ্য, কীট প্রভৃতি বলিয়া আর অবমাননা করিও না। আজ বিশ্বাস কর, ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে, উচ্চ হইবার, মহৎ হইবার, পবিত্রতার জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হইবার পরিপূর্ণ সামর্থ্য তোমাদের আছে, জগতের সকল কল্যাণ, সকল কর্ম্ম ও সকল উদ্যমের পশ্চাতে অব্যর্থলক্ষ্যা ওজস্বিনী প্রেরণা যোগাইবার শক্তি তোমাদের আছে, তোমাদের পবিত্রতার মহাপ্রভাবে নিত্য তোমরা জগৎকে নূতনতর সৌন্দর্য্য-সুষমায় মণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিতে পার। মা আমার, আজ কি তুমি ভুলিয়া থাকিবে যে, তোমাদেরই জঠরে বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি পুরুষরত্নেরা জন্ম লইয়াছিলেন, তোমাদেরই বুকের স্তন্য পান করিয়া রানা প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি মহাবীরেরা জগৎসমক্ষে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন? তোমাদেরই নির্ম্মল চরিত্রপ্রতিভার মধ্য দিয়া, তোমাদেরই নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সেবা ও আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া জাতির পর জাতি এই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। নেপোলিয়ান

যখন অশ্বক্ষুরে য়ুরোপে পরাক্রান্ত রাজ্যগুলির রাজধানীর বক্ষোদলন করিতেছিলেন, তখন আমরা তাঁহার সুগর্ভা জননীর কথা মনে করিয়া বসিয়া থাকি না বটে কিন্তু যে নারী যুদ্ধক্ষেত্রেও স্বামীর সঙ্গিনী থাকিয়া জাতীয় স্বাধীনতার আত্মাহুতি-যজ্ঞে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বুকের স্তন্য না পাইলে বিশ্বপূজিত এমন বীরেন্দ্র-কেশরীর আবির্ভাব সম্ভব হইত কি মা? তোমাদিগকে আমরা দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়াছি এবং হয়ত আমাদের অধিকাংশেই আরও দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিব, কিন্তু মা, ছেলেদের উপর অভিমান করিয়া আত্মাবজ্ঞা করা কি মায়ের উপযুক্ত হইবে? এমন সামাজিক সুব্যবস্থা আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই বা চাহি নাই, যাহাতে জন্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ ঈশ্বরদত্ত শক্তি অনুসারে যে-কোনও দিকে বড় হইবার, মহৎ হইবার, সমান সুযোগ পাইতে পারে। সন্ন্যাসীর সমাজ তোমাদিগকে 'নরকের দ্বার' বলিয়া ঘৃণা সহকারে বর্জ্জন করিয়াছেন, গৃহীর সমাজ তোমাদিগকে নিজেদের ক্রীতদাসী-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—কেহই তোমাদিগকে তোমাদের যোগ্যস্থান দান করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তারই ফলে তোমাদের মনে এক গভীর সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমরা কোনও কাজেরই যোগ্যা নহ, তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে জগতের কোনও কল্যাণ নির্ভর করে না, তোমাদের নিকটে জগতের কাহারও কোনও কর্ত্তব্য নাই,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কেহই তোমাদের নিকটে কোনও বিষয়ে দায়ী নহে, তোমরা অধম, তোমরা অবলা, তোমরা হেয়। কিন্তু মা, আজ এই সন্তানের জাতির কল্যাণের জন্য তোমাকে এই ভ্রান্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে, যে সন্তান তোমাকে মোহবশে প্রহার করিয়াছে, তারই দারুণ রোগযন্ত্রণা-প্রশমনের জন্য তোমাকে সুশীতল গোলাপ জল দিয়া তার মোহতপ্ত চক্ষুযুগল বারংবার মুছাইয়া দিতে হইবে। সন্তান বিকারগ্রস্ত, সর্ব্বাঙ্গে তার বিক্ষেপ, যন্ত্রণা তার অপরিসীম, সংজ্ঞা তার বিপর্য্যস্ত,—এসময়ে ত' আর মায়ের মনে আত্ম-অবিশ্বাস থাকিলে চলিবে না। আজ যে মাকে এই বিশ্বাসটী ফিরিয়া পাইতে হইবে যে, রোগ যতই কঠিন হউক না কেন, তাঁর হাতে এমন নিরাময়ী শক্তি রহিয়াছে, তাঁর সেবায় এমন স্বাস্থ্য-সঞ্চারিণী প্রতিভা রহিয়াছে, যাহা সন্তানকে রোগমুক্ত করিবেই, করিবেই, করিবেই।

ভগবানের নামজপে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রণালীরই আবশ্যকতা পড়ে। মনের এমন অবস্থা অনেক সময় হয়, যখন একটীর অপেক্ষা অপরটীর প্রয়োজন অধিক পড়ে, যখন একটীর অপেক্ষা অপরটী সহজে ফলোপধায়ক হয়। নাম একই আছেন, শুধু জপপ্রণালীরই এই পার্থক্যটুকু করিতে হয়। যখন মন বহির্ম্মুখ গতি নিয়া চলে, তখন মালাজপ, করজপ প্রভৃতি স্থূল প্রণালীতে কাজ ভাল হয়। যখন মনের গতি স্বভাবতই অন্তর্ম্মুখ, তখন সূক্ষ্ম প্রণালীযোগে জপ করিলেই ফল অধিক হয়। মনের বহির্ম্মুখ অবস্থায় সূক্ষ্ম প্রণালীর জপে একাগ্রতা

আসিতে চাহে না, তাই জপের রসাস্বাদন হয় না। আবার মনের অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় মালা জপিলে মনের একটা অংশ মালা ও কর পরিচালনে বহির্ম্মুখ হয়, ফলে মনের একাগ্রতার বিঘ্ন জন্মে। তাই মনের অবস্থা বুঝিয়া জপপ্রণালীর ব্যবস্থা করা সঙ্গত। এই বিষয়ে ধরা-বাঁধা কোনও নিয়মের মধ্যে যাইও না। মালাজপ করিতে করিতে যদি কখনও লক্ষ্য কর যে, মন অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ মালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্মজপ আরম্ভ করিবে। আবার, বহুকাল সূক্ষ্মজপ করিয়াও যদি দেখ, চিত্তস্থৈর্য্য আসিতেছে না, তাহা হইলে মালাদ্বারা সংখ্যা রাখিয়া জপের স্থূল প্রণালী অনুসরণ করিবে। বিভিন্ন সময়ে, উন্নতির বিভিন্ন অবস্থায়, কখনও স্থূলের, কখনও বা সূক্ষ্মের আধিক্য হইতে থাকিবে। কখনও বা একটী প্রণালী অনাদৃত হইয়া অপরটী সমাদৃত হইবে। কখনও বা উভয় প্রণালীই সমভাবে চলিবে। এই বৈচিত্র্য দর্শনে ভীত হইও না। যে প্রণালী ধরিয়াই কাজ চলুক না, নাম চলিতেছে একই জনের, যোগ সাধিত হইতেছে একই উপাস্যের সহিত। নামেরই শক্তিতে তোমার প্রণালীগত রুচি তোমার কল্যাণের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র। নামনিষ্ঠের রুচি পরিবর্ত্তনে কল্যাণই বর্দ্ধিত হয়, নামনিষ্ঠাহীনের রুচি পরিবর্ত্তনই সমূহ বিপদের আকর।

আমিষ নিরামিষ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আহারের সহিত দেহের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের সম্পর্ক। দেহ সুস্থ না থাকিলে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কি ধর্ম্ম, কি দেশসেবা, কি পরকল্যাণ, কি আত্মসুখ,—ইহাদের কোনটাই হয় না। সুতরাং কল্যাণপ্রার্থীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য যদি আমিষ চাহে, তাহা হইলে যে নিরামিষ খায়, সে ধার্ম্মিক নহে, ভণ্ড। নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও যে আমিযাহার করে, সে লোভী বা রাক্ষস। আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ আহারেই যাহার স্বাস্থ্য অটুটু থাকে, তাহার পক্ষে আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই গ্রহণীয়। পুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্য পাইলে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে আমিষ খাওয়া সঙ্গত নহে, কিন্তু তদ্রূপ খাদ্যের অভাব হইলে নিঃসঙ্কোচে আমিষ সেবনীয়। এই বিষয়ে দুর্ব্বলচিত্ত লোকেই লোকাচারের অনুসরণ করেন। সবল ব্যক্তি নিজ রুচির অনুসরণ করিবেন। সাধননিষ্ঠ ব্যক্তির রুচি কখনও অকল্যাণের পথে চলে না। সাধন-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে দেহের ও আত্মার কল্যাণের জন্য নানা সময়ে আহার সম্বন্ধীয় নানা রুচি আসিতে পারে। এই রুচি লোভপূর্ব্বিকা নহে, ইহা প্রয়োজনপূর্ব্বিকা। যিনি লোভকে জয় করিয়াছেন বা জয় করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে আহার বিষয়ক কোনও রুচির পরিবর্ত্তনকে তাঁহার দৈহিক কোনও অভাব পূরণের প্রাকৃতিক আদেশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। চিরকালের নিরামিষাশী একদিন মাংস খাইতে চাহিলে উহা তাহার লোভ মনে করা সঙ্গত হইবে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার দেহের মধ্যে এমন কোনও একটী

বিশেষ উপাদানের অভাব পড়িয়াছে, যাহা মাংসে প্রচুর আছে, শাক্ সব্জীতে নাই। চিরকালের আমিষাশীর যদি সহসা নিরামিষে রুচি যায়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার দেহে এমন কোনও একটী বা একাধিক উপাদানের অভাব পড়িয়াছে, যাহা মাছ বা মাংসে প্রচুর নাই, কিন্তু তরিতরকারীতে আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধননিষ্ঠ আছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহারের শতপ্রকারের রুচিপরিবর্ত্তনও একমাত্র কল্যাণেরই জন্য হইতেছে, ইহা বুঝিও এবং দেহের কল্যাণের জন্য রুচি অনুযায়ী আহার নিঃসঙ্কোচে করিও। কিন্তু সাধনভজন-হীনের রুচি-প্রকৃতি সকল সময় কল্যাণের প্রয়োজন মানিয়া চলে না, লোভের শাসন মানিয়া চলে, দেহের প্রকৃত ক্ষুধাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া কল্পিত ক্ষুধার নির্ব্বাণে চেষ্টিত হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে রুচির উপরে সর্ব্বদা আস্থা রাখিয়া চলা নিরাপদ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাছ খাইতেন, তবু ভগবান্‌কে পাইতে কোনও বাধা হয় নাই। গোরক্ষপুরের জনৈক প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের জীবনীতে পাঠ করিয়াছি যে, বাঙ্গালী শিষ্যেরা গুরুদর্শনে গোরক্ষপুর গেলে গুরুদেব তাহাদের জন্য ভাল ভাল মাছ আনিবার ব্যবস্থা করিতেন এবং ভাল করিয়া রাঁধিয়া এক 'কটোরা' মাছ তাঁহাকেও দিয়া যাইবার জন্য বলিতেন। ইহাকে কি মৎস্যাহারের লোভ বলিব, না দেহের প্রয়োজন বলিব? ভক্তেরা অবশ্য বলিবেন যে, শিষ্যদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য তিনি মাছ খাইতেন। একথা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্যক্ সত্য নহে। শিষ্যদিগকে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ত' তিনি আরও কত প্রকারেই কৃতার্থ করিতেছেন, তাঁর অপূর্ব্ব দিব্য স্নেহ, তাঁর নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ ভালবাসা, তাঁর সর্ব্বজনকল্যাণকারী আশীর্ব্বাদ, তাঁর ভক্তবাঞ্ছিত সুখসঙ্গ, তাঁর সুমধুর উপদেশ বাণী, এসব দিয়াই ত' তিনি তাঁর পদাশ্রিতদিগকে কিনিয়া রাখিয়াছেন,—তবে কয়েক টুকরা মাছ খাইয়া আর অধিক কি হইবে? এবং মৎস্যাহার যদি তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে, তবে এইরূপ কৃতার্থ করার প্রয়োজনই বা কি, সার্থকতাই বা কি? যিনি নিয়ত ব্রহ্মরসাস্বাদনে বিভোর রহিতেন, সহস্র কোলাহলের মধ্যেও যিনি কখনও চিত্তের সাম্যাবস্তা হারান নাই, তিনি যে জিহ্বার লোভে মাঝে মাঝে মাছ খাইতেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই মৎস্যাহার দেহের প্রয়োজন বুঝিয়া, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে। যে উদ্দেশ্যে গলক্ষত-রোগক্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ডাক্তারের ঔষধ খাইতে হয়, চক্ষু রোগাক্রান্ত বাবা গম্ভীরনাথকে চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্রোপচার করাইতে হয়, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অহিফেন সেবন অভ্যাস করিতে হয়, এই মৎস্যাহার সেই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু প্রকার মতামত প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেক মতেই কিছু না কিছু সত্যও আছে। কিন্তু প্রচলিত মতামত দিয়া জীবন্ত মানুষের জীবন পরিচালিত হয় না, জীবন্ত মানুষের জীবন দিয়াই মানুষের প্রকৃত মতামত

গঠিত হয়। তোমরা সেই তর্কের অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া সাধন-ভজনের ফলে যখন যদ্রূপ রুচি জন্মে, তদ্রূপ রুচির অনুসরণ নির্ভয়ে করিও।

পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া একধার হইতে সকলকে নিরামিষাশী করিবার চেষ্টাকে আমি প্রশংসা করি না। এমন দেখা গিয়াছে যে, কোনও একজন প্রথিতযশা লোকগুরু নিজে নিরামিষাশী ছিলেন বা ফল-দুগ্ধ ছাড়া আর কিছু খাইতেন না, অমনি ভক্তের দলে আমিষবর্জ্জনের ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু কে কোন্ আচরণের অধিকারী, কোন নিয়ম কার খাটে, কি করিলে কাহার কল্যাণ, তাহা না বুঝিয়া কতকগুলি আইন-কানুনের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলেই ত' আর হয় না! ফলে কয়দিন পর পুনরায় নিরামিষ-বর্জ্জনের পালা আসিয়া পড়িল এবং আমিষাহার যার কর্ম্ম-প্রকৃতির অনুকূল, তাকে আমিষই ধরিতে হইল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোনও সম্প্রদায়প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ নিজে মৎস্য, মাংস, মদ্য, গঞ্জিকা, ভাং, আফিং প্রভৃতি নানা জিনিষেরই প্রিয় ছিলেন, অমনি ভক্তের দলে নকলনবিশী আরম্ভ হইল, ভগবানের পূজাচর্চ্চার নাম করিয়া মৎস্য হইতে অহিফেন পর্য্যন্ত যাহার যাহা সাধ্য, সেবন হইতে লাগিল, কিন্তু বেশী দিন না যাইতেই ধরা পড়িল, কার পেটে মাছমাংস সহিবে না, কার মস্তিষ্ক মদ্য ও গঞ্জিকার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু শরীরে না সহিলে মাছ-মাংস পরিত্যাগ করা যায়, পরন্তু সহুক আর না

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সহুক, একবার অভ্যাসে আসিলে মদ্য-ভাং ত' আর পরিত্যাগ করা যায় না! আশ্চর্য্য নহে, যে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মদখোর ও গাঁজাখোর ধর্ম্মের নামে মিথ্যা বস্তুর নকলনবিশী করিতে গিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

দেশে একদল আমিষাশী আর একদল নিরামিষাশী থাকিবেই। সকলকে একই দলভুক্ত করিবার চেষ্টা চিরকালই ব্যর্থ হইবে। আমিষাশীরাও ধর্ম্মসাধনা করিবে, নিরামিষাশীরাও ধর্ম্মসাধনা করিবে, অনেক সময় উভয়েরই ভগবান্‌কে ডাকিবার প্রাণালী একই হইবে, কিন্তু বিভিন্ন জনের কর্ম্মপ্রকৃতির প্রার্থক্য হেতু আহারের পার্থক্য ঘটিবে। ধর্ম্মের জন্য কাহাকেও মাছ বা মাংস পরিত্যাগ করিতেও হইবে না। নৃমুণ্ডমালিনী রক্তবীজ-সংহারিণী রণচামুণ্ডা শ্মশানকালীর উপাসককেও হয়ত দেহের প্রয়োজনে নিরামিষ আহার করিতে হইতে পারে, আবার যমুনাপুলিনবিহারী বেণু-নিনাদকারী জিতমনসিজকান্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসকেরও হয়ত প্রত্যহ মাছ-মাংস খাইতে হইতে পারে। উপাস্য দেবতা নির্ব্বাচিত হইবেন হৃদয়ের প্রয়োজন বুঝিয়া আর আহারীয় বস্তু নির্ব্বাচিত হইবে দেহের প্রয়োজন বুঝিয়া। কদাচিৎ এমনও হইতে পারে যে, রণক্ষেত্রবিহারী বন্দুকধারী সিপাহী নিরামিষ আহার করিবেন, আবার বেদান্তবিচারকারী ধর্ম্ম-প্রচারব্রত পুরোহিত আমিষাহার করিবেন। তবে, এরূপ দৃষ্টান্ত কিছু বিরল হইবে। মোটামুটি কথা এই যে, সাধারণতঃ শিল্পী, মজুর, চাষী, খালাসী বা যোদ্ধার খাদ্য আমিষ এবং

ধর্ম্মপ্রচারক, অধ্যাপক, দার্শনিক বা যোগীর খাদ্য নিরামিষ হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণতঃ চিরব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিরামিষ এবং গৃহীদের পক্ষে আমিষ খাদ্য স্বাভাবিক। সাধারণতঃ বাল্যে নিরামিষ, যৌবনে আমিষ, বার্দ্ধক্যে নিরামিষ আহারই স্বাভাবিক। সাধারণতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উদরকে যথাসম্ভব বিশ্রাম দান করিয়া শুক্লপক্ষে নিরামিষ এবং কৃষ্ণপক্ষে আমিষই স্বাভাবিক।

ভগবানে মনঃ স্থির করিবার পক্ষে তাঁর নামই প্রধান অবলম্বন, স্তোত্রপাঠাদি গৌণ উপায়। গৌণ উপায় হইলেও স্তোত্রপাঠাদির দ্বারা নামজপের যথেষ্ট সাহায্য হয়। মনের বহির্ম্মুখ অবস্থায় সূক্ষ্মপ্রণালীর জপ না করিয়া স্থূলপথে মালাজপ করিলে যেমন অপকার না হইয়া বরং উপকারই হয়, স্তোত্রপাঠের দ্বারাও তাহাই হয়। মন অত্যন্ত বহির্ম্মুখ হইলে তখন মালাজপেও মন বসে না, সূক্ষ্মজপের ত' কথাই নাই। এস্থলে স্তোত্রপাঠ অতিশয় উপকারী। স্তোত্রযোগে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ধীরে ধীরে মনের অতি-চাঞ্চল্য প্রশমিত হয় এবং অল্প-চঞ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান সাধকেরা যে প্রার্থনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাহাতে এই স্তোত্র পাঠেরই ফলটুকু লাভ হয়। বৈষ্ণবেরা যে মৃদঙ্গ-করতালাদি সহযোগে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহারও ফল ঐ একই রূপ। যে অশান্ত মনটাকে কিছুতেই শান্ত করা যাইতে পারিতেছিল না, তাহার ক্ষনিক সাম্য স্তোত্রপাঠ, কীর্ত্তন, প্রার্থনা, ভজনগান প্রভৃতি দ্বারা আসে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সুরসহযোগে স্তোত্রপাঠ বা কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে হঠাৎ একজায়গায় যেন ভাব জমাট হইয়া ওঠে, যেন ঐ একটা ভাব ছাড়িয়া মন আর নড়িতে চাহে না। প্রার্থনা করিতে করিতেও এইরূপ হয়। কিন্তু এই একাগ্র ভাবটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইহা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কল্যাণকর। এই অবস্থাটী আসিবামাত্র স্তোত্র, ভজন বা প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া নামজপে নিবিষ্ট হইতে হয়, নতুবা স্তোত্র ও ভজনাদির পূর্ণ সুফলটুকু পাওয়া যায় না, আংশিক কল্যাণমাত্র পাওয়া যায়। স্তোত্রকীর্ত্তনাদির প্রথমাবস্থায় আমাদের মন সুরবৈচিত্র্যের দিকে ধাবিত হয়, তার পর শব্দে, তার পর শব্দের অর্থে, তার পরেই মনটী একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের মধ্যে ডুবিবার জন্য অধীর হয়। ইহাই নামজপ আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্টতম সময়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কীর্ত্তন বা ভজনগান * দেশ-চলিত হয় নাই, সুতরাং সেই খেদটা তুমি স্তোত্রপাঠ ও প্রার্থনা দিয়া মিটাইতে পার। প্রার্থনা অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ শ্রেয়ঃ, কারণ প্রার্থনার সহিত প্রার্থনাকারীর মলিন চিত্তভাবের সংযোগ অনেকটা স্বাভাবিক, পরন্তু মহাপুরুষগণের প্রণীত বা আদৃত স্তোত্রে তাঁহাদের সাধনশক্তিও কতকটা প্রচ্ছন্ন থাকে। শুধু প্রার্থনা, ভজন, কীর্ত্তন বা স্তোত্র-পাঠের দ্বারা কখনও ভগবানের সহিত অবিচ্ছেদ যোগ সাধিত হইতে পারে না, নিয়ত তাঁহার একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট নাম মনের বিভিন্নকালীন অবস্থানুযায়ী স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রণালীতে জপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অবিরাম স্মরণ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

* গ্রন্থখানা বহু বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে; প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী।

স্তোত্রপাঠকালে আবশ্যকমত যতবার প্রয়োজন ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে পার। স্ত্রীলোক বলিয়া প্রণব-জপে ক্ষতি আছে, এই মিথ্যা কথাটাকে আর স্বীকার করিও না মা। তোমার পেটের ছেলেরা ওঙ্কার জপিয়া মহাপুরুষ হইতে পারিবে, ধরণীকে ধন্য করিতে পারিবে, আর, তাহাদেরই মা হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণের, শ্রবণের ও জপের অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত থাকিবে, এতটা অবিচার চুপ করিয়া সহ্য করিবার দরকার নাই মা। তোমরা গীতা পড়িলে অমঙ্গল হইবে, এসব কথা যাঁহারা শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের মূর্খতাকে গালি দিবার যোগ্য-ভাষা জানি না। ভয় পাইও না মা, নির্ভয়ে গীতা পড়িও, উপনিষৎ পড়িও, আরও যত ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিতে পার, নিঃসঙ্কোচে অধ্যয়ন করিও। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই মনুষ্যত্ব। এই জ্ঞান আহরণে যে বাধা দেয়, সে শক্তিলাভের শত্রু, মনুষ্যত্ব-পথের কণ্টক। মন্ত্র বা শাস্ত্র সবই তোমার মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নহে।

তোমার ইষ্টমন্ত্র সর্ব্বজীবের পরমোপাস্য পরমপুরুষেরই নাম। তাঁহার কোটি কোটি নাম আছে, তন্মধ্যে এইটী তোমার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। তাঁহার নাম বহুশব্দ-যুক্ত হইলে জপ করিবার কালে তোমাকে নানা বিষয়ের চিন্তায় বিচরণ করিতে হইত, ফলে স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা যে উপকারটুকু হয়, সেইটুকু লাভ হইলেও, অবিচ্ছেদভাবে ভগবদ্ধ্যানের বিঘ্ন হইত। এইজন্যই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নামটীর প্রকৃত সঙ্কেত মনে রাখিয়া তোমাকে নামজপ করিতে হইবে। এই নাম যে ঈশ্বরেরই নাম, এই শব্দটী যে তাঁরই স্মারক, তাঁরই বাচক, এই শব্দটী মনোমধ্যে জাগ্রত হওয়া মাত্র যে ভগবানেরই স্মরণ করিতে হইবে, স্বপ্নে জাগরণে কর্ম্মে বিশ্রামে সাগ্রহে অবহেলায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে যখনই এই নাম উচ্চারিত হউক না, ভগবানেরই নাম যে উচ্চারিত হইল, এই কথাটী ভুলিলে চলিবে না। মন্ত্রার্থ না জানিয়া মন্ত্রজপে অধিক ফল লাভ হয় না। শ্রদ্ধার বল থাকিলে, বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য থাকিলে অর্থ না বুঝিয়াও মন্ত্রজপ করিলে কিছু ফল হয় বটে, কিন্তু অর্থ বুঝিয়া জপ করিলে তাহার শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়। সুতরাং তোমার ইষ্টমন্ত্রটী ভগবানের নাম, এ নাম দ্বারা ভগবান্ ছাড়া আর যে কিছুই বুঝায় না এ মন্ত্রটী যে অর্থহীন একটা ধ্বনিমাত্র নহে, পরন্তু এ নাম ধরিয়া ডাকিবার মত ডাকিতে পারিলে সর্ব্বদেবদেবের অচল সিংহাসনও যে টলে, এই নামের বলে তিনি নিরাকার হইয়াও যে ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণের জন্য সাকার বিগ্রহ হইতে পারেন, এই নামের শক্তিতে তিনি সাকার সীমাবদ্ধ প্রতীকের মধ্য দিয়াও যে নিজ নিরাকার অপরিচ্ছিন্ন অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্বকে ভক্তের অন্তরে উপলব্ধ করাইতে পারেন, সেকথা, সর্ব্বদা মনে মনে আলোচনা করিও। এমন অভ্যাস করিও, যেন ইষ্টনাম লওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কেই মনে পড়ে। তুমি ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত কি না জানি

না। কিন্তু যদি প্রণব-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া থাক, তাহা হইলে জানিও যে, এই একটী মন্ত্রেই সকল মন্ত্র বিরাজিত, সুতরাং এই মন্ত্র জপ করিলে অন্য কোনও মন্ত্র আলাদা করিয়া জপিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রণব-মন্ত্রই যদি তোমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রণবের রূপটী ধ্যান করিয়াই তুমি মনকে নামে অভিনিবিষ্ট করিতে পার। একমাত্র প্রণব-রূপের ভিতরেই বিশ্বের সমস্ত রূপ বিরাজিত, এই বোধ জাগ্রত রাখিয়া নামজপ করিবে। একমাত্র ওঙ্কার-জপেই সর্ব্বমন্ত্র-জপের ফল হয়, একমাত্র প্রণব-ধ্যান দ্বারাই যাবতীয় ধ্যানযোগ্য তত্ত্বের ধ্যান করা হয়। ভাগ্যক্রমে যেই পুরুষ বা নারী প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিত, সে বিশ্বের সর্ব্বতত্ত্বের অধিকারী। এই জন্যই আমি একমাত্র প্রণব-মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষা দেই না।

নামজপ করিতে করিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপের প্রতি মন ত' আকৃষ্ট হইবেই। ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। বরঞ্চ সাধন-পথে একবার চলিতে আরম্ভ করিলে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহাকে একটী নাম লইয়াই ডাকিতেছ, কিন্তু তাঁর রূপ যে অনন্ত! একটী নাম ধরিয়া ডাকিলে যে তিনি শুধু একটী রূপ লইয়াই তোমাকে দেখা দিবেন, তাহা নহে। ঐ এক নামের মধ্য দিয়াই তিনি বিচিত্র রূপ প্রকাশ করিবেন। যখন যে রূপটী তোমার চিত্তাকর্ষণের যোগ্য, তখন সেই রূপটী ধরিয়াই তিনি প্রকাশিত হইবেন। তিনি সকল রূপের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অতীত অরূপ, আবার সর্ব্বরূপের স্বরূপ ও বহুরূপী। কখনও হয়ত ভগবান্-বোধে প্রচলিত কোনও দেব-দেবীর মূর্ত্তি-ধ্যানে রুচি জন্মিবে। কখনও হয়ত বা ভগবদ্‌বুদ্ধি আরোপ করিয়া যীশু, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতিকে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবে। কখনও বা হয়ত তোমার সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক গুরুদেব অথবা সর্ব্বসাফল্যদাতা স্বামীর মূর্ত্তিকে ভগবদ্বুদ্ধি লইয়া ধ্যান করিতে ইচ্ছা যাইবে। যখন যাহাই ধ্যান করিতে ইচ্ছা যাউক, এই ইচ্ছার অনাদর করিবে না। সাময়িক রুচি যাহার অনুমোদন করে, তাহারই মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, কিন্তু ধ্যানকালে ইষ্টনাম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। মূর্ত্তিধ্যান-কালে ইষ্টনামই জপ চলিতে থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রচলিত নাম জপ করিবে না। এমনও অনেক সময় হইবে, যখন কোনও মূর্ত্তির ধ্যান করিতে রুচি হইবে না, তখনও একাগ্র চিত্তে ইষ্টনামের ধ্বনি শ্রবণ করিবে। ভগবৎসম্বন্ধীয় যত প্রকার শব্দময় চিন্তা রহিয়াছে, তাহার সবগুলি তোমার ঐ সংক্ষিপ্ত ইষ্টনামটীর ভিতরে সম্পুটিত রহিয়াছে, এই কথা সাধন করিতে করিতে ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তুমি যদি প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া থাক, তাহা হইলে রূপ-চিন্তন সম্পর্কে তুমি বেশী মাথা ঘামাইতে যাইও না। নামই আগে, রূপ পরে। এক আদিধ্বনি হইতে বিশ্বের সমস্ত ধ্বনির প্রকাশ, রূপেরও প্রকাশ। ওঙ্কার সেই আদিধ্বনি। ওঙ্কারে অভিনিবেশ দিয়া সর্ব্বত্র সেই মহাধ্বনির আস্বাদন পাইতে চেষ্টা কর। রূপপন্থীরাও পরিণামে এই মহাধ্বনিতেই

নিজেদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে ডুবাইয়া দেন। তখন আর বহু থাকে না, সব মিলিয়া এক হইয়া যায়। প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নানা রূপের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই ভাল এবং স্বাভাবিক। তুমি তোমার নামের ধ্বনিতে মন ডুবাইয়া নিরন্তর অমৃতের আস্বাদন কর, বাহিরের লোকের দ্বারা পরিপূজিত হাজার বিগ্রহ আর হাজার দেবমূর্ত্তির প্রতি লালায়িত হইও না। কিন্তু তাই বলিয়া একজন সাধারণ খৃষ্টান, মুসলমান বা ব্রাহ্মের মতন অপরের প্রতীকের প্রতি কোনও বিদ্বিষ্ট বা বিরূপ ভাবও পোষণ করিতে যাইও না। মূল সত্য যাহার কর্ণরন্ধ্রে, সে কেন অপরের সম্পর্কে অসহিষ্ণু হইবে?

তুমি অন্য সকল জটিল চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া সাধন-ভজনে লাগিয়া যাও। কিন্তু সাধনভজনে স্বামীর সহায়তা না পাইলে স্ত্রীর চলিতে পারে না। সুতরাং তোমার স্বামীকে তোমার পথে টানিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন তোমাকে পাইতে হইবে। অবশ্য, আমি জানি তোমার স্বামী তোমার ধর্ম্মসাধনায় বিঘ্ন নহেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা আরও বর্দ্ধিত হইবার প্রয়োজন আছে। একাকী বসিয়া কাজ করিয়া যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, দুইজনে মিলিয়া কাজ করিলে প্রত্যেকে তাহার দেড়গুণ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে দেখিবে, দুইজনের সহযোগী যত্ন তোমাদিগকে চারি পাঁচগুণ অধিক অগ্রবর্ত্তী করিয়াছে। একা বসিয়া জপধ্যান করিতে যে উৎসাহ, দুইজনে মিলিয়া বসিলে কি তাহা বহু

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে না? মা, নারীজাতির সে শক্তি আছে, যে শক্তির বলে পুরুষের জাতিকে সে ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারে। সেই শক্তিটাকে আজ উভয়ের সাধন-ভজনের উন্নতির জন্য প্রয়োগ কর, তোমার স্বামীর সাধন-ভজনে অল্পোৎসাহ মনকে মহোৎসাহে পরিপূরিত কর, প্রত্যেক দিবস একটা নির্দ্দিষ্ট সময় তোমাকে ভগবৎ-সাধনার সঙ্গিনীরূপে পাইবার জন্য তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোল, সর্ব্বসময়ে তোমার প্রতি বৈরাগ্য-রক্ষণে সমর্থ হইয়াও যেন এই সময়টীতে সে তোমার বিচ্ছেদকে একান্ত অসহনীয় বোধ করে, তেমন ব্যবস্থা কর। তোমরা লীলাময়ী মহাশক্তি, তোমাদের ভ্রূভঙ্গে জগৎপ্রলয় মহাদেব চরণতলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া লুটিয়া পড়েন, তোমরা আজ এই অপূর্ব্ব শক্তিকে তোমাদের স্বামীদের ধর্ম্ম-জীবনের প্রস্ফুটনে প্রয়োগ করা মা।

পত্র অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আজ আর লিখিব না। * * * মঙ্গলময় পরমপ্রভু কুশল করুন। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

* * * বৎসরে একটী করিয়া সন্তান লাভ গৃহীর পক্ষে সৌভাগ্যের লক্ষণ নহে, উহা তাহার দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়।

কারণ, বহু সন্তান-সন্ততি গৃহীকে কর্ত্তব্যপালনে অশক্ত করে। বহু সন্তান পালনের দায়ে পড়িয়া নিজের প্রতি, নিজ সহধর্ম্মিণীর প্রতি, নিজ পুত্রকন্যাগুলির প্রতি এবং দেশ ও সমাজের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যপালনে সে অক্ষম হইয়া পড়ে।

চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন একটা হঠকারিতা, প্রতি বৎসর সন্তান লাভও তেমনই একটা পরম দুঃখের কারণ। ধৃতবীর্য্য হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিবার পরে যোগ্যা পাত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই গার্হস্থ্যানুরাগী যুবকের পক্ষে সুপরামর্শ। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের মধুবাণীতে ভুলিবে না, সংযমের মহিমা বুঝিবে না, তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বা যৌবন-বিবাহের ফলাফলের অধিক তারতম্য হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। তোমাদিগকে আজ এমন এক মনোবৃত্তি দেশময় প্রসারিত করিতে হইবে যেন, বিবাহিত জীবন বলিতে লোকে দুইটা কামাতুর পশুর ভোগাস্বাদন-মূলক জঘন্য জীবন না বুঝিয়া, দুইটী সংযতচিত্ত বিশুদ্ধবুদ্ধি, উন্নতহৃদয় ও আদর্শবাদী বিবেকবান্ নরনারীর সর্ব্বসুখদায়ী মহনীয় জীবন বলিয়া বুঝিতে পারে। সন্ন্যাসীদের চেষ্টা অপেক্ষা গৃহী সাধকদের চেষ্টা এই মনোভাব-সৃষ্টির কাজে অধিকতর সফলতা লাভ করিবে, তোমাদের নিজ নিজ জীবনের মধ্য দিয়া ইহার অন্ততঃ আংশিক দৃষ্টান্তও যদি পাওয়া যায়। আদর্শ গার্হস্থ্য সম্বন্ধে আমরা মৌখিক উপদেশ মাত্র দিতে পারি, কিন্তু দৃষ্টান্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

প্রদর্শন করিয়া সে উপদেশের সত্যতা প্রমাণিত করা তোমাদেরই কাজ। তোমাদিগকে এই জন্য যত্নপর হইতে হইবে।

যুরোপে আজকাল সৌজাত্যবিদ্যার খুব চর্চ্চা হইতেছে। কি করিয়া বংশানুক্রমিক সাবধানতা লইয়া একটা বিশেষ জন্তুর মধ্য হইতে একটা বিশেষ দোষের সম্যক্ বিলোপ সাধিত হইতে পারে, অথবা একটা বিশেষ গুণ, যাহা মাঝে মাঝে ঐ জাতীয় জন্তুর দুই একটাতেই দেখা যায়, সচরাচর দৃষ্ট হয় না, তাহা ঐ জন্তুতে একেবারে চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে,—তজ্জন্য পাশ্চাত্য জনন-বিদ্যাবিদ্‌গণ প্রচণ্ড অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই প্রশংসনীয় চেষ্টা প্রচুর সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু একদিন এই ভারতবর্ষে মানুষ লইয়া এইরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ভুলিয়া আমরা সেই পরীক্ষারই দুই একটা অঙ্গের অনুশীলন এখনও করিতেছি। জাতিতে জাতিতে বিবাহবন্ধনের যে তীব্র বিধিনিষেধ, তার মূল এই বংশানুক্রমিক বিশিষ্টতা রক্ষা। কিন্তু সেই বিশিষ্টতা-রক্ষা কথাটা আমরা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি অথচ সংস্কারের বশে ব্রাহ্মণকুমারের সহিত ব্রাহ্মণকুমারীরই বিবাহ দিতেছি, অসবর্ণ বর্জ্জন করিতেছি, এখন চরিত্র ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে এই নবদম্পতীর পার্থক্য আকাশপাতালের পার্থক্যেরই ন্যায় অপরিসীম হউক না কেন। ইহাতে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং যে সকল যুক্তিতে

ভারতীয় বিবাহকে আমরা পাশ্চাত্য বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি, সেই সকল যুক্তি টিকে না। ভারতবর্ষের বিবাহের আদর্শের শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য এবং এই শ্রেষ্ঠতাকে সমস্ত জগৎকে দিয়া স্বীকৃত করাইবার জন্য আজ তোমাদিগকে নিজেদের দাম্পত্যজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা-বিধান করিতে হইবে। দাম্পত্য জীবন হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে যে বিষ উদ্‌গীরিত হইয়াছে, যাহার জ্বালা কোথাও লোককে অনুচিত সন্ন্যাসে প্রেরণা দিয়া, কোথাও লোককে দুশ্চরিত্রতার অবৈধ পথে প্ররোচিত করিয়া জগতের দুঃখার্ত্তির পরিমাণ বাড়াইয়াছে, সেই বিষ যে সাধনের বলে সুধায় পরিণত হইতে পারে, একথা তোমাদিগকে হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে। তোমাদের জীবনে যেখানে দাম্পত্য অসংযম রহিয়াছে, সেখানে সাধনের শক্তিতে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তোমাদের মধ্যে যেখানে পরস্পরের রুচি-প্রকৃতির অমিল রহিয়াছে, সেখানে সাধনের বলে সামঞ্জস্য আনিতে হইবে।

সংযম ও সামঞ্জস্য এই দুইটী জিনিষই আজ একান্ত দুর্ল্লভ হইয়াছে বলিয়া সাধারণ গৃহী তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবে সত্য, কিন্তু তোমাদিগকে আজ প্রমাণ করিতে হইবে যে, এই দুর্ল্লভ বস্তু লাভের শক্তি তোমাদের মত সাধারণ গৃহীরও আছে। অবশ্য এই শক্তি তোমাদের নিজের শক্তি নহে, এই শক্তি ভগবানের নামের শক্তি, এই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

শক্তি ভগবানের নাম-সাধনার শক্তি। যতই দুর্ব্বল তুমি থাক না কেন, ভগবানের নাম তোমাকে সবলতা দিবে। যতই অমানুষ তুমি হও না কেন, ভগবানের নাম তোমাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। তুমি দুর্ব্বল হইতে পার, কিন্তু ভগবান্ ত' দুর্ব্বল নহেন। তুমি অক্ষম হইতে পার, কিন্তু তিনি ত' অক্ষম নহেন! তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে, নিজের চিন্তা-চেষ্টা সব তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিলে, নিজের যাবতীয় পুরুষকারে তাঁহারই ইচ্ছাকে লক্ষ্য করিতে শিখিলে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার উন্মত্ত পশু নিমেষের মধ্যে দেবতার স্থৈর্য্য পায়।

আর গৃহী বলিয়াই নিজেকে হীন, দুর্ব্বল বা অধম ভাবিও না। বেদান্তের সোঽহং কথাটা একমাত্র গৈরিকধারীদের একচেটিয়া নহে, উহাতে তোমাদেরও অধিকার আছে। জগতের যত মহাভাব, তাহার প্রত্যেকটীর উপরে প্রত্যেক জীবের অধিকার আছে। যাহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, তাহাতে শূদ্রেরও অধিকার আছে, যাহাতে পুরুষের অধিকার আছে, তাহাতে নারীরও অধিকার আছে, যাহাতে সন্ন্যাসীর অধিকার আছে, তাহাতে গৃহীরও অধিকার আছে। তবে, বিভিন্ন জনের অবস্থাভেদে ঐ অধিকার প্রয়োগের প্রণালীতে তারতম্য ঘটে। যাহার যাহাতে স্বাভাবিক অধিকার, তাহাকেও তাহাতে অধিকারের দাবী খাটাইতে হইলে কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ করিতে হয়। যথা স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলেরই প্রণব ও গায়ত্রীতে স্বাভাবিক অধিকার আছে, কারণ তাহারা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ। "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য,

ইহার উপরে নাই।" কিন্তু যে স্ত্রী বা যে শূদ্র প্রণব ও গায়ত্রীতে শ্রদ্ধাবান্ নহে, যাহারা নিজেদের শূদ্রত্ব-মোচনের জন্য আগ্রহী নহে, যাহারা ফ্যাশান-দুরস্ত ভাবে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র নিবে, যাহারা নিজেদের সাধনের অধিকারকে সুবিনীত জীবন্ত-প্রণালীতে সংন্যস্ত করিবে না, অধিকার থাকিলেও তাহাদের দাবী কি করিয়া টিকে? কদাচারও করিব, ওঙ্কারও জপিব, ইহা কি বৈধ দাবী? বেদান্তের সোঽহং তত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। সন্ন্যাসী যেমন করিয়া নিজেকে আত্মারাম পরমেশ্বর বলিয়া ভাবিবেন, গৃহীকেও তাহাই ভাবিতে হইবে। তবে গৃহী নিজে একা নহে, তার স্ত্রীকেও তাহাই ভাবিতে হইবে। এখানে ব্রহ্ম আর অদ্বিতীয় থাকিতে পারিতেছেন না। এখানে এইজন্য তিনি একদিকে হইয়াছেন পুরুষ, অপর দিকে হইয়াছেন প্রকৃতি। স্বামী-রূপে পুরুষ পরম-পরুষ, পত্নী-রূপে প্রকৃতি পরা-প্রকৃতি। একে অপরকে দিয়া পূর্ণ। একজন অপর-জনকে বাদ দিয়া নহে পরন্তু একজন অপরজনকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম। এই ভাবে প্রণালীটুকুর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। এবং বাঙ্গালার তান্ত্রিক সাধকেরা কতকটা তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের সকল প্রদেশ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পদধূলি গায়ে মাখিয়া দারত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিল, কিন্তু অতবড় শঙ্কর বাঙ্গালীকে সন্ন্যাসী সাজাইতে পারিলেন না, তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি বাঙ্গালী গৃহী-সাধকদের প্রভাবের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইল না। বলত' শঙ্কর কেন হারিলেন? বাঙ্গালীর সহিত তর্ক-বিচারে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তিনি হারিলেন না, তথাপি তিনি কেন এমন করিয়া বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হইলেন? তাহার কারণ, বেদান্তের সোঽহং-তত্ত্ব তিনি সন্ন্যাসীদেরই জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন, গৃহীর জীবনে এই পরম-তত্ত্বকে ছড়াইবার তিনি চেষ্টা করেন নাই, মণ্ডন মিশ্রকে ঘর ছাড়াইয়া আনিয়া সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ঘরে থাকিয়াই বেদান্তমার্গে বিচরণের পন্থা দেখাইতে পারেন নাই। এই যে তিনি গৃহীকে বেদান্ত সাধনার পথ দেখাইতে পারিলেন না, ইহাই দিগ্বিজয়ী শঙ্করের পরাজয়ের পরাকাষ্ঠা। পরন্তু যদি তিনি এইটুকু করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় পরবর্ত্তী আরও শত শত সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষদের মধ্যে অধিকাংশেরই আবির্ভাবের পৃথক্ প্রয়োজন জন্মিত না।

তন্ত্র জীব ও শিবের অভেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, উপাস্য উপাসকে ভেদবুদ্ধি থাকিলে উপাসনা অসম্যক, এমন কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ, বেদান্ত-শাস্ত্র যাহা যুক্তিবিচারবিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, তন্ত্র তাহাকে তর্কের বস্তু মনে না করিয়া সাধনের বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং জীব ও শিবের অভেদত্ব প্রমাণের জন্য শত শত অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিবার পরিবর্ত্তে এই অভেদত্বকে সাধন-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পন্থা-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন রুচির সাধকের হাতে পড়িয়া এই সকল সাধন-পন্থায় অনেক সময় কুরুচিও সংক্রামিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষ্ঠাচ্ছাদিত

হইলেও স্বর্ণ স্বর্ণ-ই থাকে, তাহার দর কখনও পিতলের সমান হয় না। অদ্বৈত ব্রহ্মোপাসনা করিতে তন্ত্রের এই সোণাটুকুকে মলমুক্ত করিয়া গৃহীকে গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদিগকে যে দাম্পত্য শক্তিসাম্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এই অদ্বৈত সোঽহং ভাবেরই উপাসনা। কোথা হইতে এই সকল অত্যদ্ভুত প্রণালী আসিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষণে মনে হয়, শক্তি-সাম্যের প্রণালীগুলি তাহাদের ভাবাংশের জন্য সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন এবং কর্ম্মাংশের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের নিকট অধিক ঋণী। তবে পার্থক্য এই যে, সাংখ্য আর বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাতারা সকল কলহের মূল মায়াবাদটাকে লইয়া যে পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই শক্তিসাম্যের প্রণালী তাহা স্বীকার করে না। এবং তন্ত্রশাস্ত্রে আচারের যে বীভৎসতা কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এ প্রণালী তাহার সমর্থন করে না। যে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে অখণ্ডপরমানন্দ অব্যয় ব্রহ্ম, তোমরা নিজেদিগকে সেই পুরুষ ও সেই প্রকৃতি বলিয়া অভিমান করিও। যে পুরুষকে উপাসনা করিতে গিয়া ভক্তেরা শিব, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, যে প্রকৃতিকে উপাসনা করিতে গিয়া ভক্তেরা কালী, রাধা ও সীতা প্রভৃতিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, তোমরা নিজেদিগকে সেই পরমপুরুষ ও সেই পরাপ্রকৃতি বলিয়া অভিমান করিও। ব্যবহারিক জীবনে তোমরা স্বামী ও স্ত্রী, সামাজিক ভাবে তোমরা সামাজিক কর্ত্তব্য ও

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

শিষ্টাচার পালনে নরদেহধারীর মতনই চলিবে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে থাকিবে পরমপুরুষ আর পরাপ্রকৃতি। নিয়মিত সাধনভজন তোমাদের আন্তরিক মহিমাকে বৰ্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত করিবে। যখন পরস্পরে অভেদভাব উপলব্ধ হইবে, তখন তোমরা দুই সত্তায় মিলিয়া এক ব্রহ্মসত্তা হইয়াছ জানিবে এবং যখন পরস্পরের ভেদভাব জাগ্রত থাকিবে, তখন একে অন্যকে নিজেদের পূর্ণপরিতৃপ্তির পক্ষে অপরিহার্য্য জানিয়া প্রেমানন্দের লীলাস্বাদ করিবে। এই লীলা দেহ-সম্বন্ধে নহে, আত্মার সহিত আত্মার রমণই সাধক-সাধিকার লীলা, আত্মার সহিত আত্মার বিলাসই সাধক-সাধিকার প্রেম। কখনও দ্বৈতভাব, কখনও অদ্বৈতভাব, কখনও যুগপৎ মিশ্রিত উভয় ভাব তোমাদের মধ্য উদিত হইবে এবং সেই ভাবের বিকাশের জন্য কখনই তোমাদিগকে পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। সাধনের বলে সবই "আপ্‌সে হো যায়েগা।" তোমাদের শুধু এইটুকু পুরুষকার করিতে হইবে যে, বাহিরে সাংসারিক জীব থাকিয়াও তোমরা ভিতরে ভিতরে অভিমান করিবে যে, রক্ত-মাংসমেদমজ্জা প্রভৃতি তোমরা নহ, তোমরা সকল বন্ধন, সকল সীমা ও সকল ক্ষুদ্রতার অতীত পরমপুরুষ আর পরমা-প্রকৃতি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

বিংশ পত্র

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, যাহারা প্রকৃত মা হয়, তাহারা শুধু একটী দুইটী ছেলে-মেয়ের মা হইয়াই নিষ্কৃতি পায় না, শত শত সহস্র সহস্র ছেলে-মেয়ের মা হইবার যোগ্যতা তাহাদের লাভ করিতে হয়। ভালবাসিবার শক্তিটাকে যেমন ভাবে বিকশিত করিলে নিজের ঘরের দু-একটী মুষ্টিমেয় শিশুর সঙ্গে সঙ্গে পরের ঘরের সংখ্যাহীন শিশুগুলিকেও পরম আদরে বুকে জড়াইয়া ধরা যায়, প্রকৃতই যাহারা মা হয়, তাহাদিগকে তেমন করিতে হয়। যে ভালবাসা বিশুদ্ধ জিনিষ যাহাতে নীচতার ক্লেদপঙ্ক নাই, সেই ভালবাসা দিয় নিজের সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেও যথেষ্ট উদারতা লাগে, কারণ, যতক্ষণ নিজের সন্তানের প্রতি প্রদর্শিত স্নেহটুকু পরের সন্তানেরও আংশিক সুখবৰ্দ্ধন না করিবে, ততক্ষণ ঐ স্নেহ স্নেহই নহে। বাঘ-ভাল্লুকের জননীও নিজ সন্তানকে স্নেহ করে, কিন্তু সেই স্নেহের প্রকাশটা একান্তই বন্য ও অমার্জ্জিত, এবং সেই স্নেহ স্থায়ীই হয় আর কতদিন? মানুষের স্নেহকে সেই পশুধৰ্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। মানুষের মা নিজ সন্তানকে এমন স্নেহই যেন করিতে পারে, যে স্নেহের উপস্থিত প্রকাশ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ কল্যাণটা অধিক হয় এবং সেই স্নেহ যেন দুদিন পরে না কমিয়া চিরস্থায়ী হইয়া সন্তানের বংশ-প্রবাহ বাহিয়া চলিতে পারে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সন্তানকে সকল জননীই ভালবাসেন, কিন্তু যে জননী নিজ সন্তানের মধ্যে জগৎকে ভালবাসিবার ক্ষমতাটুকু প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারেন, আমি বলি তিনিই প্রকৃত মা হইয়াছেন। নিজের ছেলেকে বিশুদ্ধ স্নেহ দিতে পারিয়াছ কিনা, তাহার প্রমাণ ঐখানে। চুমো ত' সকল মা-ই খায়, ছেলের দোল্‌না ঝুলাইয়া ঘুমপাড়ানী গান ত' সকল মা-ই করে, কিন্তু স্তন্য-দুগ্ধের সাথে জগৎসেবার আকাঙ্ক্ষা, পরকল্যাণে জীবনদানের সঙ্কল্প, দেশহিতার্থে দুঃখ সহিবার প্রবৃত্তি, দুঃখীর দুঃখ প্রশমনে প্রেরণা, অন্ধকে আলোকের জগতে টানিয়া আনিবার উদ্যম, এসব কয়জনে দেয়?

তোমাকে মা তাহাই দিতে হইবে। তোমার অন্তরের ঊর্দ্ধতম ইচ্ছাটিকে তোমার সন্তানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিতে হইবে। তোমার সকল সাধনাকে সন্তানের মধ্যে দিয়া মূর্ত্তি দান করিতে হইবে।

*   *   *   *

এখানে সর্ব্বত্র কুশল। তোমার কুশল দিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

পরমস্নেহভাজনেষু ঃ—

সাধনভজনহীন জীবন বড় দুঃখের জীবন। লোকে মনে করে বটে যে, হাসিয়া খেলিয়া কোনরকমে কাটাইয়া দিতে পারিবই, কিন্তু দুঃখের তীব্রতা ইহাদিগকেই অধিক ক্ষিপ্ত করে। একমাত্র সাধনভজনই মানুষকে দুঃখের কষাঘাত হইতে মুক্তি দিতে পারে, খাম্‌খেয়ালি পারে না। জীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে সাথে তোমাদিগকে কতবার হয়ত মত-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু যখন যাহাই ভাল বলিয়া বোঝ না কেন, ভগবৎসাধনা ছাড়িও না। সর্ব্বত্যাগ করিয়াও মানুষ সুখী হইতে পারে না।

* * * দাম্পত্য জীবনকে স্বীকার করিয়াছ, এখন এ জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ এবং দায়িত্বকেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। সন্ন্যাস-জীবনকে যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতা ও অবশ্যম্ভাবী অসুবিধাগুলিকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তোমাদেরই রসনা কি নিন্দার কণ্ডূয়ন অনুভব করে না? স্বেচ্ছায় যে যেরূপ জীবন গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে তদুচিত দায়িত্বের বেলা, দুঃখ-ভোগের বেলা আর্ত্তনাদ করিতে দেখিলে লোকে সহানুভূতি যতটুকু না করিবে, তার দশগুণ করিবে উপহাস।

কিন্তু আমি উপহাস করিব না। যেহেতু আমি জানি,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যদিও বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা তোমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং তোমাদের সাময়িক অমত শুধু এই মনোগত ইচ্ছাটাকে ঢাকিয়া "বাপ-মায়ের হুকুম" নামক জিনিষটীকে ঢাক বানাইয়া পিটাইবার সুযোগ পাইবার জন্য, তথাপি, যে মানুষ নিজের মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিজের শিক্ষা-দীক্ষার শক্তিতে যাচাই করিয়া আমল দিতে বা নির্ব্বাসিত করিতে পারে, তোমাদের বাপ-মায়েরা তোমাদিগকে তেমন শিক্ষা-দীক্ষার সম্পদ দান করিতে পারেন নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার বিবাহের সমারোহ-কল্পনায় যে বাপ-মা নিরতিশয় পটুত্ব বহু শতাব্দী ধরিয়া দেখাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সন্তানকে প্রবল-বিচার-শক্তিসম্পন্ন, তীব্র-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, ধীরচেতা ও ধীরবুদ্ধি মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। যৌবনের উন্মেষের বহু আগ হইতেই চতুর্দ্দিকে বিবাহিত জীবনের যে দৃশ্য তোমরা দেখিয়া আসিতেছ, বুড়ী-ঠানদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া মাঠের রাখাল পর্য্যন্ত সকলের মুখে এই জীবনটার যে লোভনীয় বিবৃতি শুনিয়া আসিতেছ, তাহাই তোমার দুর্ব্বল ইচ্ছাকে সংসারের হাঁড়িকাঠে কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে এবং আত্ম-চেতনার অভাবজনিত এইরূপ দুর্ব্বলতা তোমাকে ভাবিতে অক্ষম করিয়াছে। যতদিন অভিভাবক-সম্প্রদায় নিজেদিগকে ছাগ-পালকের অতিরিক্ত কিছু বলিয়া না বুঝিবেন এবং নিজ সন্তান-সন্ততিকে জীবনের প্রত্যেকটী অংশের দায়িত্ব সম্বন্ধে

সচেতন করিয়া দেওয়ার চেষ্টাকে একান্ত আবশ্যক মনে না করিবেন, ততদিন যুবক-সমাজ এই ভাবেই না-জানিয়া মরিতে থাকিবে। কারণ, বিবাহিত জীবনের দায়িত্বের পরিণাম না বুঝিয়া যে বিবাহ, বিবাহিত জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবার জন্য তদুচিত আত্মগঠন ব্যতীত যে বিবাহ, সেই বিবাহে যুবন্ মনের সুখ পাইবার আশা যতই বিশাল হউক, প্রকৃত সুখ অপ্রাপ্য, একান্তই অপ্রাপ্য। তোমাদের পিতামাতার ভুলের জন্য তোমাদিগকে দুঃখে পড়িতে হইতেছে, তাঁহাদের দূরদর্শিতার অভাবের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদিগকে আজ করিতে হইতেছে। তোমাদিগকে আজ এই একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, যেন তোমাদের ভ্রম, তোমাদের ত্রুটী, তোমাদের অদূরদর্শিতা ভবিষ্যতে আবার তোমাদের সন্তান-সন্ততিগুলির উপরে দুঃখ ও দারিদ্র্য আনয়ন না করে। তোমাদিগকে আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, বাল্য-বিবাহের স্বপক্ষে প্রাচীনপন্থী সমাজতত্ত্ববিদেরা যে সকল যুক্তি উপস্থিত করেন, তাহার মধ্যে দুই একটা সদ্‌যুক্তি থাকিয়া থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্যহীনের বিবাহ কিছুতেই প্রকৃত বিবাহের মর্য্যাদা পাইতে পারে না। বাল্য-বিবাহই হোক্, আর যৌবন-বিবাহই হোক, যাহা দীর্ঘকাল সংযমানুষ্ঠানের পরে সংঘটিত হয় নাই, সেই বিবাহ পিতৃপুরুষের বংশধারার বিশেষত্বনাশক এবং শৌর্য্যবীর্য্যের অপহারক হইবেই। ব্রহ্মচর্য্যকে যাহারা মানে নাই, তাহারা বিবাহিত হইলে পশু পক্ষীর ন্যায়

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ইতর সুখই শুধু লাভ করিতে পারে, মানুষের যোগ্য যে সুখ, যে সুখের লোভ অমানুষকে মানুষ করে, যে সুখের চর্চ্চায় পশুত্ব মাথা হেঁট করে আর মনুষ্যত্ব দৃঢ় মেরুদণ্ডে স্ফীতবক্ষে স্পর্দ্ধিত-চরণে শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা লাভ করিতে পারে না। ইতর-সুখের পরিণাম কি, তাহা আজ প্রত্যেক গৃহী জানেন, কিন্তু মানবোচিত সুখের আস্বাদ কেমন, তার পরিণতিই বা কোথায়, তাহা আজ লক্ষ করা একজন গৃহীও বোধ হয় জানেন না। এই যে পরমসুখ হইতে বঞ্চনা, এই যে নিত্য-সুখের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন, ইহা যে তোমাদের পিতামাতারই সন্তান-শিক্ষার অপটুতার ফল, ইহা বুঝিয়া তোমাদিগকে দৃঢ় পণ করিতে হইবে যেন তোমাদের একটী পুত্র বা একটী কন্যাও তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষার দোষে বা অসম্পূর্ণতায় এই ভূমা-সুখ হইতে বঞ্চিত না হয়। অমৃতের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার কার নাই? সে রাজ্যের দুয়ার সকলের জন্য সমান ভাবে খোলা, সে রাজ্যের দ্বাররক্ষকেরা সকলের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন। হৌক উচ্চ, হৌক নীচ, হৌক বালক, হৌক বৃদ্ধ, হৌক বিষয়ী, হৌক উদাসী, হৌক নারী, হৌক পুরুষ,—সকলেরই অমৃতত্বে পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু প্রবেশ-দুয়ারে নিদর্শন দেখাইতে হইবে, সেই টিকিটখানার নাম—"অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা"। বিষয়ীর ভাগ্যে অমৃতত্ব মিলিবে না, ইহা একটা মিথ্যা কুসংস্কার মাত্র। বিষয়ী বিষয়-ভোগ করিয়াও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে,

ইহা ইতিহাসসিদ্ধ কথা, কাহারও মন-গড়া কথা নয়। অমৃতপানে অমর হইবার অধিকার ঐ বিষ্ঠার ক্রিমি-গুলিরও আছে, যদি তাহাদের বিষয়-সেবার সঙ্গে সঙ্গে অনিদ্র-ভাবে নিয়ত অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রাণের সুরে বাজিতে থাকে। তোমরা এই অমরত্বের প্রার্থনা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জাগাইয়া দিতে প্রস্তুত হও, মিথ্যা কুসংস্কারের ক্ষতিকর পরিবেষ্টন ভাঙ্গিয়া পুত্র ও কন্যা উভয়কে দিয়া "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম" (যাহার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব?) এই কথা বুঝাইয়া লও। তাহাদিগকে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ-তাড়নে উদ্বেলিত করিয়া তোল। ইহাদের ভবিষ্যৎ কি গার্হস্থ্য, না সন্ন্যাস, তুমি আগে হইতেই সেই কথা ঠিক করিয়া রাখিও না বা একটীর উপরে অপরটির শ্রেষ্ঠতার কথা ইহাদের মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইও না। ইহাদিগকে বীর্য্যবান্ বীর্য্যবতী হইতে দাও, দেহের ও মনের সর্ব্বপ্রকার শক্তিসামর্থ্য ফুটাইয়া তুলিবার রুচি ও সুযোগ প্রদান কর, যে কোনও বিষয়ে স্বাধীন ভাবে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার দাও, সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার পক্ষে যাহা আবশ্যক, সেই চির-জাগ্রত বিচারশক্তিকে আত্মপ্রকাশ করিতে আনুকূল্য দান কর। মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের স্বাধীন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ তোমাদের পিতৃ-মাতৃ-জন্মের এক পরম সাধনা, ইহাদের স্বতঃপ্রকাশ প্রতিভাকে ইহাদের স্বাধীন চিন্তার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আলোকে ফুটিতে না দিয়া জোর করিয়া তোমাদের সঙ্কল্পিত একটা খাতে প্রবাহিত হইতে দিবার চেষ্টা সকল সময়ে শুভজনক ও প্রশংসনীয় নহে।

তবে, তোমরা দুঃখ ভুগিয়া ভুগিয়া পিতামাতার অদূরদর্শিতা পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপও হইতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য পাপ-খণ্ডন। দুঃখভোগ না করিয়াও পাপখণ্ডন হইতে পারে। কিন্তু মানুষ সে কথা বিশ্বাস করে না, ইহাই দুঃখ। চান্দ্রায়ণ ব্রতে যতটুকু পাপক্ষয় হয়, শ্রীভগবানে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নাম জপ করিলে তার শতগুণ পাপ খণ্ডিত হইয়া যায়।

"একবার কৃষ্ণনামে যতপাপ হরে,
জীবের কি সাধ্য আছে ততপাপ করে।"—

এই কথাটার মর্ম্ম সহস্রে একজনও হয়ত বুঝেন না, আবার যাঁহারা বুঝেন, কপাল দোষে তাঁহারাও অধিকাংশই ভুল বোঝেন। ভগবানের নামের মাহাত্ম্য এই শ্লোকে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ। কিন্তু একবার যে কৃষ্ণনাম লইব, তাহা কেমন করিয়া লইব? মনটাকে চিনা-বাজারে চটিজুতার দোকানে রাখিয়া মালা টপ্‌কাইলেই এ কৃষ্ণনাম হইবে কি? সারাজীবন অসত্য, অধর্ম্ম ও অন্যায়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া এক মসজিদে গিয়া কোনও ক্রমে কল্‌মা পড়িলেই পূর্ব্ব-পাপের সকল গ্লানি, সকল অবসাদ ও সকল দুঃখ আমাকে পরিত্যাগ করিবে কি? জর্ডন নদীর

পবিত্র জল মাথায় দিয়া যীশুখৃষ্টকে পরিত্রাণকারী বলিয়া কাগজে-কলমে স্বীকার করিলেই কি দয়াল যীশু সকল কল্যাণের দুয়ার খুলিয়া দিতে পারিবেন? দস্যুতা, নরহত্যা, পরদার প্রভৃতি মহাদুষ্কৃতির অনুষ্ঠান করিয়া অনেক তিব্বতী ধার্ম্মিকেরা মানস-সরোবরে তীর্থ করিতে আসেন এবং কোনও কোনও বিশেষ তীর্থে উচ্চৈঃস্বরে নিজের অতীত জীবনের পাপ ব্যক্ত করেন। ইহাতেই কি তাঁহাদের সমস্ত পাপ দূর হয়?

আসল কথা, পূর্ব্ব-পাপ দূর হইল কি না, তাহার প্রমাণ পাই, পাপের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে। শাক্ত আসিয়া বৈষ্ণব হউক আর না হউক, পাপপ্রবৃত্তি কমিলেই বুঝা যাইবে যে তার পূর্ব্বপাপের প্রভাবও কমিতেছে। অমুসলমানেরা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই তাহাদের সকল পাপ দূর হইয়া যাইতে পারে না, ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া, যে কোনও প্রকারে পাপপ্রবৃত্তির হ্রাস ঘটিলেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বপাপ ভগবানের মার্জ্জনা পাইতেছে। অহিন্দুরা হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়াই মনে করা যাইতে পারে না যে, যে অহিন্দু নিয়ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিল, শুধু হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত হইবার ফলেই সে পরম-ধার্ম্মিক হইয়া যাইবে এবং শুদ্ধির গুণে তাহার পূর্ব্বপাপ-খণ্ডন হইয়া যাইবে। যদি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বজীবনের সকল পাপ ক্ষয়িত হইয়া যাইত, তাহা হইল জগতের লোকের আর ভাবিবার ছিল না। বাল্য অবধি যৌবন পর্য্যন্ত নিয়ত পাপাসক্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

থাকিয়া তারপর খৃষ্টান হইলেই যীশুখৃষ্ট পূর্ব্বপাপের দায় লইতেন, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। আবার প্রৌঢ় পর্য্যন্ত নানা অসৎ কার্য্য করিয়া তারপর মুসলমান হইলেই খৃষ্টান-জীবনের পাপটুকু ভগবান্ নিজের স্কন্ধে লইতেন, সুতরাং এবারও মুস্কিল-আসান হইত। তারপর বার্দ্ধক্যে মরণের দিনে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু হইয়া কাশীতে বা প্রয়াগে গঙ্গাগর্ভে অন্তর্জ্জলী করিতাম, তাহা হইলে মুসলমানী জীবনের সকল পাপের দায় মা-গঙ্গার ঘাড়ে পড়িত। এই ভাবে আমার সমগ্র জীবনের পাপ বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাস্য দেবতারা নিজ নিজ ভাগমত ভোগ করিতে থাকিতেন, আর আমি প্রত্যেককেই অষ্টরম্ভা দেখাইয়া সুখে স্বর্গবাসী হইতাম।

মোট কথা, তোমার পাপ দূর করিবার ক্ষমতা এজগতে কাহারও নাই, যদি না তুমি শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে শিখ। ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিখিলেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের বাহুতে তোমাকে উদ্ধার করিবার শক্তি আসিবে। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে একটুকরা পাথরও তোমাকে উদ্ধার করিতে পারে, পাপের পরিত্রাণ দিতে পারে, দুঃখের নিঃশেষ করিতে পারে। আর ভগবানকে না ভালবাসিলে, মসজিদ, মন্দির, গীর্জ্জা প্রভৃতি আস্ত গিলিয়া খাইলেও তোমার পাপ-প্রবৃত্তি দূর হইবে না। মনে মনে অন্ধ জীব ভাবে, দেবতার দুয়ারে যখন মাথা খুঁড়িয়াছি তখন পাপের নিঃশেষ হইল। কিন্তু তাহা ত' নহে। খুনীরা কাশী, বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিয়া আবার যদি খুন করে?

ডাকাতেরা জেরুজালেমে যীশুর পূণ্য লীলাভূমি দর্শন করিয়া আবার যদি আসিয়া দুর্ব্বলের কষ্টার্জ্জিত অন্ন কাড়িয়া খায় ও মক্কা হইতে হজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কোনও লম্পট আবার যদি গৃহস্থের কুল-বধূকে টানিয়া আনিয়া তাহার সতীত্বের অমর্য্যাদা করে? বলিতে কি হইবে না যে, তীর্থযাত্রা তাহার এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে? আসল কথা, ভগবান্‌কে যে ভালোবাসে না, তাহার পাপ ও পাপানুরক্তি দূর হইতে পারে না। তাই, প্রয়োজন ভগবান্‌কে ভালবাসা, নিঃশেষে ভালবাসা।

তোমরা আজ সন্তানের পিতামাতা হইতেছ। তোমাদের আজ নিষ্পাপ হইতে হইবে। নতুবা সন্তানগুলি কল্যাণ-লাভে বঞ্চিত হইবে, মনুষ্যত্বে দীন রহিবে। এই নিষ্পাপতার সাধনা চান্দ্রায়ণ-ব্রতেও তত হইবে না, তীর্থপর্য্যটনেও তত হইবে না, যত হইবে চিত্তার্পণপূর্ব্বক ভগবানের নামজপে। ভগবানের নামজপে চিত্তের পাপানুরাগ হ্রাস পাইবে, আত্ম-সংযমের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে। কারণ, ভগবানের নাম তোমাকে ভগবান্‌কে ভালবাসিবার রুচি দিবে, ক্ষমতা দিবে। আর, ভগবান্‌কে যদি একবার ভালবাসিয়াছ, তাঁহার জন্য চিত্তে যদি একবার আবেগ অনুভব করিয়াছ, তাহা হইলেও দেখিবে, এক তীর্থে তুমি শত তীর্থের ফল পাও, এক ধর্ম্মে তুমি সকল ধর্ম্মের স্বাদ পাও, এক ব্রতে তোমার সকল ব্রতের উদ্‌যাপন হয়। কারণ, তোমার পাপাগ্রহ, পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি প্রভৃতি ভাগবানেরই নামের বলে দূর হইয়া যাইতেছে। এবং ইহাই তোমার অবলম্বিত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, যাহা মানুষের পাপ প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে না বা করিতে পারে না।

প্রকৃত ধর্ম্ম সেখানেই বাঁচিয়া আছে, যেখানে ভগবানের প্রতি প্রেম আছে। ভগবৎ-প্রেমিক পরের মন্দির ভাঙ্গিতে আগ্রহ করেন না, নিজের প্রাণের প্রভুটীকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁহার প্রভু নিজ হাতে তাঁহার চিত্তটীকে শুদ্ধ ও আবিলতা-প্রমুক্ত করিবার ভার লন। তোমরা আজ ভগবৎ-প্রেমিক হও এবং ভগবানের নামের মধ্য দিয়া পাপ-প্রবৃত্তির সমূল উচ্ছেদ সাধন কর।

* * * আমার স্নেহের মাকে কয়েকদিন পর এক পত্র দিতেছি, বর্ত্তমানে অবসরের অভাব। স্নেহের মা হয়ত আমার পত্রের অনেক কথা প্রথম সময়ে বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং পত্রগুলি উভয়ে মিলিয়া আলোচনা করিয়া পড়িও। ইহাতে উভয়েরই লাভ হইবে। অল্প-শিক্ষিতা একটী মেয়ের কাছে পত্র দিতেও আমার লেখনীমুখে কত কথাই আসিয়া পড়ে, যাহা হয়ত আমার স্নেহের মা দুই চারি বৎসর পরে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আবেগ প্রশমিত করিতে পারি না। একটী বালিকা যে দেশের কতবড় ভবিষ্যৎ গড়িতে পারেন, তাহা ভাবিয়া অনেক সময় আমি নিরতিশয় চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া পড়ি। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ প্রতাপ সিংহ এই দেশে আসিবেন, এই সুখস্বপ্ন আমার সমগ্র জীবনটাকে ঘিরিয়া

রহিয়াছে। জেরুজালেম অপেক্ষা ভারতকে প্রিয়তর বিবেচনা করিয়া অনাগত যীশুরা ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মরিবার জন্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত অমর মৃত্যু মরিবার জন্য, এই ভারতের পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন—এই আশা আমি নিমেষের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। যেখানেই যাই, বালিকা বিদ্যালয়গুলির দুয়ারে আমি যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া থাকি। আমার চিত্ত যেন চিৎকার করিয়া বলে,—"কৈ মা তোরা রাণা-প্রতাপ-প্রসবিনী বীর জননীরা, তোরা মস্তকের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত কর্ মা, আত্ম-প্রকাশ কর্ মা, তোদের প্রবীরকে, তোদের অভিমন্যুকে, তোদের লব-কুশকে, তোদের বভ্রুবাহনকে, তোদের ভীমার্জ্জুনকে, তোদের বাদলকে, তোদের পুত্তকে আজ অক্ষয় স্বর্গের সুখনিকেতন হইতে টানিয়া আনিয়া ভারতের পুণ্যপীঠে পুনর্ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রলুব্ধ কর্ মা।" আমার চিত্ত আর্ত্তকণ্ঠে বলে,—"আর ত' মা ক্লীবতার অপবাদ বহিতে পারি না, আর ত' ভীরু কাপুরুষ রহিয়া নর-জন্মকে মেষজন্মের তুল্য ভাবিতে পারি না, নিজেদের অক্ষমতার দারুণ বৃশ্চিক-জ্বালা আর যে নির্ব্বিচারে সহিতে পারি না মা; দুর্ব্বল, অধম, বাক্যবিলাসী আমরা ক্ষিপ্ত দানবের উন্মত্ত অত্যাচার আর ত' উদাসীন দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না মা, মান মর্য্যাদা-গৌরব, ধ্যান-ধারণা-ধর্ম্ম, জ্ঞান-পুণ্য-মনুষ্যত্ব, সব কিছু পিশাচ-পদ-দলিত দেখিয়া যে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না মা।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তোরা আজ মহা-হুঙ্কারে জাগিয়া ওঠ্ মা, সন্তানদের বক্ষে বজ্র হানিয়া—তাদের মন্ত্রচৈতন্য দান কর্ মা।”

নারীজাতির কথা ভাবিতে আমার যে আরও কত কথা চিত্তে জাগে, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? আমার প্রাণের কথা বলিবার যে ভাষা পাই না।

* * * *

গান ত' লিখা হইতেছে, অনেকে গাহিতেছেও, কিন্তু এই গান কাহার মনে প্রলেপের মত লাগিয়া থাকিবে? ব্রহ্মচর্য্যহীন, নিত্যবীর্য্যক্ষয়-পরায়ণ, সতত-অসংযত মানুষগুলির মস্তিষ্কে কি উচ্চভাব ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকে? যেখানে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব সর্ব্বত্র সকল চেষ্টার স্থায়িত্বকে অসম্ভব করিতেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কর্ম্মীরা সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু সমিতি টিকে না কেন? দেশের জনশক্তিকে পাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত করিয়া তোলা যাইতেছে না কেন? * * * আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যুবকশক্তিকে চরিত্রবান্ ও বীর্য্যবান্ করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত ভাবে চেষ্টা করিবার আগে, যতই আমরা দেশ-সেবার আয়োজন করি না কেন, দশভুজার নামে নিবেদন করিবার আগেই আমাদের যত নৈবেদ্য মূষিকে উচ্ছিষ্ট করিবে। বারংবার বলিতেছি,—ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র; ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড; ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তির মূল উৎস। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন-সাধনার ভিত্তিমূলে আনিয়া প্রতিষ্ঠা কর।

ভাল আছি। তোমাদের কুশল জানাইও। ইতি—

শুভাপ্রার্থী

স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

কল্যাণবরেষু ঃ—

* * * গৃহীদের পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি অত বিরাগ অস্বাভাবিক মনে হয়। সন্ন্যাসীরা দারপরিহার করিয়া এমন জীবন-পন্থা লইয়াছেন, যাহাতে স্ত্রীজাতির কোনও সংস্পর্শ আদৌ না রাখিলেও তাহাদের চলে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা তাহা নহে। সুতরাং যেখানে একজন সন্ন্যাসী স্ত্রীলোককে “নরকের দ্বার” বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, তুমি সেখানে তাহা করিতে গেলে অশোভন ও অসঙ্গত হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষেও যে ঘৃণা করাটা খুব শোভন ও সঙ্গত হইবে, তাহা নহে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে আরও অধিক অশোভন ও অসঙ্গত হইবে। কারণ, সন্ন্যাসীর সাধন স্ত্রীজাতিবর্জ্জিত, তাঁহার সাধন-ভজনের পূর্ণতাসম্পাদনে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু গৃহীর অবস্থা অন্যরূপ। তাহার সাধন-ভজনে নারীর সাহচর্য্য একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা না পাইলে তাহার সাধন-ভজন অপূর্ণ থাকে। সন্ন্যাসী ঘৃণা করিয়া নারীজাতির সংস্পর্শ বর্জ্জন করিলে তাহার সাধন-ভজন বন্ধ হয় না, গৃহীর হয়।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

গৃহীর চাই প্রতিপদে সহধর্ম্মিণীর সহায়তা। সে যদি নারীকে "নরকের দ্বার" বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে থাকে, তবে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে, স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বহ বোঝা রূপে গ্রহণ না করিয়া সকল দুঃখপ্রশমনকারিণী, বেদনা-নিবারিণী, সন্তাপহারিণী স্বর্গীয় তাপসী মূর্ত্তিতে নিত্য-সঙ্গিনী-রূপে তাহাকে পাইবার চেষ্টা করা।

তুমি যখন ইহার উত্তরে আমাকে বলিবে,—"স্ত্রীকে যে নিত্যসঙ্গিনী-রূপে পাই না, সে আমায় অনিত্যের দিকেই টানে, অনিত্যের প্রতিই আকৃষ্ট করে আমার অনিত্য-সঙ্গিনীই হইতে চায়।" অধিকাংশ গৃহীর পক্ষে একথা যে সত্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু মানুষ যখন ছোট হয়, তখন সে নিজের কোনও দোষই যে দেখিতে পায় না, পরন্তু নিজের দায় পরের ঘাড়ে ফেলিতে ভালবাসে, এই কথাটাও পুরুষদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় মনে হয়। আধুনিক পুরুষের মতিগতির চপলতা অনেকটা নারীর আত্মস্থতাহীনতার জন্যই যে দায়ী, একথা স্বীকার করিবার সঙ্গে একথাই বা না কহিয়া পারি কৈ যে, নারীর এই অনাত্মস্থতাও পুরুষদের চরিত্র-বলহারক সংসর্গেরই অপরিহার্য্য ফল।

বিবাহের পূর্ব্বে সুশিক্ষিতা হইয়া আসেন নাই, ইহা কি বালিকা বধূর নিজের দোষ, না, তাঁহার পুরুষপিতার দোষ? যাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া আসেন, তাঁহারাও যে প্রকৃত সংযম দায়িনী সৎশিক্ষা পান নাই, তাহা কি বধূর দোষ, না পুরুষ

সমাজ-সংস্কারকদের স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তন-কালীন দৃষ্টি-দৈন্যের দোষ? যিনি বা ভাগ্যগতিকে সংযমের শিক্ষা লইয়া স্বামি-গৃহে আসিলেন, তিনিও যে নিজ ব্রত, নিজ সঙ্কল্প, নিজ শুদ্ধতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন না, প্রথমে বিদ্রোহ করিয়া, শেষটায় বিনা বাক্যব্যায়ে নৈতিক দুঃখ সহিয়া জীবনটা ব্যর্থতাময় দেখিতেছেন, তাহাও কি ঐ বালিকা বধূর দোষ, না তাঁহার পরম অসংযমী, পরম অব্রহ্মচারী অজিতেন্দ্রিয় স্বামীটীর দোষ?

নারীজাতি পুরুষজাতির নিত্যসঙ্গিনী হউন, এই সদাকাঙ্ক্ষা লইয়া পুরুষজাতি অধিক শ্রম করে নাই। চিরকালই অধিকাংশ পুরুষ নারীকে তাহার অনিত্য সুখের সঙ্গিনীরূপে চাহিয়াছে, নারীর রক্তমাংসকে চাহিয়াছে, কদাচিৎ বা কবি-হৃদয় দু' একজন নারীর কোমলতা, মধুরতা, কারুণ্য, স্নেহ ও পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতিতেও মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু নারীর বুকের ভিতরে যে মানুষটী লুকাইয়া আছেন, যিনি মানুষ নাম ছাড়া অন্য নামে পরিচয় চাহেন না, যিনি জাতিলিঙ্গের অতীতে থাকিয়া জাতিলিঙ্গকে কল্যাণপথে নিয়মিত করিতেছেন, সেই মানুষটীকে পাইবার জন্য কয়জন পুরুষ, বাস্তবে প্রয়াস করা ত' দূরেরই কথা এমন কি দু একটা স্বপ্ন মাত্রও দেখিয়াছেন? নারীও যে মানুষ, একথা শুনিলে ত' পুরুষ জাতির হাসিই পায়। আর যাহারা সভাস্থলে একথাটা স্বীকার করে, চাই কি দু' একঘণ্টা নারীর মনুষ্যত্ব-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাও করে, তাহারাই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ঘরে ফিরিয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকট করিতে অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করে না।

সুতরাং স্ত্রীজাতিকে শুধু গালি দিলেই চলিবে না। নিজের স্বার্থের কাছে দীর্ঘকাল নারীজাতির মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করা হইয়াছে, এখন নিজেদের স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া নারীর মনুষ্যত্বকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। স্বভাবতঃ নারী-জাতি পুরুষের মুখাপেক্ষিণী এবং এই কারণেই নারীর জন্য পুরুষের স্বার্থত্যাগস্পৃহা থাকা উচিত অধিক পরিমাণে।

নারীর মেরুদণ্ডকে সরল করিয়া ধর, তাহাকে তাহার নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে দাও, তাহাকে তাহার অবগুণ্ঠিত মনুষ্যত্বকে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে দাও। সে আজ পুরুষের সহযোগিতায় জগতের মঙ্গল-বিধায়িত্রী হৌক, সে আজ উন্মত্ত শয়তানকে দমন করিতে শিখুক, সে আজ বাক্য-বীরদের লালসার আগুণ নিজ সাধনার শান্তিবারিতে নিবাইয়া দিতে সমর্থ হউক। একাধারে নারী প্রেমের প্রতিমা ও মহা-শক্তির উৎসস্বরূপিনী হউক।

তোমার প্রশ্ন আমাকে সকলেই করিবে জানি। কারণ, বহির্ম্মুখ জীব অন্তরের সহিত যোগ হারাইয়াছে, ভগবানে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তবু বলিব, ভগবান্, ভগবান্, একমাত্র ভগবানই সকল সমস্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। ভগবদ্বিশ্বাসের শক্তিতেই নারীর মেরুদণ্ড সরল হইবে,—শুধু লেখাপড়া, শুধু পণ্ডিতি মেরুদণ্ডের সারল্য-বিধানে অতি

অকিঞ্চিৎকর সহায়তাই করিতে পারে। শিক্ষিতা নারী ভগবানে বিশ্বাস করিলেই আমি তাহাকে সুশিক্ষিতা বলি, শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপত্র-সংগ্রহে পটুত্বকেই আমি শিক্ষার চূড়ান্ত মনে করি না। ভগবদ্বিশ্বাসই আমি শিক্ষার প্রথম কথা মনে করি, এই ভগবদ্বিশ্বাস যাহাতে কুসংস্কারের আবেষ্টন হইতে নিজেকে নিয়ত মুক্ত রাখিতে পারে, তৎকল্পে জ্ঞানার্জ্জন আমি দ্বিতীয় কথা মনে করি এবং ভগবদ্বিশ্বাস যাহাতে কুলসংক্রামিত কতকগুলি ধারণাতেই পর্য্যবসিত হইয়া না পড়িতে পারে, ভগবান্‌কে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেন প্রত্যক্ষও করা যায়, তাঁহার মহিমা, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব, তাঁহার অনির্ব্বচনীয়ত্ব শুধু শাস্ত্রের শ্লোকে আবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে প্রতিনিয়ত অনুভবগম্য হইয়া বিশ্বাসকে দিনের পর দিনে, ক্ষণের পর ক্ষণে দৃঢ়তরই করিতে থাকে, তাহার জন্য ভগবৎ-সাধনা আমি শিক্ষার তৃতীয় এবং শেষ কথা মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাই সেই আদর্শ শিক্ষা, যাহা যুগে যুগে মানবজাতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহাই সেই সর্ব্বাভীষ্টদাত্রী মহনীয়া শিক্ষা, যাহা ভারতবর্ষের যাবতীয় দুঃখ, দৈন্য, গ্লানি, অপরাধ, অবসাদ, ক্লৈব্য বিদূরিত করিয়া জগতের সমক্ষে তাহাকে পূর্ণ গৌরবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইতে সামর্থ্য দিবে।

* * * *

অত্র কুশল। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ত্রয়োবিংশ পত্র

স্নেহাস্পদঃ—,

দান করিবার বেলা ভগবান্ অপর সকল প্রাণী অপেক্ষা মানুষের প্রতি যখন অধিকতর মুক্তহস্ত হইয়াছেন, তখন প্রাপ্ত সম্পদ যে মানুষ সম্যক্যরূপে সদ্‌ব্যবহারে আনিতে পারিয়াছে, ভগবদ্দত্ত বৈশিষ্ট্যগুলির এক কণাও যে অব্যবহারে নষ্ট বা অযথা অপব্যয়িত হইতে পারে নাই, এই হিসাব দেওয়ার দায় মানুষেরই অধিক। দাতা দানের বেলা যতই সর্ত্ত-চুক্তি এড়াইয়া চলুন, যতই তিনি উদার ও নিষ্কাম হউন, যে তাহা গ্রহণ করিবে, হিসাবের দায়িত্ব হইতে সে নিষ্কৃতি পায় না। দাতা যদি হিসাব চাহেন না বলিয়া পরিষ্কার জবাবও দিয়া দেন, তথাপি, গ্রহীতার নিজ অন্তরাত্মার তৃপ্তির জন্য হিসাব দিতে হয়।

ভগবান্ মানুষকে এমন অনেক কিছু দিয়াছেন, যাহা তিনি পশুকে দেন নাই, পক্ষীকে দেন নাই, সরীসৃপকে দেন নাই, অথবা যাহা সকলকে দিয়াছেন, তাহারও বণ্টনকালে মানুষের প্রতি অধিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্যই মানুষকে জীবন-ধারণে, জীবন-পরিচালনে, সৃষ্টি-সংরক্ষণে এবং জীবন-পরিত্যাগে পশু, পক্ষী ও সরীসৃপদের অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে পৃথক্ থাকিতে হইবে। ইহা তাহার দান-গ্রহণের দায়, হাত পাতিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ-সমূহ তুলিয়া লইবার দায়,

জীবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবার দায়। জন্মিবার সময়ে যখন বড় হইয়া জন্মিয়াছ, তখন তোমাকে জীবনের প্রতিক্ষণে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বড় বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার তোমার প্রকৃতই আছে।

এই কথাটুকু আগে বুঝিয়া লও। তার পরে ইহাকে তোমার বিবাহিত জীবনের উপরে প্রয়োগ কর। তাহা হইলেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের উপরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে, আর ভারতবর্ষীয় মানবজাতি আমার চক্ষুর সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার ইহজীবনের স্বর্গ এই ভারতভূমি আমাকে সকল দেশের অপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করিতেছে। কিন্তু আজ স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, ভারতবর্ষ জগৎ ছাড়া নহে, জগৎও ভারতবর্ষ বাদ দিয়া নহে।

তাই, যাহা আমি একটী ব্যক্তির জীবনের পরমকল্যাণ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার সহিত সমগ্র দেশের কল্যাণের বিরোধ পাইতেছি না; যাহাকে আমার জন্মভূমি ভারত-ভূমির পরমকল্যাণ বলিয়া বুঝিতেছি, তাহার সহিত বিশ্ব কল্যাণের অসামঞ্জস্য দেখিতেছি না। তোমার এই যে ব্যক্তিগত একটী জীবন, তাহারই সার্থকতার মধ্যে দেশ ও জগতের সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি।

তুমি বিবাহিত বলিয়া জগতের ভবিষ্যতের সঙ্গে তোমার এক নিরবচ্ছিন্ন যোগ রহিয়া গিয়াছে, ঠিক্ তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের সহিত তোমার যেমন করিয়া যোগ রহিয়াছে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তাঁহারা যাহা যুগের পর যুগ অপরিসীম শ্রমের ও অধ্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি তাহার পুঞ্জিত অবদান লইয়া জগতে আসিয়াছ। আবার, তাঁহাদের সাধনায় যেখানে অপূর্ণতা ছিল, যেটুকু ত্রুটী ছিল, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া, ত্রুটীহীন করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়ের হাতে তোমাকে তুলিয়া দিতে হইবে।

ভোগসুখ-কামনার বিষকে তোমরা যদি নিজেদের জীবন হইতে দূর করিয়া দিতে পার, তাহা হইলেই পশু হইতে তোমাদের প্রকৃত পার্থক্য বজায় থাকিবে। তাহা হইলেই তোমরা ভগবানের দানকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং নিজেরা নিজেদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও পুষ্টিলাভ করতঃ তাহা জগৎ-জনার তরে মুক্তহস্তে অকাতরে বিলাইতে পারিবে। গ্রহণ করার মধ্যে জীবনের লক্ষণ যতটুকু পরিস্ফুট, দান করার মধ্যে তাহা ততোধিক সুবিকশিত। ভগবানের দানকে গ্রহণ করিবার মধ্যে তোমার যতখানি সার্থকতা, ভগবানের দানকে ভগবানেরই কাজের জন্য বিলাইয়া দিবার মধ্যে তোমার তার চাইতে বহুগুণ অধিক সার্থকতা।

ভোগসুখী মানব-মানবী ভগবানের দানকে গ্রহণ করিতে পারে না। যাঁহার দান অবিরলভাবে বর্ষিত হইতেছে, ভোগসুখী মানব-মানবী তাঁহার দানরাশিকে দেখিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, তাই তাহার সদ্ব্যবহারও করিতে সমর্থ হয় না। ভোগসুখ-প্রার্থনা যাহাদিগকে অন্ধ, আতুর ও অকর্ম্মণ্য করে নাই, তাহারাই ভগবানের দানকে মাথায় তুলিয়া লইতে

পারে এবং যাহা ভগবান্ একজনকে দিয়াছিলেন, তাহা আবার দশজনের মধ্য দিয়া জগতে বিলাইয়া দেয়।

"একোঽহং বহু স্যাম্,—একা আছি, আমি বহু হইব",—ইহা কাহার না প্রাণগত প্রেরণা? এ জগতে কে একা থাকিতে চায়? সৃষ্টির ক্ষমতা, সৃষ্টির আনন্দ ও সৃষ্টির অধিকার হইতে কে বঞ্চিত থাকিতে চাহে? কে না চাহে আমার আমিত্ব নিয়ত প্রসারিত হউক, আমার সসীম সত্তা অসীমের পানে বিসর্পিত হউক? কিন্তু বিষজর্জ্জর তরু কেমন ফলফুল উপহার দিবে? বিষাক্ত বীজ ও বিষাক্ত ভূমি হইতে কোন্ মধুময় শোকতাপহারী অমৃত ফলের উদ্ভব হইতে পারে?

বর্ত্তমান মানবসমাজের অবস্থা বিষজর্জ্জর ভূমিতে অঙ্কুরিত বিষজর্জ্জর বীজের বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন ফলের ন্যায় নিতান্ত বিস্বাদ, অহিতকারী ও দুঃখবহুল হইয়াছে। ভোগান্ধ মানবমানবী মহার্ঘ্য দানগুলিকে গণনায় না আনিয়া জৈব-ধর্ম্মের উপরে নিজেদের জীবনকে ন্যস্ত করিতেছে এবং ভূমাকে গ্রহণে অক্ষম হইয়া দানেও অক্ষম রহিতেছে। যে যাহা গ্রহণ করে, সে তাহাই দিতে পারে। যে যাহা সঞ্চয় করে, সে তাহাই বিলাইতে পারে। মানবমানবী দুঃখমূল ভোগসুখকে গ্রহণ করিতেছে, দুঃখমূল ভোগসুখকেই সঞ্চয় করিতেছে এবং দুঃখমূল ভোগসুখই বিলাইতেছে। কিন্তু ভোগসুখ যে মানুষের প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না, একথার সাক্ষ্য ত' অনাদি কাল হইতে প্রত্যেক ভোগসুখী প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভোগকে চাহিয়া দুঃখকেই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ইহারা গ্রহণ করিয়াছে, দুঃখকেই ইহারা সঞ্চয় করিয়াছে, দুঃখকেই ইহারা বিতরণ করিয়াছে। যেখানে কল্যাণকে গ্রহণ করিবার, সঞ্চয় করিবার ও বিতরণ করিবার অধিকার ইহাদের প্রত্যেকের ছিল, সেখানে ইহারা অকল্যাণকেই প্রসারিত করিয়াছে। যেখানে নিজেরা প্রাণ ভরিয়া ইহারা সুখের হাসি হাসিতে পারিত, জগৎকেও হাসাইতে পারিত, সেখানে ইহারা অসহনীয় বেদনায় কাঁদিয়াছে এবং জগৎকে দুঃখার্ত্ত ও যন্ত্রণাহত করিয়াছে।

আজ মানব এবং মানবীকে ভোগবিষমুক্ত হইতে হইবে। যাহা করিলে প্রত্যেকের মধ্যে অমৃতের রুদ্ধ উৎস খুলিয়া যায়, আজ তাহা করিতে হইবে। বিষাক্ত ভূমিকে ত্যাগের অনলে পোড়াইয়া বিষ-নির্ম্মুক্ত করিতে হইবে এবং তারপরে তাহাতে নির্দ্দোষ, অটুট ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বীজকে বপন করিতে হইবে। বিষদিগ্ধ বীজকে সর্ব্বপ্রযত্নে হলাহলপ্রমুক্ত করিয়া তার পরে তাহাকে উপযুক্ত ভূমির অন্বেষণে চেষ্টিত হইতে হইবে। যে ভূমির বিষ কিছুতেই দূর হইবার নহে, তাহাতে চাষ-দানে বিরত হইতে হইবে। যে বীজের বিষ কিছুতেই দূর হইবার নহে, তাহাকে ভূমিসংস্পর্শ হইতে সযত্নে দূরে রাখিতে হইবে।

ইহাই মনুষ্যসমাজে উন্নতিলাভের মৌলিক পন্থা। বালক-বালিকা আগে মানুষ হউক, নিজেদের ভিতরের ভালমন্দ ওজন করিয়া দেখিতে শিখুক এবং সীমিত আমিত্বকে প্রসারিত করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থাগুলিকেই গ্রহণ করিয়া নিকৃষ্টগুলিকে বর্জ্জন করিতে শিখুক। ইহাই প্রাচীন যুগের গুরুকুলের লক্ষ্য ছিল।

গুরুকুল শুধু সন্ন্যাসীই গড়িত না, গৃহীও গড়িত, বরঞ্চ সন্ন্যাসীর অপেক্ষা গৃহীই গড়িত অধিক সংখ্যায়। কিন্তু যখন হইতে গুরুকূল উঠিয়া গেল, তখন হইতেই মানবমানবী গৃহীজীবনের সুখশান্তিতে অনাস্থা করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই সন্ন্যাসের গৈরিক পতাকা দুঃখদগ্ধ জীবের শান্তিলাভের একমাত্র উপায় হইল। আমি পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, যে দিন হইতে গৃহীদের জীবনে যথার্থ সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুকুলের পুনঃস্থাপনা হইবে, সেইদিন হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি ধাবিত যাত্রীদের সংখ্যাহ্রাস ঘটিবে। শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী দিয়া দেশ সংখ্যানুপাতে উপযুক্তরূপ লাভবান্ হইতেছে না, সন্ন্যাসেরও গৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে না। গৃহীরা যদি নিজেদের জীবনকে শান্তি-লাভের ও ভূমাসুখপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া গড়িতে পারেন, তাহা হইলে স্বল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীই সন্ন্যাসের গৌরবকে রক্ষা করিতে পারিবেন এবং পরিমিত সংখ্যক ত্যাগী সন্ন্যাসীই লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর অপেক্ষা অধিকতর দেশসেবা ও জগৎকল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন।

তবে অতীতের গুরুকুল প্রধানতঃ পুরুষদিগের জন্য ছিল, ভবিষ্যতের গুরুকুল স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য হইবে। ব্রহ্মবিদ্যার সাথে ব্যবহারিক বিদ্যায় উভয়কে অধিকারী করিতে হইবে। উভয়ের মধ্য হইতে অকল্যাণকে উৎপাটিত করিয়া উভয়েরই মধ্যে কল্যাণজননের শক্তি বিকশিত করিতে হইবে। পশুভাবের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যে রাজত্ব আজ জগৎ জুড়িয়া মনুষ্য-সমাজে চলিতেছে, তাহার অবসান এইভাবে করিতে হইবে। বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্বজদিগের পোষিত সকল সঙ্কীর্ণতা তোমরা পরিহার কর এবং বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বল, গৃহীদের প্রতি সন্ন্যাসী-সমাজের যে বদ্ধমূল ছোট ধারণাগুলি রহিয়াছে, তাহাকে তোমাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তোমরা সমূলে উৎখাত করিবে, বিবাহিতদিগের প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে, তাহাদিগের সকল বিরুদ্ধ-সমালোচনাকে তোমরা দৃষ্টান্তের বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিবে। আর্ত্তত্রাণ নহে, আত্মত্রাণই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা আজ তোমাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া গার্হস্থ্য-গ্রহণে সাহসী হউক। অত্র শুভ। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

নিয়তশুভাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

চতুর্বিংশ পত্র

নিত্যাশীর্ভাজনেষু ঃ—

* * * সবগুলি প্রশ্নকে মোটের উপর তিনটী প্রশ্নে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মানুষ যে বিবাহ করিয়া সামাজিক জীবে পরিণত হয় এবং পশ্বাদির ন্যায় নির্লিপ্ত না থাকিয়া সান্তানিক দায়িত্বের গুরুভার বহন করে, ইহা দ্বারা মনুষ্যসমাজ বিশেষ কি লাভ পাইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ,

বিবাহের দায়িত্ব পারস্পরিক কি না, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অধীন কি না, না—একজন একেবারে স্বতন্ত্র বা বেপরোয়া এবং আর একজন চিরকালই পরতন্ত্র বা পরাধীন। তৃতীয়তঃ, বিবাহিত জীবনে উপেক্ষা করিয়া যে আনন্দের আকর্ষণে মাঝে মাঝে তপস্বী ও তপস্বিনীরা সংযমশুদ্ধ পবিত্রতা মণ্ডিত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, গৃহ পরিত্যাগ না করিয়াও তাহা লাভ করা সম্ভব কি না।

বিস্তারিত উত্তর এখন দিতে পারিব না। তবে, সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ—একটী ছাগল-ছানার জন্ম হইল। জন্মদাতা তৃণক্ষেত্রে চরিতে চরিতে সহসা এই নবাবির্ভূত প্রাণীটীকে সকৌতুকে একবার দেখিয়া লইয়া আবার পূর্ণ মনোযোগে ঘাস খাইতে লাগিল। প্রসবিত্রী সন্তান প্রসব করিয়া স্নেহভরে শাবকের গা চাটিতে লাগিল এবং কয়েকদিন দুগ্ধদানও করিল। এদিকে শাবকটী আস্তে আস্তে কচিঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, জননীও ধীরে ধীরে শাবকের সংশ্রব পরিত্যাগ করিল। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, মাই ছাড়িবার পর হইতে জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নবজাত শাবকের সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিতে হইল এবং সর্ব্বপ্রকার সহনশীলতা তাহাকে স্বভাব হইতে সংগ্রহ করিতে হইল।

কিন্তু মনুষ্য পিতা তাহার পত্নীগর্ভজাত নবপ্রসূত শিশুকে দেখিয়া উদাসীন বা সকৌতুক-নেত্রে একবারটী তাকাইয়াই

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অমনি তৃণ ভক্ষণে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁর চিত্তে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। শিশুর সুখ-সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থকে ছাটিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া লইলেন। মনুষ্য-মাতা নবজাত সন্তানকে দুই চারি দিন স্তন্যদুগ্ধ দান করিয়াই তাহাকে কয়েক দিন পর চরিয়া খাইবার স্বাধীনতা দিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে শৈশবে দুগ্ধ দিয়া, কৈশোরে অন্নব্যঞ্জন দিয়া, যৌবনে সংসার গড়িয়া দিয়া এবং প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ দিয়া পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, দুধ ছাড়িবার পর হইতেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার যে ক্ষমতা অপরাপর বহু জীবজন্তুর রহিয়াছে, মানুষ তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, মাতা-পিতার আদরের ফলে মানুষ প্রকৃতির সামান্য অনাদর সহিতেও অক্ষম হইল।

এই দুইটির তুলনা করিলে প্রথমতঃ আমাদের ইহাই মনে হইতে চাহিবে যে, পশুরাই বুঝি জিতিয়াছে, মানুষেরা ঠকিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি, যে শিক্ষার বলে মানুষ প্রকৃতির উৎপীড়ন-সহনে পশুর অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অক্ষম হইয়াও আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক এই উভয় পথেই প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়াছে, সেই শিক্ষা পিতা-মাতারই স্নেহের ফল, তখন বুঝিতে পারি যে, মানুষ ঠকিয়াও কি ভাবে জিতিয়াছে।

ইহা গেল প্রশ্নের উত্তর। এখন আলোচনা করা যাউক।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আচ্ছা বলিতে পার, মানুষের শিক্ষা, মানুষের সংসর্গ ছাড়া হইতে পারে কি না? শিক্ষালাভার্থীর পক্ষে পর্ব্বতগুহাবাসী হওয়া ভাল, কি, জনারণ্যবাসী হওয়া সঙ্গত? উত্তর বোধহয় হওয়া উচিত যে, মধ্যপন্থী হওয়া ভাল। মানবসংশ্রবহীন মানব মানবীয় শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। আবার অগণিত জনসংসর্গের কুফল এই যে, সংসর্গিত মানবগণের জীবনের উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা-সমূহ আয়ত্ত হয় না, তাহাদের জীবনের ভাসা-ভাসা দিক্‌টাই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে এবং গভীর দিক্‌টায় দৃষ্টিসঞ্চালনের অনভ্যাস জন্মে। ইহা হইতেই বুঝিয়া লইতে হইবে, শিক্ষার্থী মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্র জনহীন হিমালয়-গুহাতেই হইবে, না, জনাকীর্ণ বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় হইবে। সাময়িক প্রয়োজনে কখনও কখনও এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কেহ কেহ গুহাবাসী বা নগরবাসী হইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষা-জীবনে কর্ম্ম যদি আমাদিগকে করিতে হয়, কর্ম্মের সাধনার মধ্যে দিয়া মানবীয় মহত্ত্বের চূড়ায় যদি আমাদিগকে আরোহণ করিতে হয়, তবে পল্লীই আমাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, এইখানেই আমাদের কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা ও রামেশ্বর।

অপর দুইটী প্রশ্ন-প্রসঙ্গে আমার বিস্তারিত মতামত তুমি ইতিপূর্ব্বে নানাভাবেই পাইয়াছ।

তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, শ্রীমতী মাকে তুমি যথাসাধ্য সৎশিক্ষা-লাভে সহায়তা করিও। বিবাহিত-জীবনকে একটা দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত খোশখেয়ালের জীবন বলিয়া

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ভাবিবার দিন অতীত হইয়াছে। এখন ইহাকে ইহার পূর্ণতায় তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ মানবজাতি যাহা তোমাদের নিকটে দাবী করিতেছে, তাহা পূরণ করিবার আয়োজন দেখিতে হইবে। অনাগত শতাব্দীর মানব-সন্তানেরা তোমাদের অপেক্ষা উন্নততর হইবেন কি না, মনুষ্যত্বের মহিমাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সামর্থ্য ও যোগ্যতার সহিত বর্দ্ধিত করিবেন কি না, পূর্ব্বপুরুদের নিকট হইতে যতটুকু সভ্যতার অবদান পাইয়া তোমরা পশু হইতে নিজেদিগকে পৃথক্ ভাবিতে পারিতেছ, তাহারা তদপেক্ষা শতগুণ অবদানের গৌরব করিতে পারিবেন কি না, ইহা আজ তোমাদিগকেই বিচার করিতে হইবে।

লিখিতে লিখিতে সহসা মনে অবান্তর এক প্রশ্ন জাগিল,—"পশুরা মনুষ্য হইতে পৃথক্, এই কথাটার উপরে জোর দেওয়া সঙ্গত হইতেছে' কি না।" আমার হৃদয় বলিল,—"না।" আমার বুদ্ধি বলিল,—"পশুরা ভাষার সম্পদ হইতে বঞ্চিত, তাই, মানুষের সহিত সমান আসন তাহাদের কখনও হইবে না।" হৃদয় উত্তর দিল,—"ভাষার অসম্পূর্ণতাহেতু পশুরা নীচে থাকুক, কিন্তু হৃদয়ের বলে মানবেরা পশুরও আপন হইবে, পশুরও উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিবে।"

ভাল আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

তোমাদের সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদ শুনিয়া আমি প্রকৃতই বড় চিন্তিত হইয়াছি। এখনও তোমরা দেহে, মনে ও জ্ঞানে সন্তানপালনের যোগ্যতা লাভ কর নাই, এই সময়ে পুত্ররূপেই হউক আর কন্যারূপেই হউক, কোনও পুণ্যাত্মা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে তোমরা তাঁহার উপযুক্ত যত্ন করিতেই যে পারিবে না! বাড়িতে অতিথি আসিলে তাহা গৃহস্থের পক্ষে সুখেরই কথা, কিন্তু তাহাকে যদি অর্দ্ধাশনেই বসিয়া থাকিতে হয়, আতিথেয়তা গ্রহণ করিতে গিয়া যদি তাহাকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অশান্তিই ভোগ করিতে হয়, তবে তোমার আতিথেয়তার সার্থকতা হইল কোথায়? অতিথি নারায়ণস্বরূপ, তাঁহার বিন্দুমাত্র অসুখ-অসুবিধা উৎপাদিত হইলে গৃহীর ধর্ম্মনাশ ঘটে।

অবশ্য আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছি না। কারণ, মানুষ-মাত্রেই কোনও না কোনও বিষয়ে দুর্ব্বল থাকে। কিন্তু তোমাদিগকে ইহাও মনে করাইয়া দিতে চাই যে, দুর্ব্বলতা জয় করিবার ক্ষমতাও মানুষের প্রচুর আছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ তাহার বিবাহিত-জীবনকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, যাহাতে তাহার বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি-নিচয় অন্তর্ম্মুখী ও নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বিনী হইতে পারে। সেই উপায় মানুষেরই হাতে।

ইন্দ্রিয়-সংযমের উদ্দেশ্য লইয়া ব্রত, পূজা, উপবাস প্রভৃতি

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ফলপ্রদ বটে, কিন্তু নিয়ত শ্রীভগবানের নামজপ সকল উপায়ের শ্রেষ্ঠ। ব্রতোপবাসাদি অভ্যাসের সহিত নামজপের অভ্যাসে দুরন্ত ভোগপ্রবৃত্তিও উপশমিত হইয়া ধীরে ধীরে চিত্তকে প্রশান্ত ও মহাভাব-ধারণে সমর্থ থাকে। কিন্তু উপবাসের পশ্চাতে যদি ইন্দ্রিয়-সংযমের সঙ্কল্প না থাকে, তাহা হইলে শুধু উপবাসে ফল হয় না।

প্রথম প্রথম পদস্খলনের সম্ভাবনা সকলেরই থাকিতে পারে। কিন্তু আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি স্খলিতচরণ হইতে হয়, তাহা হইলে ক্ষোভ, দুঃখ বা লজ্জার কোনও কারণ নাই। "Not failure, but low aim is crime"—অসাফল্য দোষের নহে, লক্ষ্যের নীচতাই অপরাধ। সংযম ও নিবৃত্তির আশ্রয় লইয়া ভগবান্ শরণ করিয়া চল।

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের জীবন ও নিজের কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে হয়। বিবাহের পর হইতে সন্তানজননের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দম্পতীর পরস্পরের জীবন ও কর্ম্ম-চেষ্টার মধ্যে ভগবানের সন্ধান করিতে হয়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হইবার পরে ভগবান্‌কে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটুকুকে ঐ নবজাত শিশুর মধ্যে কেন্দ্রীকৃত করিতে হয়। ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষরূপে পাইবার ইহাই হইল সহজতম প্রণালী। কল্পনার এখানে অবসর নাই, বাস্তবের মধ্য দিয়াই ভগবানের দরশ, পরশ ও সোহাগ পাওয়া যাইতেছে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

এই কৌশলটুকু জানিয়া লইলে আর মানুষের ভয় কোথায়? ভগবান্‌কে যে প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছে, সে কি বিপদ-আপদকে গ্রাহ্য করে? তার কি চিত্তস্থৈর্য্য বজ্রপাতেও বিনষ্ট হয়?

কিন্তু জীবনের সবটুকু মধু নিঃশেষে পান করিবার সাধ থাকিলে বাল্য-বিবাহ নিবারণ করিতে হইবে, কিশোর ও কিশোরীর জীবনে অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, অশিক্ষিত ও অজ্ঞাতকৌশল অপোগণ্ডদের বিবাহ না দিয়া সুশিক্ষিত কৌশলজ্ঞ ও আত্মরক্ষণপটু ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ঘটাইতে হইবে, বিবাহিত জীবনের সাংসারিক দায়িত্বগুলিকে ছোট করিবার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইবে, উভয়েই সন্তান সংখ্যার অতিবৃদ্ধি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, ভগবৎ-সাধন ভজনের জন্য প্রচুর অবসর পাইবার জন্য ৪।৫ বৎসর অন্তর সন্তান কামনা করিতে হইবে এবং সাধনালব্ধ অটল সংযম-শক্তির বলে যৌন-সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, সন্তানকে মনুষ্যত্ব দান করিবার জন্য ইহাদিগকে নিজেদের জীবনে মনুষ্যত্বের সকল দিকের সকল সাধনা অংশতঃ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ব্যাপার বড় সোজা নহে। কিন্তু ভগবান্‌কে যে বিশ্বাস করে, তাহার নিকটে কঠিন কিছু নাই। সামাজিক মন এখনও ভোগতৃষ্ণার অন্ধ নেশায় টলিতেছে, তাই ব্যক্তিগত ভাবেও এই চেষ্টা অনেক স্থলে পূর্ণ সাফল্য পাইতেছে না। কিন্তু আমি

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি, দশটী যুগল নরনারী যদি নিজেদের জীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইবার তপস্যা আরম্ভ করেন এবং পরস্পর পরস্পরের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইতে থাকেন, তাহা হইলে এই সীমাবদ্ধ চেষ্টার প্রভাব সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সামাজিক মনের মতিগতি ও রুচিপ্রকৃতিকে দিনের পর দিন সংশোধিত করিতে পারিবে। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন গৃহীরা তপস্বীর জীবন পালন করিতেছেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন দম্পতীদের তপশ্চেষ্টার মধ্যে সহৃদয়তার ও সহানুভূতির সংযোগ নাই। এই অভাবটাকে দূর করিতে হইবে। সঙ্ঘ চাই, সঙ্ঘের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জাতি তাহার মুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিবে।

কিন্তু দাম্পত্য সাধকদের সঙ্ঘের কথা মনে করিতে গেলেই সেই তান্ত্রিকযুগের ব্যভিচার ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষের কদাচারের কথা মনে পড়ে। প্রকৃত কথা এই যে, যাহা দম্পতীর মধ্যেই প্রকাশ্য এবং বাহিরের জগতের পক্ষে গোপনীয়, তাহার ভিত্তিতে দল গড়িতে গেলে, তাহাকে শত জিহ্বার আলোচনার বিষয় করিলে, শত নয়নের গোচরীভূত করিলে, তাহাতে ব্যভিচার, কদাচার, কুৎসিত আসক্তি, অধর্ম্ম ও অকৃতি আসিবেই। সুতরাং দাম্পত্য সাধকদের **'সাধন-ভজন'** লইয়া কোনও দল হইতে পারে না। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের শত বন্ধনের বেড়া-জালের মধ্য দিয়াও ভগবান্‌কে লাভ করিতে

হইবে, এই প্রেরণার মূলে গৃহী-সাধকদের সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহারই ব্যবস্থা দেখিতে হইবে।

অসময়ে সন্তান আসিয়া পড়িতেছেন বলিয়া তোমাদের হতাশ হইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পরবর্ত্তী সন্তানটী যেন অলক্ষিতে, অতর্কিতে ও তোমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না আসিতে পারেন, তাহার জন্য তোমাদিগকে আঁটঘাট শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে।

এসেছে যে, নাও তারে কোলে
অতীতের বিফলতা ভুলে।
আসিবে যে তাহারি লাগিয়া,
আপনারে লহ রে গড়িয়া!
বিসরিয়া অতীত পতন
বর্ত্তমান কর সংগঠন।
বর্ত্তমান পৌরুষের বলে।
ভবিষ্যৎ গড় অবহেলে।

তোমরা ভবিষ্যৎকে গড়িবার জন্যই জন্মিয়াছ। অতীতের কাছ হইতে তোমরা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে, বর্ত্তমানের কাছ হইতে কর্ম্মক্ষেত্র সংগ্রহ করিবে কিন্তু তোমাদের জীবনের বীজে, তোমাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সাধনার বারিসিঞ্চনে ক্ষেত্র জুড়িয়া যে অপূর্ব্ব দেবভোগ্য ফল-ফুলের উৎপাদন হইবে, তাহার অধিকারী ঐ অনন্ত ভবিষ্যৎ। অতীত তোমাদের পথপ্রদর্শক কিন্তু তোমরা অতীতের দাস নহ। বর্ত্তমান

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তোমাদের শক্তিপ্রয়োগ ও শক্তিলাভের যন্ত্র কিন্তু তোমরা বর্ত্তমানের সেবক নহ। ভবিষ্যতের চরণেই তোমাদের জীবনের কুসুমাঞ্জলি। অতীতের তোমরা ভক্ত কিন্তু ভবিষ্যতের তোমরা উপাসক। অতীতের প্রতি তোমরা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তোমরা জীবনদানে সমর্থ। অতীতের নিকটে তোমরা নতশির কিন্তু ভবিষ্যতের নিকটে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত-বদ্ধ। অতীত তোমাদের নয়নের অশ্রু, ভবিষ্যৎ তোমাদের হৃদয়ের শোণিত। অতীত তোমাদের কল্পনার প্রস্রবণ, কিন্তু ভবিষ্যৎ তোমাদের ধ্যানের মহাসমুদ্র।

আজ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। তোমার সকল শক্তি ও সকল সামর্থ্যকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োগ কর। তোমার বজ্রহস্ত আজ উত্থিত হউক এবং ভবিষ্যতের পথে যাহা কণ্টক, তাহাকে দগ্ধ করুক, চূর্ণ করুক, ধ্বংসসাৎ করুক। তোমার বীরবাহু আজ উদ্যত হউক এবং ভবিষ্যতের দুঃখকে, ভবিষ্যতের বন্ধনকে, ভবিষ্যতের অমঙ্গলকে উৎখাত করুক। শতাব্দীর পরে যে দৃঢ়বীর্য্য মানবসমাজ আবির্ভূত হইবার জন্য এই বর্ত্তমানেরই গর্ভে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে, তাহার পানে তাকাইয়া তুমি অতীতের ভ্রমত্রুটী ভুলিও এবং বর্ত্তমানেরই একান্ত দাস না থাকিয়া ভবিষ্যতের স্রষ্টা হইবার জন্য তোমার সমগ্র বুদ্ধিশক্তি, হৃৎশক্তি ও কর্ম্ম-শক্তিকে প্রয়োগ করিও। তোমার আত্ম-বিশ্বাস আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি একটু প্রখর করুক, অপরে যেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকারই

শুধু দেখিতে পাইতেছে, তোমার দৃষ্টি সেখানে আলোক অধিকারে সমর্থ হউক। তোমার আশার শক্তি তোমার কর্ণকুহরে শতাব্দী-দূরের মোহন-বংশী বহন করিয়া আনিতে সক্ষম হউক। তোমার মধ্যে আজ প্রকৃত যৌবনের সঞ্চারণা হউক, ভোগগন্ধা ক্ষণিক যৌবনের বিলাস-বিহ্বল-ঠাট এই নিত্যযৌবনের দীপ্তির মুখে নিষ্প্রভ হইয়া লজ্জায় মরিয়া যাউক।

তবে, যে সন্তানটী আসিবার সম্ভাবনা তোমাদিগকে জানাইতেছেন, তাহার জন্যও অনেক করিতে হইবে, তিনি যে এত শীঘ্রই সমন জারী করিবার সুযোগ পাইলেন, ইহা তোমাদের অতীত। কিন্তু তিনি যে আসিতেছেন, ইহা বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান্‌কে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। বর্ত্তমান তোমার কৃষির ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে হলচালন করিয়া চাষবাস করিয়া তোমাকে ভবিষ্যতের পূজা করিতে হইবে।

সুতরাং তোমার পক্ষে এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়ের পক্ষে এখন একটু চট্‌পট্‌ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ ও সর্ব্ব-কৌশলাভিজ্ঞ হইয়া পড়িতে হইবে। সন্তান-পালন ও সন্তান-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান অল্প সময়ের মধ্যেই আহরণ করিয়া লইতে হইবে। যে অতি অল্পসময়টুকু তোমাদের হাতে এখন আছে, তাহার প্রত্যেকটী মিনিটের মূল্য বুঝিয়া দস্তুরমত হিসাব করিয়া করিয়া তাহাদিগকে সদ্ব্যবহারে আনিতে হইবে। বই পড়িয়া নির্ভুল জ্ঞান অল্প হইলেও পুস্তকের মধ্য দিয়া এই জাতীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের চিন্তায় অভ্যস্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইলে, কার্য্যকালে অনেক সুবিধা উদ্ভাবনের সুযোগ ঘটে। পুস্তকলব্ধ বিদ্যাকে আমি প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া মনে করি না, কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল্য স্বীকার করি।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে একদিন পূর্ব্বপুরুষেরা যে জ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং যে জ্ঞানের ব্যাপকতা পুরুষানুক্রমে ব্যাপকতর হইয়া আসিতেছিল, তোমরা তাহার উত্তরাধিকারী। পূর্ব্বপুরুষের কাছ হইতে শুধু যে তোমরা দেহই পাইয়াছ, তাহা নহে। এক একটী তথ্য আবিষ্কারে তাঁহাদের যে কঠিন শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার অংশমাত্রের ভাগী না হইয়াও, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া তোমরা প্রকৃতি-রাজ্যের উপর প্রভুত্ব পাইয়াছ। তাঁহাদের অনুশীলনের ছাপ তোমাদের মস্তিষ্কে পড়িয়াছে। তোমাদের উৎকৃষ্ট অনুশীলন-সমূহের ছাপ যাহাতে তোমাদের সন্তানদের উপর পড়িতে পারে, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে। সন্তানের জন্মের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নিজেদিগকে উচ্চ অনুশীলনে নিমগ্ন রাখিয়াই সেই কার্য্য তোমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রূপে সম্পাদন করিতে পার। জগতের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু শ্লাঘনীয়, সন্তান গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বেই যদি তোমরা নিজেদের চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে সেইগুলিকে দৃঢ়শঃ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পার, তাহা হইলেই সন্তানের মস্তিষ্কে কল্যাণের ছাপ অতি নির্ভুল ভাবে পড়িতে পারে। কিন্তু এইখানেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। বংশানুক্রমের মহিমায় আমরা যতটা বিশ্বাস করি, পারিপার্শ্বিক প্রভাবকেও ততটা বিশ্বাস করিতে

হইবে। শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের চিহ্ন লইয়া আসিয়াও এজগতে লক্ষ লক্ষ মানব-সন্তান প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে বজ্রদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্ব-সাধনার প্রেরণায় যাহাদের জন্ম হইয়াছে, এমন কত দেবাত্মা মিথ্যাচারীদের পরিবেষ্টনে পড়িয়া মুসড়িয়া পড়িয়াছে। কল্যাণতম সুষ্ঠুতার মধ্য দিয়া ইহাদের জন্ম হউক এবং মঙ্গলতম সংসর্গের মধ্য দিয়া ইহাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হউক,—ইহাই প্রার্থনীয়। গন্ধরাজের গন্ধ লইয়া যদি পুষ্পকোরক আস্তাকুঁড়ে পড়িয়া থাকে, দেবপূজায় না লাগে, চুয়াচন্দন-ধূপগন্ধের সাথে নিজ সৌরভরাশিকে মিলাইতে না পারে, ভক্তের করস্পর্শ না পায় আর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি যদি তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে তার পুষ্প হইয়া জন্মানোটা কি মিথ্যাই হইয়া গেল না? গোলাপের গুচ্ছ যদি বিষ্ঠা-কূপেই ফেলিতে হয়, তবে তার জন্ম বৃথা। মধুমালতীর মধু যদি ভ্রমরেই না পান করিল, কীটেই যদি এ কুসুমকে বিনষ্ট করিল, গোবরা পোকাই যদি ইহার চারিদিকে কর্কশ কুরুচি বিস্তার করিল, তবে তার জন্মলাভ না করাই উচিত ছিল।

সুতরাং সন্তানকে কি করিয়া তার বিকাশের অনুকূল একটী রম্য সংসর্গে রক্ষা করা যায়, তাহা ভাবিবারও দায়িত্ব তোমাদের। অর্থাৎ, শুধু নিজের ছেলেকে বা নিজের মেয়েকে গড়িলেই চলিবে না, সমাজ ব্যাপিয়া সকল দম্পতীর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যাহা করিলে নির্ম্মলতা, পবিত্রতা ও শুদ্ধতা সম্প্রসারিত হইতে পারে, তাহাও করিতে হইবে। নিজেদের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পারিবারিক সমস্যাগুলিকে সামাজিক সমস্যাসমূহের আলোকেও দেখিতে হইবে।

* * * অত্র কুশল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষড়্‌বিংশ পত্র

প্রীতিভাজনেষু ঃ—

"পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য" কথাটা বুঝিতে পার নাই জানিয়া একটু বিস্মিতই হইলাম। ইহা বুঝিবার জন্য কি খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করিতে হয়? যাঁহারা ভবিষ্যতে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া সন্তানের পিতা এবং মাতা হইবেন, তাঁহারা যদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনটুকুকে সর্ব্বপ্রকার অসংযম হইতে এবং বিবাহের পরবর্ত্তী জীবনটীকে অযথা ভোগসুখ হইতে দূরে রাখেন, তাহা হইলেই বলিব যে, ইঁহারা ব্রহ্মচারী দম্পতী। এইরূপ দুইটী ব্রহ্মচারী দম্পতীর গৃহে যে পুত্র ও কন্যা জন্মিল, তাহারা যদি বাল্য ও কৈশোরে যথোপযুক্ত পবিত্রতার মধ্য দিয়া প্রতিপালিত হয় এবং পরস্পর বিবাহিত হইবার পর অযথা ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা পরিহার করিয়া শুধু প্রয়োজন বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে ইহাদিগকে বলিব দুই-পুরুষের

ব্রহ্মচারী গৃহস্থ। এই সকল ব্রহ্মচারী গৃহস্থের ঘরে যে সকল বালক-বালিকা জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, তাহাদের প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের ব্রহ্মচর্য্য যদি অখণ্ড হয় এবং বিবাহিত জীবনের ইন্দ্রিয়সেবা যদি একমাত্র কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হয়, তবে ইহাদিগকে বলিব, তিন পুরুষের ব্রহ্মচারী গৃহী।

কখনও মনে করিও না যে, তুমি একাকী খুব শক্ত করিয়া কৌপীনের ডোর আঁটিলেই আমি খুসী হইয়া যাইব। অত অল্পে খুসী হইবার ছেলে আমি নই। একটী লোক ব্রহ্মচারী হইতে পারিলেই আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইব না। আমি চাই অসংখ্য নরনারীকে ব্রহ্মচারী করিতে এবং তাহাদের মধ্যে শত শত জনের কৃচ্ছ্র-সাধনার সুফলকে ভবিষ্যৎ যুগের এক-একটী মানব বা এক-একটী মানবীর মধ্যে কেন্দ্রীকৃত করিতে। আতসী-কাচে যেমন সূর্য্যের রশ্মি পতিত হইলে সব রশ্মি একটী কেন্দ্রে গিয়া জমা হয় এবং তাহার ফলে উপেক্ষাযোগ্য ঈষদুষ্ণ রশ্মির মধ্যেও প্রচণ্ড দাহিকাশক্তির প্রকাশ ঘটে, আমি চাই তেমন আতসী মানুষ। সাত আট দশ পুরুষের একনিষ্ঠ সাধনা যখন আসিয়া একটী মাত্র মানুষের সাধনার ভিত্তিভূমিরূপে দাঁড়াইবে, তখন সামান্য মানুষটারও যে অদ্ভুত অতি-মানুষিক মহিমার আবির্ভাব ঘটিবে, মনেপ্রাণে আমি তাহারই উপাসক। আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার পিতামহের সাধনা যদি আমার পিতৃদেবের সাধনার দ্বারা সুরক্ষিত না হইত, তাহা হইলে আজ আমি যাহা হইয়াছি, কখনও তাহা হইতে পারিতাম।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কুমার-কুমারীর ব্রহ্মচর্য্য আর বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য এক নহে, একথা আমি আরও বলিয়াছি। কিন্তু যাহারা চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের বংশানুক্রম থাকে না, সুতরাং পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য স্থাপনে তাঁহাদের যোগদান সাধারণভাবে অসম্ভব হয়। সন্তান-জননের দ্বারা নিজেদের কল্যাণ-সাধনাকে পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রামিত করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। এই অধিকার শুধু গৃহীদেরই আছে। কিন্তু গৃহী নিজ কল্যাণসংস্কারে মণ্ডিত করিয়া যখন সন্তান-জনন করিল, তখন সেই সন্তানের গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার জন্ম-প্রাপ্ত সুসংস্কারকে পরিস্ফুট ও অপ-সংস্কারকে পরাভূত করিবার সুবিশাল কর্ত্তব্য এই চির-কৌমার্য্যব্রতী পুরুষ ও নারীরা গ্রহণ করিতে পারেন। গৃহীরা শিশুকে দিবেন উৎকৃষ্ট বংশানুক্রম এবং সন্ন্যাসীরা দিবেন উৎকৃষ্ট শিক্ষা। গৃহীরা গড়িবেন শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য অধিকার, সন্ন্যাসীরা সেই অধিকার অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া দিবেন। সন্তানের যাহাতে সহজাত সংস্কারগুলি মনুষ্যত্ব লাভের পরিপন্থী না হয়, ইহাই হইবে গৃহীর চিন্তা, আর সহজাত অকল্যাণ-সংস্কারগুলি অনুশীলনেরই একান্ত অভাব-প্রযুক্ত ও বিরুদ্ধ অভ্যাসের প্রাচুর্য্যহেতু যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে এবং ক্ষুদ্রতম সহজাত কল্যাণসংস্কারটীও যেন পদ্ধতিবদ্ধ অনুশীলনের ফলে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ হইতে পারে, ইহাই হইবে গৃহত্যাগীর ভাবনা। যাঁহার যেখানে অধিকার, সেখানেই

তিনি বড় এবং নিজ অধিকারের ব্যবহারের সময়ে তাঁহাকে নিজ বড়ত্ব স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে।

গৃহীর জীবনে তিনপুরুষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা চলিলে এমন এক অপূর্ব্ব জাতীয় পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িবে, যাহার কথা আজিকার বড় বড় মাথাওয়ালা নেতারাও ধারণায় আনিতে পারেন না। আজও ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব বলিতে গেলে একদল অব্রহ্মচারী ও অমানুষের হাতেই রহিয়াছে, তাই ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাকে বুঝিতে সমর্থও নহেন, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তির উপরে জাতীয় কল্যাণকে গাঁথিয়া তুলিতে রুচিসম্পন্নও নহেন। ইঁহারা মনে করেন, চালাকী করিয়া দিগ্বিজয় সম্ভব হইবে, ফাঁকিবাজী করিয়া কিস্তিমাৎ হইবে, চালিয়াতি ও ফন্দি-ফিকিরে ভারতের দুঃখ ঘুচিবে। আমি কৌশলে বিশ্বাস করি, কিন্তু চালাকীতে বিশ্বাস করি না। আমি কর্ম্মচাতুর্য্যে বিশ্বাস করি, কিন্তু চালিয়াতিতে বিশ্বাস করি না। আমি বুদ্ধিশক্তিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার বেশ্যাবৃত্তিতে বিশ্বাস করি না। দেশকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারার সামর্থ্যই আমার মতে দেশের দুঃখ দূর করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌশল। দেশের অতীতের নহে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারার সামর্থ্যই আমার মতে দেশসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-চাতুর্য্য। বড় বড় বজ্রনাদী বক্তৃতা দিতে পারার মধ্যে নহে, অকাট্য যুক্তির বলে প্রতিপক্ষের মতামতকে শতধা ছিন্ন করিয়া দিবার শক্তির মধ্যে নহে, দলাদলির হল্লায় সুস্থ মানুষেরও সহিষ্ণু শিরা-উপশিরাগুলিকে উত্তেজিত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করার সামর্থ্যের মধ্যে নহে, পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের উপরেই সর্ব্বপ্রকার জাতীয় কল্যাণ, সর্ব্বপ্রকার সমাজসংস্কারকে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলিপ্সাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার বুদ্ধি ও চেষ্টাকেই আমি সর্ব্বোত্তম সুবুদ্ধি বলিয়া বিবেচনা করি। বর্ত্তমান নেতাদের নিকটে তুমি আমার এই কথার সমর্থন বড় অধিক স্থলে পাইবে না। ইহার কারণ এই যে, ইঁহারা অধিকাংশেই কৈশোরে ও যৌবনে সদাচারী ছিলেন না এবং দেশের নেতৃত্ব নামধেয় অর্থলব্ধ জন্তুটী করায়ত্ত হইবার পরেও অপ্রকাশ্য জীবন হইতে অসংযম ও কদাচারকে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। মদ্য নিবারণী সভায় গলা-ফাড়া চিৎকার করিয়া ইহারা পানাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন, আর গৃহে ফিরিয়াই বোতলবাসিনীর সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারিণী সভায় ইহারা সভাপতিত্ব করিয়াছেন এবং সভাত্যাগের পরেই সঙ্গোপনে গিয়া গণিকা-সঙ্গ করিয়াছেন। এই সকল কপটাচারী ছদ্মবেশী নেতৃ-পদাধিকারীদের নিকটে পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনের সমর্থন মিলিবে না। তাঁহারা বলিবেন, ইহা অসম্ভব কথা। কিন্তু সমর্থন করিবে কেমন নেতা? গান্ধী ও শ্রদ্ধানন্দের মত নেতা, যাঁহারা নিজেদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেখিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের কত শক্তি, কত গুণ, তাঁহারাই সমর্থন করিবেন, অপরের সমর্থন মুখে হইতে পারে, মনেপ্রাণে হইবে না।

আমি আজ তোমাদিগকে পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্যের কথা

শুনাইতে আসিয়াছি। আমি জানি, আমার কথা তোমরা অনেকেই বুঝিবে না। কিন্তু এই জন্য আমি তোমাদিগকে নিন্দা করিব না। যেমন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিলে ভাল কথা এবং কাজের কথা চট্ পট করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তেমন গঠন তোমরা পাও নাই বলিয়া সর্ব্বাগ্রে দায়ী তোমাদের পিতামাতা, তারপর তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, তারপর তোমাদের আবেষ্টনকারী সমাজ। ইহাদিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত না করিয়া তোমাদের মাথায় লগুড় ভাঙ্গিতে যাওয়া শুধু যে অবিচারই হইবে, তাহা নহে, পরন্তু বোকামিও হইবে। আমি নিশ্চিত জানি, এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন তোমরা 'পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য' কথাটার উপরে শ্রদ্ধা ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইবে। এবং ইহাও জানি যে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা যাঁহারা জাগাইবেন, তাঁহারা ঐ সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের দল নহেন, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকেরা নহেন, তাঁহারা চিরদারিদ্র্যদুঃখব্রতী চিরসম্বল কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীরাই। যাঁহারা সন্ন্যাসীর পোষাকটাকে ঐহিক সুখ-সুবিধার উপায় রূপে ব্যবহার করিতেছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহাদের গৈরিক চিরদারিদ্র্যের প্রতীক, আত্মোৎসর্গের প্রতীক, পরার্থসাধনার প্রতীক, আমি সেই আদর্শ সন্ন্যাসীদের কথাই বলিতেছি।

*　　*　　*　　*

দেহ চিরস্থায়ী নহে,—এ দেহ একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

মরিয়া কোথায় যাইব? স্বর্গলাভ করিব কি? কিন্তু স্বর্গে যে আমার লোভ নাই ভাই! ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া গিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইব কি? কিন্তু মোক্ষে যে আমার প্রার্থনা নাই ভাই! স্বর্গ ও মোক্ষ পাইয়া আমি কি লাভ পাইব? কোটি কোটি নরনারী আজ দুঃখে-শোকে কাঁদিয়া মরিতেছে, আমার চিত্ত কি স্বর্গের সুখে আর মোক্ষের আনন্দে অটল থাকিতে পারিবে? লক্ষ বক্ষের ব্যথিত স্পন্দন কি মোক্ষধামেও আমাকে অধীর অস্থির করিবে না? অসংখ্য নয়নের অশ্রু-প্রবাহ কি আমাকে ব্রহ্মপদ হইতে স্খলিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে না? দুঃখাহত জীবের হাহাকার ও উষ্ণনিঃশ্বাস কি সেই শান্তিনিকেতনেও আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিবে না? না ভাই, মোক্ষলাভের জন্য যাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। বারবার জন্মপরিগ্রহণ করিয়া, বারবার দুঃখীর দুঃখে সহানুভূতি করিয়া, বারবার পরের জন্য আত্মাহুতি দিয়া, বারবার জীবের কল্যাণে স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়া যাহারা মোক্ষ আগ্রাহ্য করে, আমি চিরভ্রাম্যমাণ চির অস্থির সেই পরি-ব্রাজকদেরই একজন। তাই, এবার মরিলে কাহার ঘরে জন্মাইব, সে ভাবনা আমার স্বাভাবিক। তাই, আমি 'পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্যের' ভেরীনিনাদ করিতেছি।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্যের একটা মানচিত্র দিতেছি।

তিনপুরুষ ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ কি?

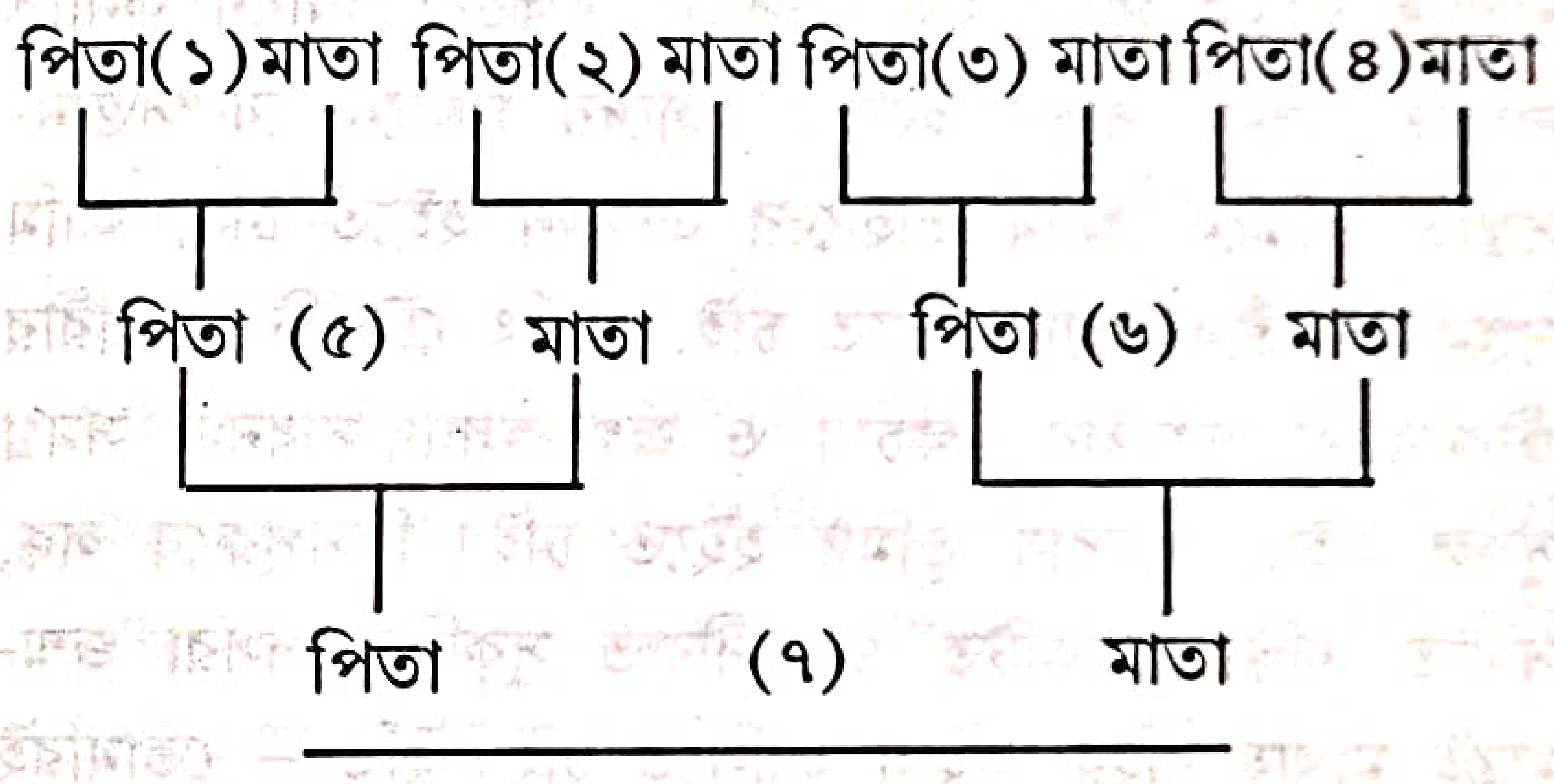

আমার পরবর্ত্তী জন্মের নরবিগ্রহ

নক্সার ব্যাখ্যা ঃ— যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল শিক্ষাদীক্ষার ও পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া পবিত্রভাবে নিজেদের কুমার কুমারী-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আটটি বিভিন্ন পবিত্র বংশ হইতে এমন চারিটী পাত্র ও চারিটী পাত্রী সংগ্রহ করিয়া চারিটী গৃহী-ব্রহ্মচারীর বংশ প্রতিষ্ঠিত কর। বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য, সংযম, সাধন-ভজন ও লোককল্যাণের দ্বারা এই চারিটী দম্পতী নিজেদের যাবতীয় বংশানুক্রমিক, আগন্তুক এবং অভ্যাসজনিত অনৈক্যের মূলোচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ থাকুক। ইঁহাদের পুত্রকন্যাদের পুনরায় কৌমারাবস্থাতে অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের সুব্যবস্থা হউক এবং প্রথম বংশের ব্রহ্মচারী কুমারের সহিত দ্বিতীয় বংশের ব্রহ্মচারিণী কুমারীর এবং তৃতীয় বংশের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ব্রহ্মচারী কুমারের সহিত চতুর্থ বংশের ব্রহ্মচারিণী কুমারীর বিবাহ হউক। এইভাবে আবার পঞ্চম দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ পুত্রের সহিত ষষ্ঠ দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ কন্যার দাম্পত্য বন্ধন বিহিত হউক। ইহাদের মিলনে যে সন্তান-সন্ততি জন্মিবে, আমি তাহাদের একজন হইতে চাই, আমি সপ্তম দম্পতীর সন্তান হইতে চাই, অর্থাৎ চৌদ্দটি নরনারীর জীবনব্যাপী সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও জগৎকল্যাণ-সাধনার সমগ্র সুফল লইয়া পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইতে চাই। তিনপুরুষে লব্ধ, সঞ্চিত, বর্দ্ধিত, প্রকটিত ও পূর্ণীকৃত সুকৃতির পসরা জন্ম-মাত্রই মাথায় বহিয়া লইয়া আসিতে চাই। ইতি— তোমারই

স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

* * * *

দাম্পত্য প্রেম যে জীবের একটা বিরাট বন্ধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যতক্ষণ এ প্রেম সীমাবদ্ধ, ততক্ষণই ইহা বন্ধন। এ প্রেম যখন অসীম হয়, তখন স্বামী হন স্ত্রীর পক্ষে এক অসীম সত্তা, আর স্ত্রী হন স্বামীর পক্ষে এক অসীম তত্ত্ব। তখন ভাগ্যবান্ স্বামী ও স্ত্রী দাম্পত্য-জীবনের মধ্য দিয়াই অসীমকে লাভ করেন। তখন ইঁহারা ব্রহ্মরসের আস্বাদন করেন। তখন স্বামীর সঙ্গ স্ত্রীর পক্ষে শিবারাধনা, স্ত্রীর সঙ্গ

স্বামীর পক্ষে শক্তি-পূজা। উভয়ের মিলন তখন শিবশক্তির মিলন, নিত্য-পুরুষ এবং নিত্যা-প্রকৃতির মিলন, ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন। তখনই দাম্পত্য-প্রেম মধুর নতুবা ইহা বিষময়, জ্বালাময়, মিথ্যাময়, মরীচিকা মাত্র। যতক্ষণ দান-প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, বিনিময়ের দাবী রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম অতি নিকৃষ্ট জাতীয় প্রেম! তাহাকে প্রেম নামের অযোগ্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পার। কিন্তু এই নিকৃষ্ট প্রেমই ক্রমিক অনুশীলনের ফলে উৎকর্ষকে প্রাপ্ত হয়। ঘষিতে ঘষিতে মরিচাপড়া লোহাতেও হীরার জিল্ উঠে। প্রারম্ভে যাহা পাশব প্রেম বা প্রবৃত্তির আবিল আকর্ষণ মাত্র, অনুশীলনের ফলে তাহাই দিব্য প্রেম বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় পরিণত হইয়া উঠে। মানুষ যে বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, ইহাই তাহার দুঃখদর্দ্দশার কারণ নয়। পরন্তু সে যে বিবাহিত হইবার পর নিজেকে পাশব স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে নিজেকে অমানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, নিজের বিবাহিত সঙ্গীটিকেও একটা পশু বিশেষের অতিরিক্ত মর্য্যাদা দিতে সে চাহে না, কামকে তাহার যথাযোগ্য স্থানে বসাইতে চেষ্টা করে না, ভোগ-প্রার্থনাকে জীবনের যাবতীয় কল্যাণের সহিত সুসমঞ্জস রাখিতে যত্ন পায় না এবং ত্যাগ ও ভোগ উভয়কেই জীবনের পূর্ণতম বিকাশের অঙ্গ বা যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না, ইহাই তাহার বন্ধনের কারণ, ইহাই তাহার অধঃপতনের নিদান।

by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দাম্পত্য-জীবন বন্ধন কখন? যখন ইহা অসীম প্রেমের বিঘ্ন। দাম্পত্য-জীবন যখন অসীম প্রেমের সাধক ও সমর্থক, তখন উহা আর বন্ধন নহে, উহা মুক্তি। কারণ, অসীম প্রেমে অসীম বন্ধন সৃষ্ট হয় এবং অসীম বন্ধনে আর মুক্তিতে পার্থক্য নাই।

কত মানুষই ত' ভোগ করিতেছে, আর কত মানুষই ত' ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কয়জনে জীবনের পরম পূর্ণতার মন্ত্র-স্বরূপে ভোগ বা ত্যাগকে গ্রহণ করিতেছে? বিবাহ না করিলেই কি কাহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকার করিব? বিবাহ করিলেই কি কাহাকেও গৃহী বলিয়া অভিহিত করিব? ত্যাগের জন্য ত্যাগ নহে, পরম লক্ষ্যের জন্য ত্যাগই সন্ন্যাস। ভোগের জন্য ভোগ নহে, পরম লক্ষ্যের জন্য ভোগই গার্হস্থ্য। পরম লক্ষ্যের জন যে ত্যাগ করে, তাহার ত্যাগ পরম ত্যাগ হয়, সম্যক্ ত্যাগ হয়। পরম লক্ষ্যের জন্য যে ভোগ করে, তাহার ভোগ পরম ভোগ হয়, সম্যক্ ভোগ হয়। এই দুইজনেই পরমপদ লাভ করে। একজন পূর্ণ ত্যাগী আর একজন পূর্ণ ভোগী। পূর্ণ ত্যাগ ও পূর্ণ ভোগ উভয়েই ভগবানের সহিত পূর্ণ যোগ।

দাম্পত্য-জীবনে ত্যাগের অপেক্ষা ভোগের দাবী অধিকতর স্বাভাবিক, অধিকতর প্রবল। কিন্তু ভোগের এই দাবী শুধু ভোগের জন্য নহে, ভোগের পরিশুদ্ধতার জন্য। অনুশীলনের অভাবে যে ভোগ পূতিগন্ধময়, অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে সুরভি করিবার এই দাবী। অনুশীলনের অভাবে যাহা নিম্নস্তরের

নিতান্তই জঘন্য স্থূলতাপূর্ণ, অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে উচ্চস্তরের মনোরম সূক্ষ্মতাপূর্ণ করিবারই এই দাবী। ভোগরত মন যে পুনরায় ভোগে আকৃষ্ট হয়, ইহা শুধু ভোগেরই লোভে নহে, সূক্ষ্মতর ভোগের লোভে, উচ্চতর ভোগের লোভে, স্বচ্ছতর ভোগের লোভে, স্থায়ীতর ভোগের লোভে। প্রথম ভোগ স্থূল বলিয়াই ইহা সূক্ষ্ম হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, উহা নিকৃষ্ট বলিয়াই উৎকর্ষ পাইবার প্রার্থনা করে, ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই চিরস্থায়ী হইতে চাহে। যাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু অস্থায়ী ত' নহে। একটী মুহূর্ত্ত যাহা স্থায়ী, তাহার ত' অস্তিত্ব আছে। তাহাকে ত' মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। যাহা মুহূর্ত্ত-স্থায়ী, তাহা অনন্তকাল-স্থায়ী হইতে চায়, যাহা ক্ষণকালের জন্য সত্য, তাহা অনন্তকালের জন্য সত্য হইতে চায়। ইহাই হইল জীবের উত্তরোত্তর ভোগ-তৃষ্ণাবৃদ্ধির মূল কারণ, কিন্তু জীব যে ভুলিয়া যায়, ভোগের উপকরণ যতক্ষণ অনিত্য থাকিবে, ততক্ষণ ভোগ নিত্য হইতে পারে না। ইহাই হইল সকল গলদের গোড়া। স্বামী-স্ত্রী যতক্ষণ পরস্পরকে মাংসপিণ্ড বলিয়া মনে করিবে, ততক্ষণ ভোগ নিত্যত্ব লাভ করিবে না। যতক্ষণ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্রহ্মবোধ জন্মিবে, ততক্ষণই তাহাদের ভোগ হইবে অসীম ও নিত্য, কারণ, ব্রহ্ম অসীম ও নিত্য এবং তাঁহাতে ন্যস্ত প্রেমও অসীম ও নিত্য।

ইহাই হইল দাম্পত্য বন্ধনকে মুক্তিতে পরিণত করিবার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কৌশল। ভাল আছি, কুশল চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টাবিংশ পত্র

স্নেহাস্পদেষু ঃ—,

* * * এখন আর অন্য উপদেশ দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করি না। প্রাণপণ যত্নে শ্রীমতী মাকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শিক্ষার নূতনতর আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হও। ইহাই তোমার পক্ষে এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় অনুশাসন। শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য দৈহিক পবিত্রতার সাধন এবং পবিত্রতা রক্ষার সামর্থ্য লাভের জন্য ভগবৎসাধন করিবে। ভগবানের শরণ লওয়াই মানবজীবনের চরম পুরুষকার কিন্তু প্রেমিক ছাড়া অন্যে একথা বোঝে না। তোমরাও এখন ইহা বুঝিতে পারিবে না। তাই, যাহা মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য, তাহাকে উপায়রূপে ধরিয়া অগ্রসর হও। ভগবানকে ভালবাসাই জীবনের পরম লক্ষ্য, শিক্ষা, দীক্ষা ও পবিত্রতা প্রভৃতি সেই পরম লক্ষ্য লাভের উপায় মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাদিগকে লক্ষ্যকে উপায়-রূপে এবং উপায়কে লক্ষ্যরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। এখন তোমাদিগকে শিক্ষা লাভের জন্য পবিত্রতার সাধন করিতে হইবে, পবিত্রতা লাভের জন্য ভগবানকে ডাকিতে হইবে।

ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে পবিত্রতা আপনি আসিবে এবং পবিত্রতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের শিক্ষার উৎকর্ষ বিহিত হইবে। তখন দেখিবে, পবিত্রতা-পুষ্ট শিক্ষার গুণে সূক্ষ্মতর পবিত্রতাকে লাভ করা যায় এবং সেই নবলব্ধ পবিত্রতা তোমার ভগবদ্ ভক্তিকে আর্ত্তভক্তি হইতে স্বভাবভক্তিতে পরিণত করে। "কামের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিলাম প্রভো, রক্ষা কর গো রক্ষা কর",—বলিয়া যে পবিত্রতার জন্য ভগবানের নিকট ক্রন্দন, ইহার নাম আর্ত্তভক্তি। কারণ, দায়ে ঠেকিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, গুঁতোর চোটেই "বাবা" বলিতেছি, ঠেলা না খাইলে হয়ত ডাকিতাম না, বরঞ্চ অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করিতাম কিন্তু আমার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, বিপদে পড়ি আর নাই পড়ি, দুঃখের কষাঘাত আমার পৃষ্ঠে পতিত হউক কি না হউক, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বপ্রযত্নে স্বভাবতঃ ভগবানের জন্য যে আর্ত্তি ও কাতরতা, তাহাই স্বভাবভক্তি। তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারি না, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারি না, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারি না, তাঁহাকে ছাড়া আমি অধির, অস্থির, অসহায়, অসম্পূর্ণ ও অশান্ত,—ইহাই স্বভাবভক্তির লক্ষণ। স্বভাবভক্তিই জীবের চরম উন্নতির অবস্থা। দ্বৈতবাদী হউক আর অদ্বৈতবাদীই হউক, স্বভাবতঃ যখন জীব ব্রহ্মোতে লগ্ন হয়, তখনই সে পরমকল্যাণকে লাভ করে।

পরমলক্ষ্যই তোমাদের যথার্থ লক্ষ্য। কিন্তু মাত্র পথে পা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দিয়াছ, এখন তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় সোপানই প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় সোপানে উঠিয়া তৃতীয় সোপানই হইবে প্রথম লক্ষ্য। তৃতীয় সোপানে উঠিয়া চতুর্থ সোপানই হইবে প্রথম লক্ষ্য। শেষের আগের সিঁড়িতে উঠিয়া ভগবানই হইবে চরম লক্ষ্য। প্রত্যেক সিঁড়িতেই উঠিতে গিয়া তোমার সিঁড়ির হাতল হইবে ভগবানের নাম এবং ঐ সিঁড়িগুলিই তোমাকে উপরে তুলিতে তুলিতে সর্ব্বশেষে পৌছাইয়া দিবে স্বয়ং শ্রীভগবানে। শিক্ষা এখন গোড়া-পত্তন, শিক্ষা এখন আসনশুদ্ধি। শিক্ষা হইলেই সাধনের ভিত্তি পাকা হইল। অশিক্ষিতের সাধনে কুসংস্কার থাকে, অপদেবতার কোপ থাকে, শনি-শীতলার অভিসম্পাত থাকে। আর, শিক্ষিতের সাধনে গ্রহের ফের থাকে না, থাকে মার্জ্জিত বুদ্ধির সুসঙ্গতি। অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মসাধনা যুক্তির অগম্য বিজন পথে চলে, কিন্তু ধর্ম্মসাধনার প্রত্যেকটা অবস্থাই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে না। আপ্তবাক্য যেমন প্রামাণ্য, যুক্তিও তেমন প্রামাণ্য। আপ্তবাক্য যেমন সত্যানুসন্ধানের দিগ্‌দর্শনের একটী কাঁটা, যুক্তিও তেমন অপর এক কাঁটা। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা শক্তিকে সত্যানুগত ও সত্যানুভূতিকে যুক্ত্যনুগত রাখিয়া চলিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের প্রয়োজন আছে। অশিক্ষিতের দ্বারাও ভগবৎ-সাধনা সম্ভব কিন্তু সুশিক্ষিতের পক্ষেও ত' তাহা অসম্ভব নহে, বরঞ্চ অধিকতর সম্ভব। অশিক্ষিতের বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাস, শিক্ষিতের বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। একমণ অন্ধ-বিশ্বাসের চেয়ে একরতি প্রত্যক্ষলব্ধ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বিশ্বাসের মূল্য ও ওজন উভয়ই অধিক। যাঁহারা বলেন যে, শিক্ষা ভগবৎসাধনার বিঘ্ন, তাঁহাদের কথা যুক্তিসহ নহে। উপনিষদের ঋষিরা কি গোমূর্খ ছিলেন? ষড়্‌দর্শনের রচয়িতারা কি নিরক্ষর ছিলেন? শঙ্কর, চৈতন্য, বুদ্ধ কি অশিক্ষিত ছিলেন?

কলেজী শিক্ষা যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পরের গোলামী করিয়া, কারণে অকারণে বুটের ঠোক্কর খাইয়া, মাস-কাবারে মাহিনা গণিয়া কোনও ক্রমে পিতৃদত্ত প্রাণটাকে বাঁচিয়া চলিবার দায়ই যাহাদের চরম দায়, কলেজী শিক্ষা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও হইতে পারে। তোমার পক্ষে ভিন্নতর শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কলেজী শিক্ষা যাহা পাইয়াছ, তাহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিতে বলি না কিন্তু যে শিক্ষা ভারতবর্ষের অতুলনীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, যে শিক্ষা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যে শিক্ষার শক্তি এই দীর্ঘকাল পরপদানত বিজিত জাতিকেও বিজেতা হইতে নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ করিয়াছে, সেই শিক্ষার সহিত নিজের পূর্ব্বলব্ধ কলেজী শিক্ষার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে বলিতেছি। তোমার শিক্ষার ভিতরে যেটুকু অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা প্রাচীন ভারতের সুরভি সমিরণ পানে পূর্ণ করিয়া লও। একদিকে যেমন তুমি এভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করিবে, তেমন কল্যাণীয়া শ্রীমতী মাকেও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে গড়িয়া তুলিতে থাকিবে। "ভারতে ভাতু ভারতী।"

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দেশে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল জনমত নাই। * সাধারণ লোকদের মধ্যে একদল স্ত্রীশিক্ষাকে নিষ্প্রয়োজনীয়, অপর দল বিপজ্জনক মনে করে। তথাপি যে মেয়েদের মধ্যে অক্ষর-পরিচয়ের ব্যবস্থাটা হইতেছে, ইহা শুধু বরের বাজারের তাগিদে আর পণের গুরুভারে। স্ত্রীজাতির মধ্যে উচ্চভাবের প্রসার সাধনের জন্য কথকতা প্রভৃতি যে সব উপায় ছিল, তাহা কালধর্ম্মে লোপ পাইয়াছে অথচ আর একদিকে জনসাধারণের চিন্তাশীলতার অভাব যুগধর্ম্মের অনুযায়ী যথার্থ শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে বাধা জন্মাইতেছে। এস্থলে তোমাদিগকেই নিজ নিজ প্রযত্নে যতটুকু করিবার করিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা যে আদৌ নাই, সন্তান-প্রসব করাই যে তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, এইরূপ আজগুবি হাস্যকর ও অসঙ্গত মতবাদ তোমার কাণের গর্ত্ত ঠাসিয়া বসিতে চাহিবে, কিন্তু এই সকল অকেজো যুক্তির মাথায় তোমাকে ঝাঁটা মারিয়া চলিতে হইবে। কারণ, স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাগ্রে লোক, তারপরে স্ত্রী, সর্ব্বাগ্রে মানুষ, তারপরে নারী। পুরুষের সহিত তাহাদের পার্থক্য আছে, কিন্তু গরু আর ছাগলে যে তফাৎ, নারী ও পুরুষে পার্থক্য সেইরূপ নহে। পুরুষের মধ্যে নারী এবং নারীর মধ্যে পুরুষ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে, পুরুষের ভিতরে নারীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে, নারীর ভিতরে পুরুষের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে। নারীর জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল তাহার পুত্রসন্তানেরাও পায়, পুরুষের

* পত্রখানা প্রায় একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

জীবনব্যাপী সাধনার ফল তাহার কন্যাসন্তানেরাও পায়—এই ভাবে নারীর মানসিক ও শারীরিক উত্তরাধিকার পুরুষেরা এবং পুরুষের মানসিক ও শারীরিক উত্তরাধিকার নারীরা চিরকালই পাইয়া আসিতেছে। ফলে প্রত্যেকটী নারী ও প্রত্যেকটী পুরুষের ভিতর পুরুষ ও স্ত্রীজাতি অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশ্রিত রহিয়াছে। গোজাতির মধ্যে ছাগত্ব নাই, ছাগজাতির মধ্যে গোত্ব নাই, কিন্তু নারীর ভিতর পুরুষত্ব রহিয়াছে, পুরুষের ভিতর নারীত্ব রহিয়াছে, কারণ, পুত্র ও কন্যা উভয়েরই মধ্যে মাতা ও পিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করেন। মাতাও মানুষ, পিতাও মানুষ, পুত্রও মানুষ, কন্যাও মানুষ। মাতা আর পিতায় পার্থক্য আছে, পুত্র ও কন্যায় পার্থক্য আছে, কিন্তু যে জিনিষটী ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে বলিয়া প্রত্যেককেই মানুষ বলিয়া চিনিতে পারি, সেই মনুষ্যত্ব বস্তুটী প্রত্যেকেরই মধ্যে একরূপ। এই মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য, ইহার পূর্ণতার জন্য এবং ইহার সার্থকতার জন্য পুরুষের পক্ষে যাহাকিছুর আবশ্যকতা পড়িবে, নারীরও তাহাই পড়িবে। শিক্ষা যদি পুরুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহা নারীরও জন্য প্রয়োজনীয়। পুত্রসন্তানকে যদি মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শিক্ষিত হইতে হয়, তবে তাহার মাতাকে 'মানুষের মা' হইবার জন্য, প্রকৃত সুমাতা হইবার জন্য শিক্ষিতা হইতে হইবে। স্বামীকে যদি মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শিক্ষিত হইতে হয়, তবে তাহাকে তাহার যোগ্য সঙ্গদানের জন্য, শিক্ষিত স্বামীর রুচি-প্রকৃতির অনুযায়ী সেবা ও

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সাহায্য প্রদানের জন্য 'মানুষ' স্বামীর সহিত 'মানুষের' মত চলিবার জন্য স্ত্রীকেও শিক্ষিতা হইতে হইবে। প্রকৃতই যদি পুরুষ জাতি শিক্ষার গুণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহার ঐ উন্নতির মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবার জন্যও নারীজাতিকে শিক্ষিতা হইতে হইবে, কারণ, নিজে উন্নত ও শ্রদ্ধাযোগ্য না হইলে অপরের উন্নতিকে কেহ বুঝিতে পারে না বা অপরকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সমর্থ হয় না। যদি একথা সত্য হয় যে, সন্তানপালনে ও শিশু-শিক্ষায় পাকা হাতের প্রয়োজন পড়ে এবং সন্তানকে পূর্ণরূপে গড়িয়া তোলা একাকী পিতার আয়ত্ত নয় এবং প্রতি পদে সন্তান-জননীর হৃদয়বৃত্তির কোমলতা ও স্নেহশীল নিপুণতার আবশ্যকতা আছে, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিতা করিবার একান্ত প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যদ্-বংশীয়গণের কল্যাণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার জন্য যদি স্বামী ও পত্নীর পারস্পরিক সহযোগিতার আবশ্যকতা থাকিয়া থাকে, নিজেদের সুখের এবং সন্তানের মঙ্গলের প্রয়োজনে যদি উভয়েই এক ভাবের ভাবুক ও এক সাধনার সাধক হওয়ার আবশ্যকতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষ-জাতির ন্যায় স্ত্রী জাতিকেও সর্ব্ব-প্রকারে সুশিক্ষামণ্ডিতা করিবার একান্ত প্রয়োজন আছে। দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের প্রেম বৃদ্ধির জন্য, একের প্রতি অপরের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য, একের কাজে অপরের সাহচর্য্য-দানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং পরস্পরের নিয়ত ঘনিষ্ঠতাকে

বিরাগ ও বিতৃষ্ণা হইতে রক্ষা করিয়া প্রীতিকোমল ও চির মধুর রাখিবার জন্য স্বামী ও পত্নী উভয়েরই পক্ষে একই জীবনাদর্শের অনুগত সুশিক্ষা এবং সেই শিক্ষানুকূল ভবিষ্যৎ সাধনার প্রয়োজন আছে। কারণ, একটী জংলী কুকুর আর একটা জংলী শূকরকে চিরজীবনের তরে এক শিকলে বাঁধিয়া রাখিলে যে অবস্থা হয়, মানব-মানবীর বিবাহিত জীবনে সেই অবস্থার অভিনয় কখনও কাম্য বা সুখপ্রদ নহে। দাম্পত্য-রুচিশীল নরনারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, ইহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়িবে, প্রেম ততই কমিবে, দিন যতই যাইবে, সখ্য ততই হ্রাস পাইবে, ইহা কখনও প্রার্থনীয় নয়। বিবাহিত হইবার পরে বিচ্ছেদের প্রার্থনা সুশিক্ষা ও সাধনারই অভাবের ফল।

দীর্ঘপথক্লান্ত শ্রান্ততনু পথিকের পক্ষে আশ্রয়-গৃহ যাহা, শোকতাপদগ্ধ ব্যথাতুর ব্যক্তির পক্ষে সান্ত্বনাদাতা বান্ধব যাহা, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা। একের নিকট অপরের গোপন করিবার কিছু নাই, একের জন্য অপরের বর্জ্জনীয় কিছু নাই, একের নিকট অপরের সকল ভাবের নির্ভর সম্ভব, একের কাছে অপরের সকল প্রকারের আত্মসমর্পণ সম্ভব। একের জন্য অপরের সকল দুঃখ সহিতে পারে, একের বাহুতে অপরের সকল সামর্থ্যের সঞ্চার করিতে পারে। এই জন্য একের প্রতি অপরের কাম প্রেমে পরিণত হইবার পথ পায়। দাম্পত্য-জীবনের উপরে কাম

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যখন তাহার ছায়াময় প্রভাব বিস্তার করে, তখনও ভয় পাইবার কিছু নাই, কারণ, আবিল কামুকতাকে স্বচ্ছ করিবার শক্তি সুশিক্ষার ও সাধনার আছে। সুশিক্ষা কাম ও প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, ভগবৎ সাধনা কামকে দিনের পর দিন সূক্ষ্মতর করিয়া প্রেমে রূপান্তরিত করে, নীচ কামাসক্তিকে উচ্চ অনুরাগে পরিবর্ত্তিত করে, দেহসুখপ্রার্থনাকে আত্মার তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত করে।

তাই, এখন তোমরা ধর্ম্মসাধনায় ও শিক্ষার্জ্জনে অবহিত হও। * * * ইতি— ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৩।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ঊনত্রিংশ পত্র

কলিকাতা
২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, শ্রীমান—এর পত্র পাইলাম। অপর সকল দিকেই তোমাদের উন্নতি হইতেছে জানিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু উপাসনার বিষয়ে তোমার লজ্জায় আতিশয্য শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সকল কাজে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইয়া শেষটায় উপাসনার বেলাই কি মা হাল ছাড়িয়া দিবে? তোমার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নিকটে তোমার ছেলের এই এক সানুনয় আবদার যে, প্রত্যহ তোমাকে নিয়মিত ভাবে ভগদুপাসনা করিতেই হইবে। উপসনার বাহিরের অঙ্গটার প্রতি মনোযোগ একটু কমিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু উপাসনার প্রাণ-স্বরূপ যে নাম-জপ, তাহাতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা থাকিলে চলিবে না।

তোমাদের জীবনে প্রাত্যহিক উপাসনা বড় প্রয়োজনীয়। কারণ, তোমাদের একজনের উপাসনাতে দুইজনেরই কিছু কিছু কল্যাণ হয়। ইহাতে লজ্জার কি আছে মা? ইহা ভাল কাজ। ভাল কাজে সঙ্কোচ করিবে কেন? সঙ্কোচ করিবে অসৎ কার্য্যে। লজ্জাবোধ করিবে অন্যায় কার্য্যে। যাহাতে কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ নাই, যাহাতে উন্নতি ছাড়া অবনতি নাই, এমন কাজে সঙ্কোচ করা কি তোমার সাজে মা? তুমি ত' আর লোক দেখাইয়া উপাসনা করিতে যাইতেছ না। বর্ত্তমান সাংসারিক বাধাসমূহ যতদিন না দূরীভূত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত লোক দেখাইয়া সাধন-ভজন করিতে যাইও না। কিন্তু রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে আর শেষরাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া যদি উপাসনা কর, তবে আর কে তাহার খোঁজ লইতে আসিবে? তোমার স্বামী যদি তোমাকে সাধন-পরায়ণা দেখেন, তাহাতে আর দোষ কি? তাঁহার কাছে আবার লজ্জা করিতে যাইবে কেন? স্বামীর কাছেই যদি সৎকাজে লজ্জিত বোধ কর, তবে আর এ জগতে সরল হইতে যাইবে কাহার কাছে? তাই বলি মা, লজ্জা ছাড়, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে সাধন-ভজনে মনোযোগ দাও,

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তোমার সাধনের শক্তি দিয়া তোমার স্বামীকে লাভবান্ কর, নিজে শক্তিমতী হইয়া জীবন-সংগ্রামে স্বামীকে সহায়তা দান কর। মনে রাখিও, তুমি তোমার স্বামীর সহধর্ম্মিণী। শুধু নামেই সহধর্ম্মিণী থাকিলে চলিবে না, কাজেও হইতে হইবে। তোমাকে আজ স্বামীর ধর্ম্ম-সাধনায় সঙ্গিনী হইয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, তুমি সহধর্ম্মিণী নাম পাইবার যোগ্যা। যে দেশের মেয়েরা মৃত স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় পাইত না, তুমি যে মা সেই দেশের মেয়ে, এই কথাটী ভুলিও না। স্বামীর সঙ্গে নিয়ত ভগবৎ-সাধনের সঙ্গী থাকিবার মত সাহসটুকুর অভাব হওয়া তোমার কোনও ক্রমেই উচিত নহে।

শুধু ইহাই নহে, স্বামীর মন যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মেই অবস্থান করে, তেমন উপায় করাও তোমারই কর্ত্তব্য মা। তুমি তোমার এ বিপুল ও গৌরবজনক কর্ত্তব্য ভুলিও না।

ভাল আছি। শ্রীপ্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ত্রিংশ পত্র

কলিকাতা
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

* * * তোমার মধ্যে যে-সকল শক্তি সুপ্ত ভাবে রহিয়াছে, তাহাদিগকে কি জাগাইতে হইবে না? সেই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র কি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে না? বিবাহিত জীবনে যে চির-অনুগতা এবং ধর্ম্মপরায়ণা সঙ্গিনীকে লাভ করিয়াছ, তাঁহার সহযোগিতাকে কি গৃহ-কোণের বাহিরে বিসর্পিত হইতে দিবে না? কল্যাণীয়া মা সম্বন্ধে দিন দিন আমার ধারণা স্পষ্টতর হইতেছে এবং তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি তোমাকে জীবনের প্রত্যেকটী পাদবিক্ষেপে পূর্ণ সাহচর্য্য দান করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হইতেছে। ভারত-জননী আজ এই রকম মেয়েদের চাহেন। দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনা, সঙ্কোচ-বিমুক্তা, সর্ব্বভয়বিরহিতা মেয়েদের আজ বড় প্রয়োজন। মিথ্যাকে পদদলিত করিবার সাহস যাঁহাদের আছে, সত্যকে প্রাণপণ বলে বুকে জড়াইয়া ধরিবার একনিষ্ঠা যাঁহাদের আছে, ভারতজননীর সেই সকল সৌভাগ্যবতী কন্যারত্নেরাই এই অভিশপ্ত দেশের প্রধানতম কলঙ্কগুলি দূর করিবেন, গভীরতম দুষ্কৃতিগুলি মুছিয়া ফেলিবেন। তুমিও ভাগ্যবান্ যে, এমন এক

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সৌভাগ্যবতী নারী তোমার আত্মোৎসর্গ-যজ্ঞের সঙ্গিনী হইয়াছেন। কিন্তু তোমার এই সৌভাগ্যকে কি তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যেই বন্দী করিয়া রাখিতে চাহ? প্রাণভরা সৎসাহস এবং হৃদয়ভরা ধর্ম্মভাব লইয়া যিনি তোমার জীবনকে পূর্ণতা দিতে আসিলেন, তাঁহার শুভ্র জীবনের পুণ্য প্রভাব যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপরে যাইয়া জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে পারে, তাহা কি তুমি করিবে না? তুমি নিজে যতদিন দেশের জন্য না কাঁদিতেছ, ততদিন তোমার সহধর্ম্মিণীর একটী অঙ্গুলীও যে গৃহের বাহিরে গিয়া দুঃস্থা দেশমাতার সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে না, ইহা ত' নিজেই বুঝিতে পার বাবা!

* * * একটী মাত্র নারী যদি তাঁহার সমগ্র শক্তি-সামর্থ্যকে সমাজ-কল্যাণে প্রয়োগ করিতে অনুকূল সুযোগ পান এবং তিনি যদি সেই সুযোগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, আমি বিশ্বাস করি, তিনি একাই দশজন পুরুষ-কর্ম্মীর অপেক্ষা অধিক কল্যাণকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার কারণ এই যে, জাতীয় জীবনের যে ক্ষতটা স্ত্রীলোক ব্যতীত অপরের প্রদত্ত শান্তি-প্রলেপে নির্দ্দোষরূপে নিরাময় হইবার নহে, তাহা আজ দীর্ঘযুগ ধরিয়া একান্ত উপেক্ষায় অবহেলিত হইয়াছে। কল্যাণীয়া মাকে এমন সুযোগ দাও, যেন তিনি নিজ চরিত্রবল ও ধর্ম্মশক্তিকে ক্ষুদ্র সংসারের বাহিরেও প্রয়োগ করিতে পারেন। নারীজাতি আজ সর্ব্বত্র যে দৈহিক

অবরোধের অন্তরালে অবস্থান করিতেছে, তাহা এই মুহূর্ত্তেই দূরীভূত হইতে পারুক আর না পারুক, যে মানসিক অবরোধ তাহার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব এবং গৌরবকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য আমার মা তাঁহার সমগ্র বলবীর্য্যকে উদ্যত করুন। এইটুকু সুযোগ তুমি তাঁহাকে দাও। এইটুকু অধিকার তুমি তাঁহার জন্য স্বীকার কর। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নির্ভীক হৃদয়ে পরার্থে আত্মদান কর। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার আবেষ্টনে নারীর নারীত্ব আজ বিপন্ন,—তোমার সহধর্ম্মিণীকে আজ আপদুদ্ধারকারিণী সঙ্কটতারিণীরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দাও। সমাজের উপরে স্ত্রীজাতি এতদিন কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? অধিকাংশ স্থলেই দুর্ব্বলতার নহে কি? অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীজাতি পুরুষের পথের কণ্টকই হয় নাই কি? আজ তোমার সহধর্ম্মিণীর শুভ-হস্ত আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া উত্তোলিত হউক এবং সমগ্র নারীজাতির উপরে সেই অমৃত বর্ষণ করুক, যাহা পান করিবার পরে পুরুষের উপর নারী শুধু পবিত্রতারই প্রভাব বিস্তার করিবে, পুরুষের দুর্ব্বলতাগুলির সমূল উচ্ছেদ-সাধন করিবে, পুরুষের পক্ষে নারী পাপ, কলঙ্ক ও নরকপ্রদ না হইয়া ধর্ম্ম, গৌরব ও দেবত্বেরই কারণ হইবে। যে দেশের প্রায় চারি কোটি অসহায়া স্ত্রীলোক অর্দ্ধাশনে ও অনশনে জীবন কাটাইতেছে, সে দেশে আজ তোমার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের শক্তি-সম্পন্ন নারীর পূর্ণ প্রতিভা লইয়া আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আছে। যে দেশের আকাশ বাতাস প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বালবিধবার অসহায় মৌন বেদনায় আকুলিত, প্রতপ্ত এবং দূষিত, সেই দেশে তোমার সহধর্ম্মিণীর আত্ম-বলিদানের প্রয়োজন আছে। যে দেশে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মনুষ্যত্বের দাবী অপেক্ষা প্রবলতর, যে দেশে নারী ও পুরুষের জন্য চরিত্র-শাস্ত্র দ্বিবিধ, যে দেশে নারী ও পুরুষের মনুষ্যত্বের ওজন বিভিন্ন বাট্‌খারায় হইয়া থাকে, যে দেশে নারীর অসহায় অবস্থা এবং তজ্জনিত নানা অকথ্য নির্য্যাতনের জন্য পুরুষ নিজেকে দায়ী মনে করে না, অথচ নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশকে সে বিষ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, যে দেশে নিজের মান, নিজের মর্য্যাদা, নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য নারীর পক্ষে আপনি কৃপাণ ধরা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, সেই দেশে আজ শ্রীমতী মায়ের আত্মবিসর্জ্জনের অধিকার আছে, প্রয়োজন আছে, উপযোগিতা আছে। * * *

ভাল আছি, কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একত্রিংশ পত্র

কলিকাতা
১৩নং সুকিয়া স্ট্রীট
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

মা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তোমাদের মন যে আজ জাগরিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা শ্রীভগবানেরই এক আশ্চর্য্য অভিপ্রায়। তোমরা মায়ের জাতি দীর্ঘকাল মোহনিদ্রায় মগ্না হইয়া রহিয়াছিলে, যুগের পর যুগ তোমরা আত্মচেতনাহীন ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়া শুধু অবস্থার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিয়াছিলে। আজ যে তোমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরে প্রকাশ করিতে যত্নবতী হইতেছ, আজ যে তোমরা অভ্যুদয় লাভ করিবার জন্য ব্রতশীলা হইতেছ, আজ যে তোমরা দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকে করায়ত্ত করিবার জন্য উৎসাহ-উদ্যম-পরায়ণা হইতেছ, জানিও মা, ইহার পশ্চাতে বিধাতার নিশ্চিত বিধান রহিয়াছে। নারীজাতির উন্নতির যুগ প্রকৃতই যে আসিয়াছে, এই কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিও।

তোমার সাধন-ভজন নিয়মিত ভাবে চলিতেছে শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। সাধন-ভজনের বলে তোমরা অসাধ্য-সাধন করিবে। দেশ, জাতি ও জগতের দুঃখ দূর করিবার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

শক্তি তোমাদের আছে। যদিও সংসারের সকল দিক্ বজায় রাখিয়া তোমাদিগকে চলিতে হয়, তথাপি একথা জানিও যে, ধর্ম্মবলে তোমরা সব করিতে পারিবে। যাহা বাক্যবলে হয় না, যাহা বিদ্যাবলে হয় না, যাহা বুদ্ধিবলে হয় না, যাহা অর্থবলে হয় না, এমন অসম্ভব কার্য্যও একমাত্র ধর্ম্ম-বলে হইতে পারে। ভারতবর্ষে আজ ধর্ম্ম-ধনেরই অভাব, ধর্ম্ম-রত্নের পুনরুদ্ধার হইলেই আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনর্জাগরিত হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মের এই পুনরুদ্ধার হইবে কিন্তু মা তোমাদেরই দ্বারা। তোমাদের জীবনের মধ্যে যখন ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তোমাদের সমগ্র কল্যাণময়ী শক্তি শত প্রবাহে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। মাতারূপে তখন তোমরা পুত্রকন্যার জীবনে স্তন্যদুগ্ধের সহিত ধর্ম্মকে প্রবাহিত করিবে, পত্নীরূপে স্বামীর জীবনে মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাই আমি ভারতবর্ষের উদ্ধারের মূলে তোমাদের অভ্যুদয়কেই নিয়ত লক্ষ্য করিতেছি।

তুমি তোমার ভাবের অনুযায়ী স্বামী পাইয়াছ। অনেকেই এমনটি পায় না। অধিকাংশ নারীই চিরজীবন নিজের ভাবের বিরোধী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া কাটায়। অধিকাংশ নারীই নিজের অন্তরগত উচ্চচিন্তার পরিপুষ্টি সাধনের সুযোগ পায় না,—বিরুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম্মের পীড়নে নিজ ভাবকে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। স্ত্রী ধর্ম্মপথে চলিতে চাহেন, স্বামী তাঁহাকে শুধু বাধাই দিতেছেন,—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তোমার অবস্থা অন্যরূপ। তুমি যদি উচ্চচিন্তার

অনুশীলন কর, তুমি যদি সমগ্র জগতের সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখিবার জন্য প্রকৃতই আগ্রহবতী হও, আমি জানি, তোমার স্বামী তাহার বাধা হইবেন না, বরঞ্চ প্রাণপণে সহায়তা করিবেন। এমন সংযোগ বড় ঘটে না। সুতরাং তুমি আজ প্রতিজ্ঞারূঢ় হও যে, সংসারের দারুণ খাটুনি যতই কেন অধিক হউক না, তুমি নিজের ধর্ম্মবলকে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য অক্লান্ত যত্ন পাইবেই।

তোমার ধর্ম্মের দুইটী রূপ। ধর্ম্ম যখন তোমার অন্তরের সামগ্রী, তখন তুমি ধ্যানশীলা ব্রহ্মপরায়ণা তপস্বিনী। ধর্ম্ম যখন বাহিরে প্রকাশ চাহিবেন, তখন তুমি পরদুঃখকাতরহৃদয়া অশ্রুবিগলিতনয়না স্নেহময়ী জননী। তোমার এই দুইটি ভাব তোমার জীবনে একসাথে পাশাপাশি সমভাবে ফুটিয়া ওঠা চাই। ব্রহ্মসাধনে তোমাকে একদিকে যেমন উন্নততম অবস্থা লাভ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমন পরের দুঃখেও কাঁদিয়া আকুল হইতে হইবে। একদিকে যেমন পরব্রহ্মের প্রতি তোমার ঐকান্তিকী অনুরক্তি থাকিবে, অপর দিকে তেমন ব্যথিতের ব্যথায় প্রাণ-ভরা দরদও থাকিবে। একদিকে যেমন তুমি ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইবে, অপর দিকে তেমন দুঃস্থের জন্য অধীর হইবে। একদিকে যেমন ব্রহ্ম-সাধনার নিম্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সোপানগুলিতে ক্রমশঃ আরোহণই করিতে থাকিবে, অপর দিকে তেমন হৃদয়ভরা স্নেহ, মমতা, দয়া ও সহানুভূতির অঞ্জলি দিয়া দুঃখী-রূপী

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নর-নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। তুমি নারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছ, তাই নারী-রূপে নারায়ণ যেখানে দুঃখ পাইতেছেন, সেখানে তোমার সেবার অধিকার সর্ব্বাগ্রে। তাই তোমাকে ভগবৎ-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির উন্নতি-সাধনে বিশেষ ভাবে মনোযোগিনী হইতে হইবে। নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা তোমার ধর্ম্মেরই এক অঙ্গ।

কিন্তু নারীজাতি কেন আজ অবনত, তাহা জান কি মা? কে তাহাকে অধঃপতিত করিল? সে নিজেই কি অবনতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল, না, অপর কেহ জোর করিয়া তাহাকে অধঃপতনের পথে পরিচালিত করিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, উভয় কারণই নারীজাতির অধোগতির মূলে সমপরিমাণে বিরাজমান রহিয়াছে। পুরুষজাতি নিজেদের উন্নতির দিকে মন দিতে গিয়া, নিজেদের সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া, নারীজাতির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত চেষ্টা ত' করেই নাই, বরং অধিকাংশ স্থলে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার, নারীজাতিও নিজেদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজ কল্যাণ-বুদ্ধিকে নারীসমাজের হিতার্থে প্রয়োগ করেন নাই, বরং লোকাচারের দাসত্ব স্বীকার করিয়া স্বহস্তেই নারীর উন্নতির মূল উৎপাটিত করিয়াছেন। যে নারী বাল্যবিবাহের কুফল নিজের জীবনে বারবার শোচনীয় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কখনও নিজ অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকা কন্যার অকাল বিবাহে একটু মাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ

করেন নাই, বরঞ্চ বাল্য-বিবাহ-দানে অনিচ্ছুক স্বামীর স্কন্ধগত হইয়া দ্রুত পাত্রর্ব্বিাচনে বাধ্য করিয়াছেন। যে নারী অশিক্ষার দরুণ নিজের জীবনেই বহুবার ঠেকিয়াছেন এবং ঠকিয়াছেন, তিনিই নিজ কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য বড় একটা উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, বরঞ্চ ইহাই বলিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে পুরুষেরা স্ত্রীশিক্ষার যতটুকু বিরুদ্ধতা করিয়াছে, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরাই বিরুদ্ধতা করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। আজ পর্য্যন্তও কোনও শ্বাশুড়ী তাঁহার শিক্ষিতা বধূমাতাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহেন। একটী স্ত্রীলোক যখন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া বিনা দোষে মিথ্যাপবাদে গৃহবিতাড়িত হইয়াছেন, তখন অপর কোনও স্ত্রীলোক আসিয়া এই হতভাগিনীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া তাহার সহায়তার জন্য প্রাণভরা সমবেদনা লইয়া দাঁড়ান নাই, বরং দুই একটী পুরুষ যদিও বা কদাচিৎ ঐ স্বজন-পরিত্যক্তাকে একটু আধটু আশ্রয় দিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নারীরা তাহার নিরপরাধ দৈবদুর্ভাগ্যকে ক্ষমা করিতে চিরকাল অসম্মত রহিয়াছেন। বলিতে কি, নিরপরাধা স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে ঘৃণাজনক মিথ্যাপবাদ পুরুষের দ্বারা যতটা রটিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা চিরকাল তাহার শতগুণ রটনা করিয়াছেন। এইভাবে স্ত্রীজাতি নিজেদের পায়ে নিজেরাই এতকাল ধরিয়া কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছেন।

নারীজাতির সেবা করিতে যাইয়া তোমাকে ইহা মনে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

রাখিতে হইবে। * * * তোমাকে যে ভবিষ্যৎ জীবনে একটা কিছু কাজের মত কাজ করিতে হইবে, এই বিষয়ে কখনও বিশ্বাস হারাইও না। তোমাকে প্রাণপণ যত্নে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে। কারণ, অজ্ঞানীর দ্বারা প্রকৃত কল্যাণকর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। জ্ঞান বলিতে আমি ভগবৎ-সাধন-লব্ধ জ্ঞান এবং অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞানকেই বুঝিতেছি। এই দুই প্রকারের জ্ঞানই তোমাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, তোমার স্বভাব কি, তোমার সামর্থ্য কি, এইসব তুমি ভগবৎ-সাধনার দ্বারা বুঝিবে। নারীজাতির অতীতে কি গৌরব ও অগৌরব ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায়ই বা কি আছে, ভবিষ্যতেই বা কি হইতে পারে, তাহা গ্রন্থাধ্যয়নে জানিবে। এই উভয় জ্ঞানকে একত্রীভূত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাত্রিংশ পত্র

কলিকাতা

১লা ভাদ্র, ১৩৩৪

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

* * * বর্ত্তমান যুগ বহু মহীয়সী মহিলার কাছে ভবিষ্যৎ যুগের পূর্ণ জাগরণের জন্য আত্মদান চাহিতেছে। তোমার

সহধর্ম্মিণীর ন্যায় নারীরই মধ্যে যে অন্তর্নিগূঢ় মৌন শক্তি আছে, তাহা সৌর জগৎ কক্ষভ্রষ্ট করিয়া দিতে পারে। কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-কম্পন-সমর্থ এই শক্তিকে পুরুষজাতি তাহার মোক্ষ-সাধনায় প্রয়োগ করে নাই, পরন্তু পুরুষ-কবি নারী-দেহকে অনঙ্গের অধিরোহণ-পীঠ বলিয়া বর্ণনা করিতে বসিয়া তাহার কবি-প্রতিভার চঞ্চল-গুঞ্জনে মাতৃ-রূপ সাধকের মৃদু বীণাধ্বনিকে চিরকাল কোণ-ঠাসা করিয়াই রাখিয়াছে এবং সাধারণ মানুষ গুলি নারীকে শুধু বিলাস-শয্যায়ই টানিয়া লইয়াছে। অবশ্য, ইহার কুফল এই জাতির উপর কম করিয়া ফলে নাই। তথাপি জাতি আত্মচৈতন্যহীন। দেহটাই যে প্রকৃত মানুষটা নহে, দেহটাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলেই যে মানুষটাকেও পাওয়া হয় না, বাহিরের দৃশ্যমান মানুষটার মধ্যেকার অদৃশ্য মানুষটাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত যে প্রাণের তৃপ্তি অসম্ভব, ইহা এ জাতি ভাবিতে শিখিতেছে না। কিন্তু এই ভাবে চিরকাল চলিবে না। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, সাবিত্রী ও সুভদ্রার আত্মা এখনও বহু নারীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, রামচন্দ্র, হনুমান, কপিল, কণাদ ও বাল্মীকির জননীদের রক্তমাংস এই পরদাসত্বলোলুপ কামান্ধ-জাতির নির্জ্জীব জননীদের অঙ্গে এখনও আছে। বর্ত্তমান যুগ সেকথা স্বীকার করে নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের প্রতিদিনের প্রতি ঘটনায় ইহা ত্রিলোকের বিস্ময় সমুৎপাদিত করিয়া প্রমাণিত হইবে। তাই, কল্যাণীয়া মা আমার দৃষ্টিতে একটা অমানুষী আশ্চর্য্য

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দেবী-প্রতিমা। মাকে তুমি আজ সুশিক্ষিতা করিবার জন্য যত্ন পাও। শিক্ষার অভাব নারীজাতিকে আত্ম-অবিশ্বাসী করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার অভাব তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার অভাবে তাহারা নিজেদের আত্মার লিঙ্গাতীত অখণ্ড-সত্তাকে কল্পনায় আনিতে পারিতেছে না, প্রকৃত আত্মনির্দ্দেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। নিজেদের দেহের স্ত্রীত্ব-ব্যঞ্জক চিহ্নগুলিকেই তাহারা তাহাদের চরম বিশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিতেছে এবং পুরুষের নিম্নস্তরের চিন্তা ও চরিতার্থতাগুলিকে প্রবলভাবে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারাটাকেই তাহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া মনে করিতেছে। ভোগের সঙ্গিনী হওয়া ছাড়া পুরুষের সহিত আর যে অপর কোনও সম্পর্ক তাহাদের থাকিতে পারে, ইঙ্গিতমাত্র স্বামীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সহকারিত্ব না করিয়া তাহার ভোগার্থী মনকে ত্যাগের পথে, সংযমের পথে, আত্মশাসনের পথে পরিচালন-চেষ্টার কোনও কর্ত্তব্য যে ইহাদের আছে, তাহা ইহারা জানে না। সেই আত্মসম্মান-জ্ঞান ইহাদের নাই, যাহা থাকিলে নিজেকে বাধ্যকর নৈতিক অধঃপতন হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। জীবনের আদর্শ-সম্বন্ধে যে সুপরিস্ফুট জ্ঞান থাকিলে স্বামীর দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রী তাহাকে বল দিতে পারে, তাহা ইহাদের নাই। কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ, তাহা ইহারা জানে না এবং সেই জন্য প্রকৃত কল্যাণের পথে চলিতেও ইহাদের প্রতিপদে সৎসাহসের ও

দৃঢ়তার অভাব হয়। কি করিলে স্বামীর ইহারা যথার্থ স্ত্রী, পিতার ইহারা যথার্থ কন্যা, ভ্রাতার ইহারা যথার্থ ভগিনী, সন্তানের ইহারা যথার্থ মাতা এবং পুত্রবধূর ইহারা যথার্থ শ্বশ্রূ হইতে পারে, তাহা ইহারা জানে না। কিন্তু শিক্ষার গুণে এই সকল দুর্ল্লক্ষণ দূরীভূত হইবে। সকল যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলি নারীর জীবন সম্বন্ধে কি কি শ্রেষ্ঠ চিন্তা প্রসব করিয়াছে, সকল যুগের সকল শ্রেষ্ঠ হৃদয়গুলি নারীজাতির সম্বন্ধে কি কি শ্রেষ্ঠ অনুভূতির স্পর্শ পাইয়াছে, ইহা শুনিতে শুনিতেই পদস্খলিত মুমূর্ষু নারী মৃত-সঞ্জীবনে উদ্বোধিতা হইয়া স্থিরপদে দাঁড়াইবে। তখন ঘরে ঘরে বৈদিক যুগের মহিলা-ঋষিরা সত্যজ্ঞানের বন্দনা করিবেন। তাই, শ্রীমতীকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য এইরূপ বারবার তাগিদ দিতেছি। এই একটি মেয়ে আমার উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হইতেছে সমগ্র ভারতের মাতৃশক্তি! * * * তোমাদের উভয়ের মনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তবে কেন তোমরা সুশিক্ষার সহায়তায় জগতে অত্যদ্ভুত কার্য্যসমূহ সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে না? শোক, দুঃখ, বাধা, বিঘ্ন,—সব পদদলিত করিয়া তোমরা আজ বড় হইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং বাসন্তী দেবী যেমন একযোগে দেশের কাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ যেমন এক-যোগে দেশের সেবা করিতেছেন, তোমরা দুইজনেও তেমন একযোগে দেশের সেবা করিবে,—আমি ইহাই চাহি * * * তোমাদের ভবিষৎ সাধনা অত্যন্ত বিরাট।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তাহার জন্য তোমরা কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৪

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমাদের তরুণ মনে যে শ্রীভগবান্ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দিনের পর দিন তীব্রতর করিয়া তুলিতেছেন, ইহা এক মহাযুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ। ভারতবর্ষের এক মহামহিমান্বিত গৌরবোজ্জ্বলা জগৎপূজ্যা মূর্ত্তি দিনের পর দিন প্রকটিত হইতেছে,—তোমার আমার জীবন-গঠন, তোমার আমার উন্নতিলিপ্সা, তোমার আমার উচ্চলক্ষ্য তাহারই প্রমাণ। তোমার আমার আত্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়া এখন মাত্র কাঠামটুকু রচিত হইতেছে, গোড়াপত্তন হইতেছে। ধন্য আমরা যে, চূড়ান্ত মুকুট না হইয়া গোড়ার গাঁথুনী হইবার সুযোগ পাইয়াছি। এস আজ অকপট আবেগের সহিত আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনকে নিজ নিজ রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্যের অনুরূপ ভাবে উৎসর্গ করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হই, অমৃতত্ব লাভ করি। উৎসর্গ করিবার জন্যই জীবন পাইয়াছ, উৎসর্গের মধ্য দিয়াই ইহা সার্থক

হইবে। উৎসর্গই মানবজীবনের পরমোৎকৃষ্ট ব্রত, উৎসর্গই ব্রতসাধনার প্রণালী, উৎসর্গই ব্রতের সঙ্কল্প। কিন্তু কি ভাবে উৎসর্গ করিবে? জগতের সকলেরই জন্য কি উৎসর্গের একই পথ, একই নিয়ম, একই রীতি? ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর হইতে প্রাতঃস্মরণীয় বিবেকানন্দের যুগ পর্যন্ত বহু মহামানব গৈরিকের পথে উৎসর্গের সাধনা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতেও অসংখ্য বীরাত্মা পুরুষ তাহা করিবেন। কিন্তু সকলের জন্যই ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট পথ নহে। এই জন্যই তোমাকে বিবাহিত জীবনের পৃথক্ ধারা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। লক্ষ্য এক, কিন্তু সেই লক্ষ্য-সাধনের উপায় বিভিন্ন। তাই, আমি মনে করি না যে, তুমি বিবাহ করিয়া ভুল করিয়াছ। বিবাহিত জীবনও অমৃতত্ব-সাধনেরই জীবন, যদি শুধু মনে রাখিতে পার যে, এই জীবনটা লক্ষ্যহীন বা দায়িত্বহীন নহে এবং এই জীবনে ভগবানের সহিত অসহযোগ নাই।

* * * *

বিবাহিত-জীবনে স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া থাকা যায় না। এই জীবনের প্রথম, মধ্যম ও শেষ অবস্থায় স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ একরূপ না হইলেও, কোনও অবস্থাতেই পরস্পরের সম্বন্ধচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ গুরু ও শিষ্যের, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেমিক ও প্রেমিকার, তৃতীয় অবস্থায় সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর। গুরু ও শিষ্যের অবস্থায় কামসম্পর্ক চেষ্টা করিয়া, যত্ন করিয়া সঙ্কল্প করিয়া

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বর্জ্জন করিতে হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা গুরুর গুরুত্ব ও শিষ্যের শিষ্যত্বকে মলিন ও বিফল করে। প্রেমিক-প্রেমিকা অবস্থায় মনের সাত্ত্বিকী বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের সঙ্গে কামেন্দ্রিয়ের চর্চ্চাকে অবিরোধী রাখিতে হয়, যেহেতু স্বামীর সুপরিপুষ্ট বীর্য্যধাতু নিজ দেহমধ্যে সন্তানরূপে পরিগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর দেহ স্বামীর দেহের সগুণতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহা দ্বারা কান্ত-কান্তাভাব অবস্থাবিশেষে উজ্জ্বলতা লাভ করে। পরন্তু, সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর অবস্থায় পারস্পরিক কামসম্ভোগ-মূলক ভাবকে চেষ্টা করিয়াও যেমন দমন করিতে হয় না, তেমন আবার উদ্দীপনেরও কোনও আয়োজন করিতে হয় না। যে সকল বিবাহিত নরনারী স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া জীবনটীকে আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের জীবনে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয় একটীর পরে একটী আগমন করে এবং যে বিবাহ জীবের পক্ষে এক সুকঠিন অন্ধ-কারা-বন্ধন, তাহাই ভগবৎ-সাধনার অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মুক্তির আনন্দে ও পূর্ণতায় সুদীপ্ত হইয়া উঠে।

তোমার বিবাহিত-জীবনের এক্ষণে যে অবস্থা, তাহাতে তুমি তোমার স্ত্রীর গুরু এবং তিনি তোমার শিষ্যা। গুরু ও শিষ্যার মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধার অবসর আছে, দেহ-প্রার্থনার অবসর নাই। সুতরাং তোমাতে ও তোমার স্ত্রীতে এক্ষণে কামানুশীলনের অধিকার নাই। যতদিন না শিষ্য তাঁহার পরম-গুরু পতি দেবতার সৎশিক্ষার গুণে পবিত্রতা-প্রভাবিত সাত্ত্বিক দাম্পত্য-প্রেমের মর্য্যাদা রাখিবার যোগ্যা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত

তাঁহার দেহকে কন্যার দেহের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তোমাকে মনে করিতে হইবে এবং যাহাতে রক্তমাংসের ব্যাকুলতা তোমাকে মোহগ্রস্ত ও বিবেক-বর্জ্জিত করিয়া দিতে না পারে, তাহার জন্য ভগবানের নামের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শুধু নিজেই ভগবানকে ডাকিতে শিখিলে হইবে না, স্ত্রীর গুরু হইয়া তোমাকেই গিয়া তাঁহার নিকটে ভগবানের নামের যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার কৌশল পৌছাইতে হইবে। নিজে সংশিত-ব্রত হইয়া তাঁহাকেও ব্রতচারিণী করিতে হইবে। নিজে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া তাঁহাকেও দিব্যচক্ষু দান করিতে হইবে।

ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, জীবন-গতির স্বাভাবিকতার মধ্যে একটা ভয়ানক রকমের ওলটপালট বা বিপর্য্যয় আনয়ন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর সংশ্রব বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিবে। এইরূপ সংশ্রব-ত্যাগ বাঞ্ছনীয়ও নহে। সুতরাং স্ত্রীর সহিত ঐক্যসূত্রে গাঁথা থাকিয়াই তোমাকে সংযমের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। তেঁতুলের সংস্পর্শে রসনা শুষ্ক থাকে না, ইহা সত্য। অগ্নির নিকটে ঘৃত না গলিয়া পারে না, ইহা সত্য। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে তেঁতুল ও রসনার বা অগ্নি ও ঘৃতের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তিত করা যে যায়, ইহাও সত্য। সাধনের বলে তেঁতুল এবং অগ্নি রূপান্তরিত হইতে পারে। সাধনের বলে রসনার সরসতা এবং ঘৃতের দ্রবণশীলতা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তোমরা একজনেও যদি সাধনশীল হও, তাহা হইলেই তাহার প্রভাবে নিজের ও নিজ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সঙ্গীর জীবনে প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের মলয় বায়ু বহিতে আরম্ভ করিবে। আর যদি উভয়ে মিলিয়া সমযোগে সমযত্নে সমপ্রাণে সাধন-নিষ্ঠ হও, তাহা হইলে সুরভি পারিজাতের ত্রিলোকামোদী সৌগন্ধ সে বহিয়া আনিবে, তাহার প্রতি হিল্লোলে বাসন্তী কোকিলের প্রাণ-মনোহারী সুমধুর কুহু-কাকলী ভাসিয়া আসিবে।

মহাজ্ঞানী ভীষ্ম মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছেন, বলিতে গেলে এই বিষয়ে তাহা এক বিশেষ প্রামাণ্য উপদেশ। ভীষ্ম বলিয়া ছিলেন,—ঋতুকাল ব্যতীত অপর সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ না করাই গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু মহাতপা ভীষ্মের সেই উপদেশের সহিত আরও কয়েকটা কথা যুক্ত করিয়া বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, শুধু ঋতুকালে সম্ভোগ করিয়া অপর সময়টুকু সম্ভোগ বর্জ্জন করিলেই ব্রহ্মচর্য্য হয় না, পরন্তু ঋতুকালীন এই সম্ভোগ ব্যাপারকে সম্যগরূপে কাম-বুদ্ধির অতীতে লইয়া যাইবার সামর্থ্যও থাকা চাই। অর্থাৎ দাম্পত্য-জীবনের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মধ্যে ভোগ-লালসার স্থানে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কল্যাণবুদ্ধি ও জীবহিত-বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি দুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকল বিবাহিত ব্যক্তির জীবনেই দাম্পত্য কামানুশীলনের স্থান আছে, প্রয়োজনও আছে। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম সর্ত্ত এই যে, এই কামানুশীলন কখনও ঋতুকাল ব্যতীত অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কাল ব্যতীত মানুষের নিজের মনগড়া সময়ে হইতে পারিবে না। কিন্তু একবার বিধিনির্দ্দিষ্ট ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হইবার পরে যদি মানুষ দিন গণিতে আরম্ভ করে যে,—"আজিকার দিনটা গেলে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গ হইতে ঊনত্রিশ দিন বাকী থাকিবে, কালিকার দিনটা গেলে আটাশ দিন বাকী থাকিবে—ইত্যাদি" এবং পুনরায় কবে স্ত্রীর ঋতুকাল সমাগত হইবে, তাহার জন্য উৎসুক উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে ত' ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হইবে না। কারণ, ব্রহ্মচারী নরনারীর ঋতুকালে দাম্পত্য-সঙ্গমের অধিকার আছে সত্য, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুতে দৈহিক ও মানসিক ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ে স্বামী ও পত্নীকে এমন সুনিয়ম ও সদাচারের মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে যেন, কামকথা শ্রবণ না করিতে হয়, কামকথা উচ্চারণ করিতে না হয়, কাম-দৃশ্য দর্শন করিতে না হয় বা কামের উদ্দীপক কোনও প্রকার হাবভাব পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রকাশ না করে। একজনের অনুরাগকে আকর্ষণ করিবার জন্য অপরের যে কৃত্রিম চেষ্টা, একজনের ভালবাসাকে সন্দীপিত করিবার জন্য অপরের যে ভাষা-বিলাস, একজনের হৃদয়কে জয় করিবার জন্য অপরের যে তামসিক কৌশল, তাহার সবই এই মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। বৃথা স্পর্শন, গুহ্যভাষণ প্রভৃতি এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। যাহাকিছু সংযমনিষ্ঠার বিঘ্ন, তাহাই এই সময়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহার সঙ্গ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিলে, যে চিন্তা করিলে, যে আলাপ বা আলোচনা করিলে, যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, যে চিত্র দর্শন করিলে বা যে সঙ্গীত শ্রবণ করিলে প্রত্যক্ষ বা গৌণভাবে মনে পাপোদয় হইতে পারে, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এই জন্যই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, ঈশ্বরবিহিত ঋতুকালেও স্বামীস্ত্রীর কামানুশীলন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে কামবুদ্ধি-বর্জ্জিত এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রেরিত হওয়া চাই।

কিন্তু ইহা সহজ নহে। এই জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই ব্যাপারে তাঁহারই অনন্ত শক্তির মুখ চাহিয়া চলিতেন, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষমাত্রে দুর্ব্বল সবল হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে। এই জন্যই তাঁহারা গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রত্যেকটী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বজনসমক্ষে পাণিগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিভৃত সঙ্গোপনে গর্ভোৎপাদন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ছোটবড় কার্য্যের মধ্যে নিখিলশক্তিমূল শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঋতুকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সদাচার রক্ষাকল্পে তাঁহারা যেমন ভগবানেরই শরণ লইতেন, তেমনি আবার ঋতুকালীন * কামাচারের মধ্যেও শ্রীভগবানের অনঙ্গগর্ব্বখর্ব্বকারী বজ্রবীর্য্য মহানামের সেবা করিতেন। ফলে, জৈবিক প্রয়োজনে কামাচার অনুশীলিত

* 'ঋতুকাল' বলিতে এখানে 'ঋতুদর্শনের প্রথম তিনদিন বাদ দিয়া পরবর্ত্তী সময়' বুঝাইতেছে।

হইত কিন্তু নামসেবার মধ্য দিয়া আত্মিক পূর্ণতা, মানসিক শুদ্ধতা বজায় থাকিত।

ইহাই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু ইহা বিবাহিত-জীবনের মধ্য ও শেষ অবস্থা, প্রথম অবস্থা নহে। প্রথমাবস্থায় তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য নৈষ্ঠিক সাধকের ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় একেবারে কঠিনতম নিষেধ-বন্ধনে বদ্ধ। এই সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে মনের বলেই রক্ষা করিতে হইবে এবং তোমার স্ত্রীর মনোমধ্যে এই সৎসঙ্কল্পের তীব্র অনল জ্বালিয়া দিতে হইবে। তোমার একার মনের বল যখন অপ্রতুল হইবে, তখন তোমার ধর্ম্মপত্নীর মনের বলকে আনিয়া তোমার বলের সহিত যুক্ত করিতে হইবে এবং সমবেত শক্তিতে তোমরা দুরন্ত বাধারাশিকে জয় করিবে। এইজন্যই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা শুধু কতগুলি বই পড়া নয় বা চিঠি লেখা নয় পরন্তু জগতের সকল উচ্চভাব, সকল পবিত্র চিন্তা ও সকল মহৎ সঙ্কল্পকে ঐ তরুণী পত্নীর মস্তিষ্কে, মনে ও হৃদয়ে সজীব ভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া,—যাহা-কিছু সত্য, যাহা-কিছু সুন্দর ও যাহা-কিছু মঙ্গল মানুষের জীবনোৎসর্গের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ তরুণীকে সুপরিচিত এবং তাহার প্রতি তাঁহাকে অনুরক্ত করিয়া দেওয়া। এই শিক্ষা বিতরণের ভার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে সংগ্রাম একাকী অসাধ্য, তাহা দুইজনের চারি বাহুতে করিতে হইবে। উঁহাকে শিখাইতে গিয়া তুমি নিজেও শিক্ষা সঞ্চয় করিবে, উঁহার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বাহুতে বল বাড়াইতে গিয়া তোমারও বাহুতে বল বাড়িবে। সবাই যাঁহাকে অবলা বলিয়া সম্বোধন করে, তোমার কর্ত্তব্য হইবে তাঁহাকে সকল দিক্ দিয়া সবলা করিয়া তোলা এবং এই কর্ত্তব্যের সম্পাদনের মধ্য দিয়া তোমারও অন্তর্নিহিত বহু সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু যেখানে উভয়ের সমবেত শক্তিও বিফল হইবার সম্ভাবনা, সেখানে ভগবানের কাছ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ব্রতরক্ষা করিবে। ভগবানের শরণাপন্ন হও, তোমার জীবনের উৎসর্গ-সাধনার প্রথম দীক্ষা তাঁহার নিকট হইতে লও। পরমগুরু হইয়া তিনি তোমার মধ্যে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি স্নিগ্ধ জ্যোতি স্ফুরিত করিবেন, তখন দেখিও, ভগবৎসাক্ষাৎকারলব্ধ পরার্থপ্রাণ মহামানবেরা তোমার উপগুরু হইবার জন্য যথাকালে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

জানি না, এই পত্রের দ্বারা আমি তোমার কোনও প্রকৃত সহায়তা করিতে পারিলাম কিনা। কিন্তু তোমার প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা ও শুভাশিস রহিল, তাহা জানিও। * * *

শ্রীপ্রভু তোমার কুশল করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুস্ত্রিংশ পত্র

পুপুন্‌কী

৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৬

নিত্যাশীর্ভাজনেষু ঃ—

বাবা—, * * * ইন্দ্রিয়জয় যদি না করিতে পার, মনের উদ্দাম ভোগ-বাসনাকে যদি প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসন-দণ্ডের অধীন না করিতে পার, তাহা হইলে মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইয়া পরিচয় দিতে যাওয়া বৃথা, জীবন-ধারণ একটা বিড়ম্বনা। তাই, সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের ভিতরের পশু-ভাবগুলিকে দেবভাবে পরিণত করিতে হইবে। এবং যাঁহরা জগতে ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া প্রবৃত্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়া সহস্র বিকারের হেতুনিচয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও অটল অচল ব্রতনিষ্ঠ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সমস্বরোদ্‌গত অবিসংবাদিত অভিমত এই যে, ভগবৎ-সাধনা এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

কিন্তু স্ত্রীজাতি-ভীতি সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে। নারী অনেক স্থানে রাক্ষসীর রক্তপিপাসা নিয়া দেখা দেয়, কিন্তু নারী কি রাক্ষসী তার স্বভাবের ধর্ম্মে, না আমাদের চখের দোষে? আমরা যে নারীর দিকে সরল সহজ পবিত্র দৃষ্টিতে তাকাইতে চাহি না, আমরা যে নারীর চিন্তা করিতে গেলেই কামের কথা জোর করিয়া আনিয়া তাঁর আঁচলের

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কোণায় গেরো দিয়া বাঁধিয়া দেই, আমরা যে তাঁর নামোচ্চারণকালে ভোগবাসনার তরল আলতা তাঁর ওষ্ঠে, গণ্ডে, পদনখে মাখিয়া দেই, মানবীর রাক্ষসী সাজিবার কারণ-মধ্যে এই কথাগুলিও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

পুরুষকে মায়ায় ভুলাইবার শক্তি মেয়েদের আছে কিন্তু ঐ মায়ায় না ভুলিবার শক্তিও ত' পুরুষের আছে। শুধু তাই নয়, যে মায়ার ফাঁদে ফেলিয়া নারী পুরুষকে ভুলায়, সেই মায়া হইতে নারী যেন নিজেও আত্মরক্ষা করিতে পারে, নিজের জালে সে নিজে না জড়াইয়া পড়ে, পুরুষের জন্য রচিত ফাঁসীর রজ্জুতে নিজেই যাহাতে ঝুলিয়া না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিবার শক্তিও পুরুষের আছে। পুরুষের এই যে শক্তি, ইহার অপর নাম বিবাহ। বিবাহ নারীর পারস্পরিক আকর্ষণকে সংযমের ভিত্তিতে দাঁড় করায়।

অবশ্য, বিবাহ বলিতে যদি প্রচলিত বিবাহকে বোঝ, পুরুত ঠাকুরের যেন তেন প্রকারেণ মন্ত্রপড়ানকে বোঝ, বরের টোপর আর চেলীর কাপড়কে বোঝ অথবা গীর্জ্জায় গিয়া সমাজ-সম্মত পশুজীবনের ছাড়পত্র নেওয়া বোঝ, তবে আমার কথা ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। বিবাহ বলিতে আমি স্ত্রী-পুরুষের সেই মিলনকেই বুঝিতেছি, যাহার মূল উদ্দেশ্যই থাকিবে একের সর্ব্ববিধ অপূর্ণতা দ্বারা অপরকে সম্পূরিত করিয়া লওয়া এবং যাহার পন্থা হইবে ভগবৎ-সাধনের যোগে পরস্পরের রুচি, প্রকৃতি, কর্ম্ম, শক্তি ও সিদ্ধির সাম্য-সংস্থাপন।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অতএব বিবাহিত জীবনের প্রতি তুমি বিভীষিকার দৃষ্টিতে তাকাইও না। যাঁহার সঙ্গ তোমার পক্ষে বিষময় বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতেছে, ঐক্যবদ্ধ প্রণালীতে ভগবৎ-সাধন তাঁহার সাহচর্য্যকে তোমার পক্ষে অমৃতের নবজীবনদায়ক করিবে।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চত্রিংশ পত্র

পুপুন্‌কী

১। ২। ৩৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের—, * * * তুমি বীর, তবে কেন মনকে দুর্ব্বল করিবে? একটী দুগ্ধপোষ্যা বালিকা তোমার নিকটে চিরকালের জন্য একটা বিভীষিকার বস্তু হইয়া রহিবে, ইহা যে মোটেই সুখপ্রদ নয় বাছা! আতঙ্কের দৃষ্টিতে না তাকাইয়া উহার প্রতি তুমি সহজ-সরল-স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাও। মনে কর, ইহার সহিত তোমার যেন বিবাহ হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রাণের উদ্দীপনা ও ত্যাগোন্মুখিতা উঁহার প্রাণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে না পারিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত উঁহাকে তোমার অনুগতা শিষ্যা মাত্র জানিয়া সস্নেহে সর্ব্বপ্রকার সৎশিক্ষায়

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

মণ্ডিত করিতে চেষ্টা কর। আজই তুমি তাঁহাকে তোমার সহধর্ম্মিণী বলিয়া কল্পনা করিতে যাইও না এবং সাধন পন্থে সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে যে সহায়তা স্বামীর প্রাপ্য, তাহা আশাও করিও না। আশাই নৈরাশ্যের জননী। এই ক্ষুদ্র বালিকার নিকটে তুমি মৈত্রেয়ীর স্বামী-সহকারিতা বা অরুন্ধতীর তপশ্চর্য্যা দাবী করিতে পার না। আগে প্রাণপণ যত্নে ইঁহাকে গড়িয়া তোল, সদিচ্ছার অলঙ্ঘনীয় শক্তির পরিচয় পরে পাইবে,—একাগ্র সদিচ্ছা জগতে কখনও ব্যর্থ হয় নাই। অবশ্য, তোমার সদিচ্ছার একাগ্রতা, অকপটতা ও আমৃত্যু-স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে তোমার ভগবৎ-সাধনার গভীরতার উপর।

জীবনের সহস্র অসার্থকতার দুঃখ এবং অসাফল্যের মনোবেদনা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নির্ভীক হও। দাম্পত্য-জীবনের জয়-পরাজয়-বহুল সুপিচ্ছিল সাধন-প্রাঙ্গণে সমরজয়ী হইতে হইবে নির্ভীকতারই শক্তিতে, নির্ভীকতাই তোমার সব চাইতে বড় বল, বড় বন্ধু। আশঙ্কা ও আতঙ্ক পরাজয়ের গুপ্তচর। ভয়হীন মনে তীব্রসঙ্কল্পের বাহনে অগ্রসর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সমাপ্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD